প্রভাত-সঙ্গীত

ষষ্ঠ খণ্ড

(২৫০১-৩০০০)

মহান দার্শনিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার কর্ত্তক রচিত ও সুরারোপিত ৫০০ গানের সংকলন

রচয়িতা নিজেই সুর দিয়েছেন।

সেই সুরেই এগুলি গীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনুক্রমণিকা

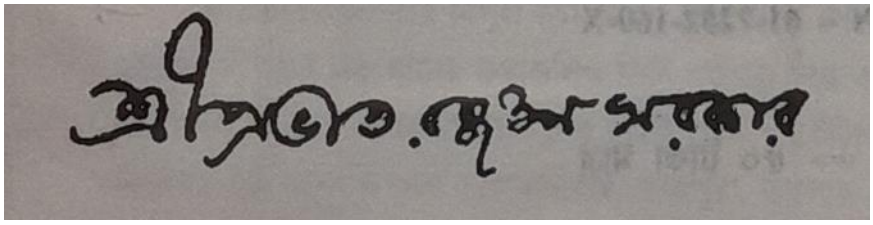

© আনন্দ মার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দনগর, পোষ্ট-বাগলতা

জেলা-পুরুলিয়া, পঃ বঙ্গ

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ৫২৭, ভি. আই. পি. নগর

কলিকাতা-১০০

প্রথম সংস্করণঃ ২রা অক্টোবর ১৯৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ: ২১শে অক্টোবর ২০০১

প্রকাশক: আচার্য বিজয়ানন্দ অবধূত (কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব:)

আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ,

৫২৭, ভি. আই. পি. নগর, কলিকাতা-১০০

অক্ষর বিন্যাস: শ্রীদেবাশিস পোদ্দার

মুদ্রাকর: শ্রীকালী আর্ট প্রেস ২০৯সি,

অনুক্রমণিকা

বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রাপ্তিস্থান: প্রভাত লাইব্রেরী ৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN-81-7252-210-X মূল্য: ৫০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন

আনন্দমার্গের প্রবক্তা ও প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তিজীর (শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার) যুগান্তকারী অবদানগুলির অন্যতম হ'ল প্রভাত-সঙ্গীত। অনেকেই হয়তো জানেন, ১৯৮২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বিহারের দেওঘরে প্রভাত-সঙ্গীত রচনার সূত্রপাত। বহুধা-বিস্তৃত সংঘের প্রধান হিসেবে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার ও সুরকার শ্রীপ্রভাতরঞ্জন মাত্র আট বছরের মধ্যে রচনা করেন ৫০১৮টি গান। ভাব-ভাষা-সুর-ছন্দসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিপুল সঙ্গীতসম্ভার সঙ্গীতজগতে এক বিরাট বিস্ময়।

অনুক্রমণিকা

সংঘের সঙ্গীতানুরাগী সাধক ও সমর্থকদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় মার্গীয় সমাজে ও বাইরে গানগুলি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংঘের প্রকাশন বিভাগ জরুরী ভিত্তিতে স্বরলিপি সহ গানগুলি ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করে। ১৯৯০ সালের মধ্যেই মোট ২০১ খণ্ডে সেগুলি প্রকাশিত হয়। বাংলা লিপির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন তাঁদের সুবিধার কথা ভেবে দেবনাগরী ও রোমান হরফেও বহু গান প্রকাশিত হয়।

স্বভাবতই কোন সঙ্গীতানুরাগীর পক্ষে ২০১ খণ্ড বই সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। তাই কিছুদিন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে ক্রমাগত অনুরোধ আসছিল প্রভাত-সঙ্গীতের সমস্ত গানগুলির ধারাবাহিক সংকলন প্রকাশ করার। মার্গের শুভানুধ্যায়ীদের ওই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে আমরা দশ খণ্ডে সমস্ত গানের সংকলন প্রকাশনের সিদ্ধান্ত নিই। আলোচ্য ষষ্ঠ খণ্ডটি (২৫০১-৩০০০) তারই ফলশ্রুতি। অন্য খণ্ডগুলিও ক্রমশঃ প্রকাশিত হবে।

অনুক্রমণিকা

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন তাঁর বিপুল রচনাসম্ভার নিজ হাতে লেখেননি বললেই চলে। অন্যান্য বিষয়ের মত গানের কথাগুলিও তিনি গড়গড় করে বলে যেতেন, অন্যেরা তা' লিখে নিতেন। কথাগুলি লেখা শেষ হলেই তিনি গায়কীটাও মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন। এর জন্যে কখনও হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলার প্রয়োজন পড়ত না। সেদিন যাঁরা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে গানের কথাগুলো লিখে নিতেন ও গায়কীটা

শিখে নিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত, আচার্য মন্ত্রেশ্বরানন্দ অবধূত, আচার্য প্রিয়শিবানন্দ অবধূত, আচার্য চেতনানন্দ অবধূত, আচার্য দেবাত্মানন্দ অবধূত, আচার্য গিরিজানন্দ অবধূত, আচার্য কেশবানন্দ অবধূত প্রভৃতি।

প্রভাত-সঙ্গীত সংকলন যাতে সর্বাংশে নির্ভুল হয় সে ব্যাপারে যথাসাধ্য প্রয়াস করা হয়েছে। আলোচ্য ষষ্ঠ খণ্ডটির ৫০০ গানেরই প্রুফ দেখে দিয়েছেন আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত ও আচার্য প্রিয়শিবানন্দ অবধূত। সংঘের কেন্দ্রীয় প্রকাশন ব্যবস্থাপক আচার্য পীযূষানন্দ অবধূত ও মার্গগুরুর স্নেহধন্যা ঋতা রায় নানান ভাবে প্রকাশনের কাজে সহায়তা করেছেন।

অনুক্রমণিকা

প্রকাশন বিভাগের তরফ থেকে এঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মার্গগুরুর দর্শনচর্চা ও সঙ্গীতসাধনা ছিল একে অন্যের পরিপূরক। আশা রাখি, একাধারে নন্দনতত্ত্ব ও মোহনবিজ্ঞান-আধারিত তাঁর সঙ্গীতরাজি পৃথিবীর মানুষকে অপার্থিব আনন্দলোকের সন্ধান দেবে। অলমতি বিস্তারেণ-

-প্রকাশক

আনন্দমার্গ আশ্রম

কলিকাতা-১০০

২১শে অক্টোবর ২০০১

ভূমিকা

অনুক্রমণিকা

আনন্দমার্গের প্রবক্তা ও প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তিজীর (শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার) কেবল একজন পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরুই নন, তিনি একজন মহান দার্শনিক, প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ, সুসাহিত্যিক, অভিজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক, বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ও নব্য-মানবতাবাদের মহান উদ্গাতা। সেই সঙ্গে একজন বিশ্ববন্দিত কালজয়ী সঙ্গীতগুরুও।

তাঁর প্রজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল চেতনায়, উৎসর্জনের মমতামধুর স্পর্শে সাহিত্য ও ললিত কলার ৰহু দিশাই সমুজ্জ্বল। দার্শনিক যৌক্তিকতায়, মননের ভাস্বরতায়, ভাবৈশ্বর্যের গরিমায় তাঁর অভিব্যক্তি মাত্রই ছিল অনন্য অসাধারণ। তা সে লেখার রেখাই হোক বা তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণীই হোক। প্রভাত-সঙ্গীত তাঁর বিচিত্র ও বিপুল রচনাসম্ভারের একটা বিশেষ ধারার নন্দনক্লপ্ত অভিব্যক্তি।

বিহারে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যমন্ডিত দেওঘরে এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গীত- রচনার সূত্রপাত। দিনটি ছিল ১৯৮২ সালের

১৪ই সেপ্টেম্বর । তাঁর সেই রচনাধারা অব্যাহত ছিল ১৯৯০ সালের ২০শে অক্টোৰর পর্যন্ত। তিনি ছিলেন এক মহান কর্মযোগী। অবিরাম কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও ৮ বছর ১ মাস ৭দিনে রচনা করে গেছেন ৫০১৮টি প্রভাত-সঙ্গীত। রচনা করেছেন ৰাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, ইংরেজী, অঙ্গিকা ও মৈথিলী ভাষায়। এই সঙ্গীতসম্ভারই আজ প্রভাত-সঙ্গীত নামে সারা বিশ্বে সমাদৃত।

প্রভাত-সঙ্গীত মানে কিন্তু প্রভাতকালীন সঙ্গীত নয়। তবে কি শ্রীপ্রভাতরঞ্জনের রচিত বলেই তা প্রভাত-সঙ্গীত? না, তাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। সেই সঙ্গীতসম্ভারের নামকরণ প্রভাত-সঙ্গীত হওয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে রচনারাজির সুগভীর রসমাধুর্যে-ভাবালোকের দীপ্তিতে।

নীরন্ধ্র অন্ধকারের মসীকৃষ্ণ যবনিকা চিরে প্রভাতের সূচনা হয়। অরুণের শুভ্র স্মিতালোকে স্পন্দন জাগে জীবজগতের প্রাণকোরকে। প্রভাত তাই প্রাণবন্ত, প্রভাত তাই আনন্দোচ্ছল।

অনুক্রমণিকা

প্রভাত আলোকের প্রতিভূ-প্রভাত আশায় প্রদীপ্ত। প্রভাতের প্রতি ক্ষণ প্রিয় তাই সবার কাছে।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে আজকের সাংস্কৃতিক জগৎ যেন বেশ কিছুটা কুহেলিকাচ্ছন্ন। নন্দন জগতের পরতে পরতে আজ অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট জলছবি। এই ক্ষয়িষ্ণু অসুস্থ সংস্কৃতির জগতে সুস্থ সংস্কৃতির বৈপ্লবিক চেতনার সুপ্রভাতের সুষ্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রভাত-সঙ্গীতের শুভ আবির্ভাব। প্রভাত- সঙ্গীত জাগরণের মন্ত্রসঙ্গীত, জ্যোতির্লোকের অভিসার-গীতি, পৃথিবী নামক গ্রহের গৃহাঙ্গনে পাঞ্চজন্যের উদার নির্ঘোষ। "বন্ধু হে নিয়ে চল/আলোর ওই ঝর্ণা ধারার পানে"-জগদ্বন্ধুর প্রতি এই ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়ে প্রভাত-সঙ্গীতের শুভ সূচনা।

ভাব-ভাষা-সুর-ছন্দ এই চার মৌলিক উপাদানই সঙ্গীতের পূর্ণ অবয়ব, এর প্রমাগত সামরস্যেই সঙ্গীতের প্রাণমূর্ত্তি। ভাবগত বিচারে প্রভাত-সঙ্গীতের প্রতিটি সঙ্গীতই কালজয়ী-সর্বজনীন। মানব মনের সহজ সরল শাদামাটা ভাব যেমন

প্রভাত-সঙ্গীতে সাবলীল ভাবে অভিব্যক্ত ভাবসমুদ্রের অতল তলে শায়িত শুক্তি থেকে মুক্তোও তুলে এনেছেন দক্ষ গীতিকার। বিরহ-মিলন, জন্ম-মৃত্যু, রাগ- অনুরাগ, অভাব-অভিযোগ, প্রীতি-শুভৈষণা সবই রয়েছে প্রভাত-সঙ্গীতে। রয়েছে রহস্য-রোমান্স, স্বপ্ন-সুষুপ্তি, ভক্তি-মুক্তি। তবে এক বিশেষ মৌলিক ভাবধারায় প্রভাত-সঙ্গীত স্বতন্ত্র ও অনন্য। আর তা হল, ভূমা মনের সঙ্গে অণু মনের এক চির-শাশ্বত প্রেমঘন নিবিড় বন্ধন। প্রভাত-সঙ্গীতের ভাবভূমি ৰিন্দু-সিন্ধুর মিলনক্ষেত্র। প্রসঙ্গতঃ প্রভাত-সঙ্গীতের কিছু ভাবগত বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরতে চাই।

আশাবাদ: প্রভাত-সঙ্গীতের অসংখ্য গানে অনুরণিত হয়েছে চরম আশাবাদের সুর। ক্লেদ-ক্লান্তির ম্লানিমার লেশমাত্র নেই কোথাও নেই কোথাও হতশ্বাসের ছায়া। "আঁধারের সেই হতাশা কেটে গেছে আজ" (৯); "কে যেন আসিয়া কয়ে গেছে কাণে নোতুন প্রভাত আসিবে" (১৮); "নিরাশার গান গাইব না আর" (১৩২); "এক তুমি মোর ভরসা, নিরাশ প্রাণে রঙীন আশা" (১৮০৮) ইত্যাদি প্রতিটি গানই চরম আশার দ্যোতক।

নব্যমানবতাবাদ: শ্রীপ্রভাতরঞ্জন অভিনব সামাজিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রাউটেরও প্রবক্তা। আর প্রাউটের আধারশিলা হল নব্যমানবতাবাদ। মমত্বের মর্মবোধ এখানে চরাচর-পরিব্যাপ্ত। বিশ্বপ্রেমের আনন্দধারায় সকলেই হরিমুখী, সকলেই বিশ্বৈকতাবাদী। "ছন্দ আমার সবাইকে নাচাতে" (৫৭); "মানুষ যেন মানুষের তরে সব কিছু করে' যায়" (২১৯২); মানুষ সবাই আপন (১০৯০) ইত্যাদি গানগুলি নব্যমানবতাবাদের অম্বুধারায় অভিষিক্ত।

সমাজচেতনা: ব্যষ্টির সমবায়েই সমষ্টি আর সমষ্টি আধৃত সমাজদেহে।

বর্তমান সমাজ শোষিত ও নিপীড়িত মানুষে পরিপূর্ণ। শোষণ ও বঞ্চনা, হাহাকার ও অশ্রুই যেন আজকের রিক্ত-ঋক্ষ-আর্ত মানুষের নিত্য সঙ্গী। এই সব বঞ্চিত মানুষের সকরুণ চিত্রহারই শুধু নিখুঁত ভাবে ফুটে ওঠেনি প্রভাত- সঙ্গীতে, ফুটে উঠেছে তার সমাধান-সূত্রের সুষ্পষ্ট সংকেতও। "সোণালী ভোর জীবনে

মোর আবার কি রে আসছে ফিরে" (১৩০); আমি ডাক দিয়ে যাই যাই যাই (৪৯); "চল চল চল চল গান গেয়ে চল" (৭৪) ইত্যাদি অজস্র গানকে আমরা এই পর্যায়ে ফেলতে পারি।

মিষ্টিসিজ়ম্: জীব-শিব, সসীম-অসীমের এক বিচিত্র খেলায় ভরা এ ভুবন।লীলাময়ের রাসলীলায় মাতোয়ারা সসীমের স্বভাবধর্মই হল অসীমে হারিয়ে যাওয়া। আর পরমপুরুষও শয়নে, স্বপনে, জাগরণে রূপচ্ছটার রসতরঙ্গে মানব মনে অনবরত এঁকে চলেছেন তাঁর সর্বানুস্যূত জলছবি। জীব তার কল্পলতার সিঁড়ি বেয়ে ছুঁতে চায় রূপাতীত মোহনকে। এটাই মিষ্টিসিজম্। প্রভাত-সঙ্গীতে এই মিষ্টিকধর্মী গানের ছয়লাপ। যেমন, "স্বপনে খোঁজ পেয়েছিনু" (৭৬); "স্বপনে তারে চিনেছি" (৭৭); "স্বপনে এসেছো আনন্দঘন তুমি" (৮০) ইত্যাদি।

অনুষ্ঠানমূলক: সমাজে সুস্থ পরিবেশ ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। উৎসব-

অনুষ্ঠানমূলক সঙ্গীতেও প্রভাত-সঙ্গীত সমৃদ্ধ। যেমন, নবজাতকের নামকরণের জন্যে "ননীর পুতুল টুটুল টুটুল" (৫৯); জন্মদিনের আনন্দমুখর পরিবেশে "জন্মদিনে এই শুভ ক্ষণে" (১৩৫); অথবা বৃক্ষরোপণের সময় "আজকের এই শিশুতরু" (১৩৬) ইত্যাদি।

প্রকৃতিপর্ব: প্রভাত-সঙ্গীতে প্রকৃতি পর্বের গানের সংখ্যাও অজস্র। ষড় ঋতুর রূপবৈচিত্র্য তো প্রভাত-সঙ্গীতে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠেছেই, এক একটা ঋতুর কালিক বৈচিত্র্যও আবার লক্ষ্য করার মত। গ্রীষ্মের নিদারুণ দাবদাহে প্রকৃতি রুক্ষ-শুষ্ক, বর্ষাকাল শুরু অথচ বর্ষা নেই। সেই করুণ অবস্থায় প্রভাত-সঙ্গীতের আর্ত্তি হল, "মেঘ তুমি কাছে এসো, জল চাই আরো জল চাই (১১৯)। তার পর কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো আকাশে ফুটে উঠল মেঘের পূর্বাভাস। নেচে উঠল মানুষের মনময়ূর। সোল্লাসে গেয়ে উঠল সে "মেঘ, মেঘ, মেঘ আকাশ মেঘে ঢাকা আজ"(৫০১১)। প্রাবৃটে অবিশ্রান্ত ধারাপাত, দাদুরের কর্ণভেদী কলস্বর, কেতকীর পরাগ-মাখা সজল সমীর ইত্যাদির বর্ণচ্ছটার রূপ-সমারোহে বর্ষার নবযৌবন রূপটি

আমরা পাই প্রভাত-সঙ্গীতের "বরষা এসেছে নীপনিকুঞ্জে” (১১৬) গানটিতে। অনুরূপ ভাবে শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত প্রতিটি ঋতুর ওপরেই গান রচনা করেছেন গীতিকার।

সদাশিব ও শ্রীকৃষ্ণ: যে দুই মহামানবের পুণ্য পাদস্পর্শে বিশ্ব ধন্য তাঁরা হলেন ভগবান সদাশিব ও শ্রীকৃষ্ণ। এঁদের কাছে মানবসমাজ চিরঋণী। এই দুই অনন্যসাধারণ পুরুষের মহান ভাবাদর্শ অঙ্কিত হয়েছে প্রভাতসঙ্গীতের শতাধিক গানে।

শিশুজগৎ: শিশুদের একটা নিজস্ব জগৎ আছে। শিশুমন আনমনে ডানা মেলে নিঃসীম মহাশূন্যে। রাজপুত্র-রাজকন্যা ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, দৈত্য-দানব নিয়ে তার মনের কারবার। শ্রীপ্রভাতরঞ্জন শিশুমনের এই কল্পলোকের কথা মনে রেখেই রচনা করেছেন ৰহুতর সঙ্গীত। যেমন, "রূপকথার এক রাজা ছিল” (৪৩২); "নীলসায়রে সোণার কমল" (৩৯৫); "রাতের বেলায় সবাই ঘুমায় শিউলি কেন জাগে (৩৬১) ইত্যাদি গানগুলি এই পর্যায়ভুক্ত।

অনুক্রমণিকা

অধ্যাত্মচেতনা: রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, "সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর"। প্রভাত-সঙ্গীতের প্রতিটি গানেই এই সুর অনুরণিত। শ্রীপ্রভাতরঞ্জন ছিলেন মূলতঃ ধর্মগুরু। মানুষকে ধর্মদেশনাই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আর সেই কর্ত্তব্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদা সচেতন। মানুষের মন জ্ঞানে অজ্ঞানে সতত হরিমুখী। জীব হারিয়ে যেতে চায় শিবত্বের জ্যোতির্লোকে রূপাতীতের চিদাকাশে। ভক্ত-ভগবানের এই প্রেমনিবিড় চিরন্তন ভালবাসার ছবিও প্রভাত-সঙ্গীতে অত্যুজ্জ্বল। "ধর্ম আমারি সাথী" (১১০৩); "প্রভু এসো এসো আমার হৃদয়ে" (১৫৪) ইত্যাদি হাজারো গান রয়েছে প্রভাত-সঙ্গীতে যা জীবভাব ও শিবভাবের সেতুস্বরূপ।

গীতিকার স্বয়ং সুরকারও। তাই কথামালায় সুর সংযোজনের জন্যে তাঁকে অন্যের অপেক্ষায় থাকতে হয়নি। সুরজগতের সর্বত্রই তাঁর অৰাধ চরণচারণা। আবার সুর সমন্বয়েও গীতিকার সিদ্ধহস্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অতি সাধারণ কোটি থেকে ধ্রুপদ কোটির প্রায় সমস্ত রাগ-রাগণীতেই প্রভাত-সঙ্গীত রচিত। ভৈরবী, যোগিয়া, আশাবরী, তোড়ি, ভীমপলশ্রী, পিলু,

ইমন, বাগেশ্রী, ছায়ানট, দরবারী, কানাড়া, দেশ, ৰাহার, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি ৰহুল-পরিচিত রাগাশ্রয়ী সুরগুলিতে প্রভাত-সঙ্গীত তো রয়েছেই, তা ছাড়াও প্রভাত-সঙ্গীতে রয়েছে অনেক অপরিচিত বা লুপ্তপ্রায় সুরলহরীও। হ্যাঁ রাগাশ্রয়ী গান ছাড়া অন্যান্য আঙ্গিকের গানও প্রভাত-সঙ্গীতে কম নেই। যেমন টপ্পা, বাউল, কীর্ত্তন, ঝুমুর, গজল, কাওয়ালী ইত্যাদি আঙ্গিকের বহুসংখ্যক প্রভাত-সঙ্গীত আমাদের মন ভরিয়ে দেয়।

ভাষার ওপর লেখকের দখল অসাধারণ। সঙ্গীতকার একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ্‌ও। তার এই অসাধারণ প্রতিভার অলোকসামান্য স্পর্শে প্রভাত- সঙ্গীতও সুসমৃদ্ধ। প্রভাত-সঙ্গীতের ভাষা স্রোতস্বিনী সরিতার মতই উচ্ছল- সাবলীল। প্রভাত-সঙ্গীত থেকে পাঠকের উপরি-পাওনা হল ৰহু সংখ্যক নোতুন শব্দ ও অব্যবহৃত শব্দের নোতুন ব্যবহার। যেমন, 'প্রৈতি' (১৬৪৯), 'প্রাবৃট্' (১৮৫৫), 'ইত' (১৫২৭), 'অনভিধালীন' (১৫৩৮), 'সর্বশ্রোতি' (১৭২২) ইত্যাদি শব্দগুলি যেন গানের মণিহারে গাঁথা এক একটি উজ্জ্বল রত্ন।

অনুক্রমণিকা

জগতের প্রতিটি অভিব্যক্তিই ছন্দময়। এমনকি ছন্নছাড়ার জীবনধারাও বিশেষ এক ছাঁদে ৰাঁধা। প্রভাত-সঙ্গীতেও ছন্দের হিল্লোল পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রায় সকল ছন্দই ৰাধা রয়েছে প্রভাত-সঙ্গীতে। আবার ভাবের তারতম্য ছন্দকেও প্রভাবিত করে। তাই দেখি, "চল চল চল চল গান গেয়ে চল” (৭৪); "চলো ভাই এগিয়ে চলে যাই (৪১৭৩) ইত্যাদি গানগুলির ছন্দোর্মি যেমন আমাদের মনকে উদ্বেল করে তোলে ঠিক তেমনি "আমি নীরবে চলিয়া যাই” (১০৪৭) অথবা "এ কী আকর্ষণ স্মরণে” (১৪০১) ইত্যাদি গানগুলোর ভাবগম্ভীর বিলম্বিত ছন্দে আমাদের হৃদয়ে করুণরসের বন্যা বয়ে যায়।

ভাব-ভাষা-সুর-ছন্দের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ে প্রভাত-সঙ্গীত অনবদ্য। আজকের এই চরম যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রভাত-সঙ্গীতের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রভাত-সঙ্গীত সার্থক যুগসঙ্গীত-শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সার্থক গায়ত্ব-পুরুষ।

অনুক্রমণিকা

–সম্পাদক মণ্ডলী

আনন্দমার্গ আশ্রম

কলিকাতা–১০০

২১শে অক্টোৰর, ২০০১

অনুক্রমণিকা

ষষ্ঠ পর্যায়: প্রথম খণ্ড

ক্রমিক সংখ্যা **গানের প্রথম ছত্রের সূচী**

২৫০১) যার তরে মালা গাঁথা

২৫০২) যাবে দূরে চলে' গাঁথা মালা

২৫০৩) চেয়ে গেছি তোমারে শত রূপে

২৫০৪) (তুমি) মনেরই গোপাল

২৫০৫) জয় শিব স্বয়ম্ভো পশুপতে

২৫০৬) চম্পক বনে গভীর গহনে

২৫০৭) আকাশের তারা, নয়নের তারা

২৫০৮) জগৎ তোমাতে, তুমি জগতে

২৫০৯) হেসে' বলেছিলে আসবে আবার

২৫১০) তুমি ভুবন প্লাবিয়া এসেছ

২৫১১) (আর) কত কাল, ৰলো কত কাল

২৫১২) (আমি) বুঝেছি জগতে তুমিই সার

২৫১৩) মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি

২৫১৪) তুমি আমারই, আমারই শুধু

২৫১৫) আমি তোমায় জানি

২৫১৬) গান গেয়ে চলে' গিয়েছিল সে

২৫১৭) (তারে) ভুলেও যায় না ভোলা

২৫১৮) কেন গেলে দূরে চলে'

অনুক্রমণিকা

২৫১৯) প্রাণের স্রোতে ভাসিয়েছিলুম

২৫২০) মধুর তুমি, মোহন তুমি

২৫২১) থেকো নাকো আর দূর অলকায়

২৫২২) তুমি কাছে থেকেও কত দূরে

২৫২৩) আকাশ-ভরা আজকে তারা

২৫২৪) সেই পূর্ণিমা রাতে আমি ছিনু

২৫২৫) কুয়াশা এসেছিল

২৫২৬) জয় শুভ বজ্রধর শুভ্র কলেবর

২৫২৭) তোমার তরে অশ্রু ঝরে

২৫২৮) পুষ্পরাজি জ্যোৎস্নারাশি

২৫২৯) বাঁশীতে করেছে উতলা

২৫৩০) স্বপনে যবে এসেছিলে

২৫৩১) খুঁজে' গেছি জীবন ভরে'

২৫৩২) তোমায় বুদ্ধিতে বোঝা ভার

২৫৩৩) যতই মায়ার জাল বুনে' যাও

অনুক্রমণিকা

২৫৩৪) আমি আছি কি নেই নাহি জানি

২৫৩৫) তুমি এসো প্রাণে ও প্রদীপে

২৫৩৬) নয়নে নয়নে রাখো

২৫৩৭) ভালবাসি আমি তোমাকে

২৫৩৮) বরষার রাতে নীরবে নিভৃতে

২৫৩৯) (তুমি) মনের কালিমা সরায়ে দিয়েছ

২৫৪০) গুণ আমার নেই মানি

২৫৪১) তুমি যখন এসেছিলে

২৫৪২) তুমি প্রভু প্রিয় সবাকার

২৫৪৩) ফুলের হাসিকে জ্যোৎস্নারাশিকে

২৫৪৪) তুমি আরো কাছে এসো

২৫৪৫) তোমায় নিয়ে আমি আছি

২৫৪৬) আমি সুখে দুঃখে তোমায় স্মরি

২৫৪৭) মেঘ এসেছিল তোমার আলোর রঙে

২৫৪৮) (কোন্) সৌরকরোজ্জ্বল প্রভাতে

অনুক্রমণিকা

২৫৪৯) ফাগুন, তোমার আগুন রঙের

২৫৫০) তুমি এসেছ, ভালবেসেছ

২৫৫১) তোমারই সকাশে কুসুম

২৫৫২) তুমি আমারই, শুধু আমারই

২৫৫৩) এই আলো-ঝরা পূর্ণিমাতে

২৫৫৪) বাদল রাতে তুমি এলে

২৫৫৫) সপ্তলোকে তুমি ভরিয়া রয়েছ

২৫৫৬) তোমারে চিনি নাকো

২৫৫৭) আলোর মালা দিয়ে জ্বেলে'

২৫৫৮) তোমারে চেয়েছি মনেরই গহনে

২৫৫৯) ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে কেন বলো

২৫৬০) উতলা পবনে মধুবনে

২৫৬১) এই স্মিত জ্যোৎস্নায় মন ভেসে' যায়

২৫৬২) তোমাকে ভালবেসেছি

২৫৬৩) স্বর্ণকমল তুমি মানস-সরোবরে

অনুক্রমণিকা

২৫৬৪) তুমি সকল প্রাণের প্রিয়

২৫৬৫) দূর অম্বরে সন্ধ্যাসায়রে

২৫৬৬) পুণ্যের ভার নেইকো আমার

২৫৬৭) এই স্মিত জ্যোৎস্নাতে

২৫৬৮) ফুলের বনে পরী এল

২৫৬৯) আমি পথে পথে খুঁজি তোমারে

২৫৭০) জীবনের এই খেলাঘরে

২৫৭১) অরূপ রতন তুমি প্রিয়

২৫৭২) ভালবেসেছিল সে আমায়

২৫৭৩) এসো মনেরই গহনে

২৫৭৪) ফুলে ফুলে সাজালে বনভূমি

২৫৭৫) গোপনে চেয়েছি মনে প্রাণে

২৫৭৬) এসো তুমি আমার প্রাণে

২৫৭৭) তুমি এলে ধূলির সংসারে

২৫৭৮) চাঁদ হেসেছিল, মেঘ ভেসেছিল

অনুক্রমণিকা

২৫৭৯) নীল আকাশে তারার প্রদীপ

২৫৮০) তোমায় আমায় দেখা হ'ল

২৫৮১) তোমায় আমায় প্রথম দেখা

২৫৮২) তন্দ্রাঘোরে ছিল আঁখি

২৫৮৩) কুসুমিত বনে একলা বিজনে

২৫৮৪) বনমাঝে গিয়ে পথ হারিয়ে

২৫৮৫) কাছে কেন আস নাকো

২৫৮৬) মোর নয়নে মৃদু চরণে

২৫৮৭) তুমি এলে, তুমি এলে

২৫৮৮) তোমায় আমি ভালৰাসি

২৫৮৯) তুমি আর আমি সেদিন প্রদোষে

২৫৯০) মনে রেখো, সঙ্গে থেকো

২৫৯১) নীরব চরণে বরণে বরণে

২৫৯২) প্রভু, তোমার লীলায়

২৫৯৩) যে রথে তুমি চলেছ

অনুক্রমণিকা

২৫৯৪) ভুলেছ আমাকে তুমি

২৫৯৫) গানে গানে মোর মনবিতানে

২৫৯৬) আলোর পরে আঁধার আসে

২৫৯৭) ভালবাসি তোমায় আমি

২৫৯৮) মনের মাঝে মাধুরী সাজে

২৫৯৯) তুমি এলে, তুমি এলে, তুমি এলে

২৬০০) ফুলবনে নয়, মনোবনে

২৬০১) (এই) শারদ প্রদোষে

২৬০২) তোমাকে চেয়েছি আমি ধ্যানে

২৬০৩) উতলা পবনে মধুর স্বপনে

২৬০৪) তোমাকে চেয়েছিলুম যে জীবনের

২৬০৫) কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে

২৬০৬) তোমারে চেয়েছি আমি রূপে রাগে

২৬০৭) এই সজল সমীরে সুস্মিতাধরে

২৬০৮) যেও না, কাছে থাকো

অনুক্রমণিকা

২৬০৯) কুসুমের পাপড়ি সম আননে

২৬১০) নিজের কথা বলতে গেলে

২৬১১) আঁধার জীবনে আলোক এনেছ

২৬১২) (আজি) নোতুন আলোকে পুলকে

২৬১৩) আলোকের পথ ধরে

২৬১৪) প্রাণে এসো, মনে এসো

২৬১৫) ওগো প্রভু তোমার লীলা অপার

২৬১৬) এই উন্মদ মলয়ানিলে

২৬১৭) দীনের কুটীরে তুমি এসে' গেলে

২৬১৮) লুকিয়ে তুমি কাজ করে' যাও

২৬১৯) ভালৰাস যদি তবে এসো

২৬২০) অরূপ রতন তুমি বিশ্বমোহন

২৬২১) আঁধার যেথায় আলোয় মিশেছে

২৬২২) ঘূর্ণীবাত্যা-রাতে এসেছিলে

২৬২৩) অরূপ রতন তুমি রূপে এসেছ

অনুক্রমণিকা

২৬২৪) এই শারদ প্রাতে ঝরা শেফালীতে

২৬২৫) প্রাণে এসেছ, মনে এসেছ

২৬২৬) (এই) সন্ধ্যা সিন্ধু-কূলে

২৬২৭) চাঁদের আলো লাগে না ভাল

২৬২৮) তোমাকেই বুঝি, তোমাকেই খুঁজি

২৬২৯) স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল

২৬৩০) এসো মনের মধুর দীপালোকে

২৬৩১) (আজি) সন্ধ্যা-গগনে জ্যোৎস্না-স্বপনে

২৬৩২) তোমাতে আমাতে কবেকার পরিচয়

২৬৩৩) কোন্ দেশেতে আছ তুমি

২৬৩৪) এই ঝর্ণাধারা এল কোথা' থেকে

২৬৩৫) তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল

২৬৩৬) আমার সকল জ্বালার শান্তি-প্রলেপ

২৬৩৭) ফুলের পরাগ ভেসে' যায়

২৬৩৮) সন্ধ্যা-সমীর সুবাসে অধীর

অনুক্রমণিকা

২৬৩৯) ছোট্টপাখী বুলবুলি

২৬৪০) দিনের পরে দিন চলে' যায়

২৬৪১) তুমি এসে' প্রিয় সবারই মন রাঙিও

২৬৪২) আমি তোমায় ডেকে' চলেছি

২৬৪৩) তোমার প্রীতির গভীরতা

২৬৪৪) চির নূতনের আহ্বান

২৬৪৫) অনাদি পথের পথিক যে আমি

২৬৪৬) এই ঘন বরষায় এসেছ আজি

২৬৪৭) ৰাধা এসেছে, ভেঙে গেছে

২৬৪৮) অলখ নিরঞ্জন মনোরঞ্জন

২৬৪৯) আলোকে স্নাত আনন্দে স্মিত

২৬৫০) সজল পবনে ছিনু আনমনে সবার

২৬৫১) চলমান এই ধরিত্রীতে

২৬৫২) সন্ধ্যাসমীরে মনের মুকুরে

২৬৫৩) ঢেউ এসেছিল অজানার

অনুক্রমণিকা

২৬৫৪) বারে বারে আসিয়াছি

২৬৫৫) আঁধার হিয়ায় তুমি আলো

২৬৫৬) ফুলের বনে ভোমরা এল

২৬৫৭) আকাশ যেথায় ছোঁয় সাগরে

২৬৫৮) তোমারে পেয়েছি প্রাণের প্রদীপে

২৬৫৯) মত্ত পবনে নিশীথ গগনে

২৬৬০) তোমার দ্বারে প্রার্থনা করে'

২৬৬১) দহন জ্বালায় চন্দন তুমি

২৬৬২) এতদিন যারে চেয়েছিনু

২৬৬৩) রূপে রঙে ভরা এ ভুবনে

২৬৬৪) ভানু ভোরে বলেছিল মোরে

২৬৬৫) অরূপে ছিলে তুমি, রূপে এসেছ

২৬৬৬) এসো, এসো ধ্যানে, এসো আমার প্রাণে

২৬৬৭) স্বর্ণ প্রদীপ জ্বেলে' আমি বসেছিলুম

২৬৬৮) যেও না, যেও না

অনুক্রমণিকা

২৬৬৯) তুমি আঁধারে এসেছ

২৬৭০) বসন্ত আজ এল বনে বনে

২৬৭১) সন্ধ্যাবেলায় বালুকাবেলায়

২৬৭২) তোমাকে পেয়েছি আমি

২৬৭৩) দীপ জ্বেলেছ আলো ঢেলেছ

২৬৭৪) তুমি যে আমার আঁধার হিয়ার মণি

২৬৭৫) কেকা কলতানে বন বিতানে

২৬৭৬) রঙিন পরী আজ হাসল

২৬৭৭) মেঘের দেশে হঠাৎ এসে'

২৬৭৮) চন্দন সুরভি নিয়ে ধরা মাতিয়ে

২৬৭৯) সুখে দুঃখে আমি তোমায় ভালবাসি

২৬৮০) কিসের আশে' রইব বসে

২৬৮১) যে মধু যামিনীতে বসেছিনু মালা হাতে

২৬৮২) হে অনির্বাণ কেন আস নাকো

২৬৮৩) (মনে) মধুপ আজি কী কথা কয়

অনুক্রমণিকা

২৬৮৪) গানে ভরা এই বসুধায়

২৬৮৫) (তুমি) গান গেয়ে গেয়ে এসেছিলে

২৬৮৬) (আমি) হারিয়ে গিয়েছি

২৬৮৭) কোটি কোটি প্রণাম নাও মোর

২৬৮৮) তুমি এসেছ মধু হেসেছ

২৬৮৯) মনেরই অলকায় মোর বারে বারে

২৬৯০) প্রিয় তুমি এসেছ আজিকে

২৬৯১) কত ডেকে চলেছি কাছে নাহি এলে

২৬৯২) আমার প্রণাম নাও তুমি প্রভু

২৬৯৩) প্রদোষ পবনে প্রমিল স্বপনে

২৬৯৪) (এই) সৌর করোজ্জ্বল প্রভাতে

২৬৯৫) পর্বত মাঝে তুমি হিমাদ্রি

২৬৯৬) (তুমি) আমার পানে না তাকিও

২৬৯৭) ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি

২৬৯৮) বজ্রের হুংকারে হে রুদ্র

অনুক্রমণিকা

২৬৯৯) তোমার তরে প্রদীপ জ্বালা

২৭০০) কোন অজানায় ছিলে

২৭০১) দেশ কাল পাত্রের ঊর্ধ্বে

২৭০২) জনমে জনমে আমি চেয়েছি প্রিয়

২৭০৩) আঁধার ঘরে মোর তুমি এলে

২৭০৪) বহ্নিশিখা তুমি মেরু হিমে

২৭০৫) কয়ে যাও প্রভু অনন্ত কথা

২৭০৬) আমার মর্ম মাঝারে প্রভু

২৭০৭) সবার আপন তুমি সবার প্রিয়

২৭০৮) দেশাতীত প্রভু দেশে এলে

২৭০৯) আমার আঁধার হৃদয়ে

২৭১০) শারদ নিশীথে তোমাতে আমাতে

২৭১১) ছন্দে গানে সুরে এলে

২৭১২) মমতা-মাখা ও দুটি আঁখি

২৭১৩) প্রীতির পথে দ্যুতির রথে

২৭১৪) তুমি আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে

২৭১৫) তুমি অজানা থেকে এসেছিলে

২৭১৬) আমারে রেখে সুদূরে

২৭১৭) তুমি এলে অবেলায় দেরী করে

২৭১৮) সোনা ঝরা এ জ্যোৎস্না নিশীথে

২৭১৯) এই নূতন প্রভাতে ছন্দে ও গীতে

২৭২০) আমি তোমায় চেয়েছিলুম

২৭২১) এ পথের শেষ যে কোথায়

২৭২২) সরিতা যদি শুকাইয়া গেল

২৭২৩) অমানিশার তমসা সরায়ে

২৭২৪) তুমি জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছ

২৭২৫) সুরের সরিতা বয়ে যায়

২৭২৬) শারদ নিশীথে তোমাতে আমাতে

২৭২৭) জীবনের ধারা সাগরে ধায়

২৭২৮) তোমাকেই নিয়ে জীবন-উৎসব

অনুক্রমণিকা

২৭২৯) তুমি যে এসেছ আলোধারা এনেছ

২৭৩০) হাত পেতে' রই তোমার কাছে

২৭৩১) কোন অতীতে জেগেছিলে

২৭৩২) নভোঃনীলিমায় আর মনেরই কোণে

২৭৩৩) নন্দন মধুনিষ্যন্দে এলে

২৭৩৪) চেয়ে গেছি, হাত পেতেছি

২৭৩৫) আসিতে না চাও এসো না

২৭৩৬) পথের কাঁটা দলিয়া চলেছি

২৭৩৭) আশে' ছিলে প্রকাশে এলে

২৭৩৮) সেই জ্যোৎস্নায় ধোয়া

২৭৩৯) তুমি কেন কাছে আস না

২৭৪০) নীলদধির ঊর্মিমালায়

২৭৪১) ভেবেছিলে গেছি ভুলে'

২৭৪২) ঊষার আলোয় তুমি এসেছিলে

২৭৪৩) সাগরবেলায় আমি বসিয়াছিলুম

অনুক্রমণিকা

২১৪৪) আসিলে না কেন মোর ফুলবনে

২১৪৫) তুমি থেকো আমার দুঃখে সুখেতে

২১৪৬) জেগে' আছি তব পথ চেয়ে

২১৪৭) তুমি যদি নাহি এলে

২১৪৮) শুভ্র জ্যোৎস্নাতে কে গো তুমি

২১৪৯) ঘোর তমসায় এসেছিলে

২১৫০) কোন্ সে অতীতে এসেছিলে

২১৫১) দমকা হাওয়ায় মন ভেসে' যায়

২১৫২) না বলে' এলে, না বলে' গেলে

২১৫৩) তুমি কী আলো ছড়িয়ে দিলে

২১৫৪) তুমি এসেছ, এসেছ

২১৫৫) বিশ্ব ব্যাপিয়া রয়ে গেছ

২১৫৬) চয়ন করিয়া পুষ্পে পুষ্পে

২১৫৭) রঙিন পরী এলো জীবনে

২১৫৮) নৃত্যের তালে তালে এসেছিলে

অনুক্রমণিকা

২১৫৯) কুসুম পরাগে রাগে অনুরাগে

২১৬০) তুমি এসেছিলে

২১৬১) একলা ছিলুম বসে' সেই সন্ধ্যায়

২১৬২) তন্দ্রা জড়ানো ছিল আঁখিপাতে

২১৬৩) মনের মাঝে লুকিয়ে আছ

২১৬৪) মেঘ সরেছে, চাঁদ উঠেছে

২১৬৫) যাবে যদি যেও চলে' যেওনা আমায় ভুলে'

২১৬৬) আসৰে ৰলে' গিয়েছিলে

২১৬৭) তুমি যখন এলে আমার কুটীরে

২১৬৮) জেনেশুণেই ভুল করেছ

২১৬৯) তোমারই পথ চেয়ে

২১৭০) বলেছিল এসে গা শোনাবে

২১৭১) তোমার পথে প্রভু আলোর অভিযান

২১৭২) যে ছন্দে-মেতে উঠেছ

২১৭৩) ডাক দিয়ে দিয়ে বলেছিলে

২১১৪) দূরে যেও না, আড়ালে সরো না

২১১৫) ঊর্মিমালায় সাগর বেলায়

২১১৬) ঝঞ্ঝা যদি আসে আলো যেন

২১১৭) বিশ্বদোলায় দোল দিয়েছ

২১১৮) তুমি এসেছ ভালবেসেছ

২১১৯) আলোকের যাত্রা পথে

২১৮০) না, না গো না, চলিয়া যেও না

২১৮১) তুমি যে পথ দিয়ে গিয়েছিলে

২১৮২) মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে

২১৮৩) এই আলোঝরা নিশীথে

২১৮৪) আমি মর্মে চেয়েছি তোমারে

২১৮৫) ভালবেসেছিলে

২১৮৬) দ্যুলোকে ভূলোকে ভরিয়া রয়েছ

২১৮৭) তুমি কাছে থেকে দূরে

২১৮৮) গান গেয়ে তুমি পথ চলেছিলে

অনুক্রমণিকা

২১৮৯) যে তরী ভাসিয়েছিলুম আজিকে

২১৯০) আগেও অজানা, পরেও অজানা

২১৯১) মধুর এ মাধবী বনে

২১৯২) তব পথ ধরে' আসিয়াছি চলে'

২১৯৩) ভালাবাসা দিলে, হতাশা সরালে

২১৯৪) মদির আবেশে কুসুমসুবাসে

২১৯৫) তারার প্রদীপে ধরার সমীপে

২১৯৬) মোর চিদাকাশে বিমুক্ত বাতাসে

২১৯৭) আলোর ধারা এল মনে প্রাণে

২১৯৮) কাঁদব কেন বসে

২১৯৯) তোমারে যখন দেখেছি তখন

২৮০০) গানে গানে তুমি এসেছ

২৮০১) চম্পক-সুরভি মাখা

২৮০২) এসেছিলে পাশে মলয় নির্যাসে

২৮০৩) বলিয়া গিয়াছিলে আসিবে যথাকালে

অনুক্রমণিকা

২৮০৪) এই বর্ষণস্নাত নিশীথে

২৮০৫) সুরভিত নীপনিকুঞ্জে

২৮০৬) তোমারে দেখিনি

২৮০৭) তোমারে খুঁজিয়া গেছি

২৮০৮) আমার এ প্রীতি শুকাইবে

২৮০৯) এই কুসুমিত কিংশুককুঞ্জে

২৮১০) (আছ) কুসুমসুবাসে

২৮১১) আঁধার নিশায় তুমি ধ্রুবতারা

২৮১২) বেতসকুঞ্জে এসেছিল

২৮১৩) তোমারে চাহিনি দূরে রাখিতে

২৮১৪) আমি অণুর ছায়া

২৮১৫) মানবতা আজ ধূলায় লুটায়

২৮১৬) দূরে থাকিলেও তুমি যে আমার

২৮১৭) (মম) মানস মাধবীকুঞ্জে শ্যাম

২৮১৮) গান ভেসে' যায় সুরের মায়ায়

অনুক্রমণিকা

২৮১৯) এই আলোঝরা ফাল্গুনী সন্ধ্যায়

২৮২০) তাল-তামালীর বনে মাঝে

২৮২১) আমার ছোট্ট মনে প্রভু এসো

২৮২২) পথ চেয়ে আছি কতকাল ধরে'

২৮২৩) দূরে ছিলে, কাছে এসেছ

২৮২৪) বরষা মুখর রাতে দামিনীর দমকেতে

২৮২৫) কে গো তুমি না বলে' এলে

২৮২৬) কভু শুয়ে বসে' কখনো

২৮২৭) তুমি আছ, প্রভু, আমি আছি

২৮২৮) প্রাণের আবেগ ভরা

২৮২৯) আমায় ছেড়ে' কেমন করে'

২৮৩০) কাজলা মেঘের অবসানে

২৮৩১) তন্দ্রাজড়িমা ছিল আঁখির তারায়

২৮৩২) কমলবনে ভূমি সৌরভ প্রিয়

২৮৩৩) ডেকে' ডেকে' চাই তোমাকে

অনুক্রমণিকা

২৮৩৪) তুমি যদি নাহি এলে

২৮৩৫) তোমারে চেয়েছি আমি

২৮৩৬) কত তপস্যা পরে তুমি এসেছ

২৮৩৭) আমার মালঞ্চে ফুটেছিল

২৮৩৮) কদম্ব তলে তুমি এসেছিলে

২৮৩৯) বিশ্বের পরশমণি তুমি

২৮৪০) নীলাম্বু ধারার ভেসে' যায়

২৮৪১) সাগরবেলায় গান গেয়েছিলে

২৮৪২) গানের ধারা এগিয়ে চলে

২৮৪৩) দূরে কেন আছ প্রভু

২৮৪৪) বর্ষণমুখর রাতে কেকারই সাথে

২৮৪৫) মনের গভীরে চুপিসারে

২৮৪৬) মনে এসেছিলে চুপিসারে

২৮৪৭) স্বপন-ভরা আয়ত আঁখি

২৮৪৮) আশায় আশা দিয়ে

অনুক্রমণিকা

২৮৪৯) আসিয়াছে আজিকে আষাঢ়

২৮৫০) আলোর পর আলো

২৮৫১) কুসুমের গায়ে রঙ ছড়ায়ে

২৮৫২) কেন জানি না, কেন জানি না

২৮৫৩) গানে গানে আমি খুঁজেছি

২৮৫৪) বেলা বহে' যায় বলাকা পাখায়

২৮৫৫) জ্যোৎস্না-নিশীথে খুশী-ভরা হাসিতে

২৮৫৬) মেঘ সরালে, আলো ঝরালে

২৮৫৭) তোমার এ লীলা প্রিয়

২৮৫৮) ফাগুনের আগুন জ্বেলে দিয়ে

২৮৫৯) এসো তুমি আমার ঘরে

২৮৬০) তমসা শেষে আলোর দেশে

২৮৬১) (আমি) ভাবিতে পারিনি

২৮৬২) তোমারই আশে বসে' বসে'

২৮৬৩) জ্যোৎস্নারাতে আলোকপাতে

অনুক্রমণিকা

২৮৬৪) এসো মোর মনে অভিধ্যানে

২৮৬৫) কে যে এল, ৰলে গেল

২৮৬৬) ওগো প্রিয়, ৰলতে পার

২৮৬৭) কেন যে নাৰল বাদল

২৮৬৮) কথা দিয়ে গেলে, কেন নাহি এলে

২৮৬৯) গানের তরী মোর তোমাকে স্মরি'

২৮৭০) তোমারই সাথে জ্যোৎস্না রাতে

২৮৭১) শত ডাকিলেও সাড়া দাওনি

২৮৭২) তোমায় আমি চেয়েছিলুম

২৮৭৩) তুমি এসো গানে, এসো ধ্যানে

২৮৭৪) আমার মননে ভাবের ভুবনে

২৮৭৫) চাঁপার কলি ৰলে, যেও না

২৮৭৬) নীল আকাশে ভেসে'

২৮৭৭) অমানিশার তমসা ভেদিয়া

২৮৭৮) দীনের এ কুটিরে তাকাও

অনুক্রমণিকা

২৮৭৯) চাই যত ভুলে' যেতে, নাহি পারি

২৮৮০) (যদি) কণ্ঠেতে ভেসে' গান নাহি

২৮৮১) ছন্দে ছন্দে নেচে' চলেছ

২৮৮২) এ পথের শেষ কোথায়

২৮৮৩) তোমারই পথ চেয়ে তব ভাবনা নিয়ে

২৮৮৪) আমার এ প্রতীক্ষা জানি গো প্রিয়

২৮৮৫) এসো প্রাণে, এসো ধ্যানে

২৮৮৬) আকাশে আঁখি মেলে'

২৮৮৭) বুঝি না কী যে হ'ল

২৮৮৮) প্রাণের মাঝারে খুঁজেছি তোমারে

২৮৮৯) গানের এ মালাখানি গেঁথেছি

২৮৯০) প্রণাম আমি জানিয়েছিলুম

২৮৯১) ভেবেছিলুম একলা আছি

২৮৯২) ঘুমিয়ে পড়েছিল চাঁদ

২৮৯৩) এই শিশিরে ভেজা শারদ প্রাতে

অনুক্রমণিকা

২৮৯৪) এসেছিলে মনে গোপনে হেসে'

২৮৯৫) আকাশ কাঁদিয়া ৰলে, তারার মালা

২৮৯৬) করুণার ধারা ঢেলে' দিলে তুমি

২৮৯৭) উতলা পবনে মনোবিতানে

২৮৯৮) তুমি মোর জীবনেরই দীপালোক

২৮৯৯) কেন গেলে চলে' ফেলে' আমায়

২৯০০) তুমি এসেছিলে মন ভরে' দিলে

২৯০১) যেও না, যেও না প্রীতিডোর

২৯০২) তুমি জীবনের ধ্রুবতারা

২৯০৩) চলেছি ভেসে' চাঁদেরই দেশে

২৯০৪) পথে পথে ঘুরি তোমারেই স্মরি'

২৯০৫) তুমি এসেছিলে মোর মনের কোণে

২৯০৬) গানের দেবতা তুমি

২৯০৭) তোমাকে চেয়েছিলুম সুখে

২৯০৮) এসো প্রিয় আমারই মাঝে

অনুক্রমণিকা

২৯০৯) রঙে রঙে ভরে' দিয়েছ

২৯১০) কেহই যখন থাকে না তখন

২৯১১) মেঘে ঢাকা এ শ্রাবণী সন্ধ্যায়

২৯১২ সবাকার মনে সুস্মিতাননে

২৯১৩) তোমার আসার পথ চেয়ে

২৯১৪) মনে মনে ডেকেছিলুম

২৯১৫) এই জীবন-সৈকতে তুমি কে

২৯১৬) দাঁড়াও ক্ষণিক অজানা পথিক

২৯১৭) ৰলিনিকো যাও, তোমায়

২৯১৮) আঁধার সাগরে তুমি কে

২৯১৯) কে তুমি এলে আজি

২৯২০) মনে মনে এ কী করেছ

২৯২১) তোমারে ভালবেসেছি

২৯২২) মনে ছিল আশা, শুধু

২৯২৩) নীরব রাতে এই নিভৃতে

২৯২৪) সে ছিল অতিথি, মানেনিকো

২৯২৫) ফুলের বনে ভোমরা সনে

২৯২৬) তোমার পথ চেয়ে আছি

২৯২৭) ওগো প্রিয়, ওগো প্রিয়

২৯২৮) ধীর চরণে এসো মননে

২৯২৯) তোমারে চেয়েছি বারে বারে,

২৯৩০) তোমাকেই ভালবেসেছি

২৯৩১) নয়নে রেখেছ কেন

২৯৩২) মনের মাধুরী ঢালিয়া দিয়েছি

২৯৩৩) আঁধার নিশার ভরসা মোর

২৯৩৪) তোমায় কভু কাছে পাই নাই

২৯৩৫) তাকাও কেন অমন করে'

২৯৩৬) আসার আশে আছি বসে

২৯৩৭) আঁধার শেষে পূর্বাকাশে

২৯৩৮) নন্দিত তুমি বিশ্বভুবনে

অনুক্রমণিকা

২৯৩৯) যদি ভালৰাস কেন না কাছে

২৯৪০) তুমি এসেছ, দীপ জ্বেলেছ

২৯৪১) তুমি সবার মনের রাজা

২৯৪২) মায়ালোকে এসো চিত্তহারী

২৯৪৩) কথা দিয়ে গিয়েছিলে

২৯৪৪) পথের আলো নিৰে গেছে

২৯৪৫) সবারে করি আহ্বান

২৯৪৬) তন্দ্রা ভেঙ্গে মোর জাগিয়ে দিও

২৯৪৭) আশায় বসেছিলুম যে তোমার

২৯৪৮) কাঁদা আর হাসা

২৯৪৯) আঁধারে গভীরে শ্রাবণে গোপনে

২৯৫০) নির্জন বনে তুমি কে এলে

২৯৫১) গানের রাজা তুমি প্রাণে

২৯৫২) আজি মনের মুকুরে

২৯৫৩) তোমায় আমি ভালবাসি

অনুক্রমণিকা

২৯৫৪) তব আগমনে ফুল ফুটিয়াছে

২৯৫৫) গানেরই ভুবনে নহি একা

২৯৫৬) নাম জানিনা পরিচয় জানিনা

২৯৫৭) আশা নিয়ে আছি বেঁচে'

২৯৫৮) ভুল করে' তুমি এসেছ

২৯৫৯) সে বলে' গিয়েছিল আসিবে

২৯৬০) এসো নন্দনবনে মনোলোকে

২৯৬১) (আজি) মলয় পরশে কুসুম সুবাসে

২৯৬২) তোমায় ভুলে' থাকিতে যে চাই

২৯৬৩) পথ চলিতে আঁধার রাতে

২৯৬৪) তুমি সতত সাথে রেখো

২৯৬৫) এই শেফালী সুরভিত সন্ধ্যায়

২৯৬৬) গান গেয়ে যাই তোমাকে শোণাই

২৯৬৭) চিদাকাশে তুমি এসেছিলে

২৯৬৮) আঁধারনিশা পোহালো

অনুক্রমণিকা

২৯৬৯) জেনে' না-জেনে' আমি চেয়েছি তোমায়

২৯৭০) আমি দীপ জ্বেলে' যাই

২৯৭১) তোমারে খুঁজিতে গিয়ে বারে বারে

২৯৭২) তোমারই নামে গান ধরেছি

২৯৭৩) ভুবনে রয়ে গেছ গোপনে

২৯৭৪) শুণিনি আমি প্রভু পথ ভুলে' কভু

২৯৭৫) সাধের মালাখানি এনেছি

২৯৭৬) তোমায় আমি পেলুম

২৯৭৭) তোমার এই ভাবের ঘরে

২৯৭৮) তোমার সঙ্গে মোর পরিচয়

২৯৭৯) তোমার পথ চেয়ে বসেছিলুম

২৯৮০) যে দীপের শিখা জ্বেলে' দিয়েছ

২৯৮১) কোন্ সে অজানা পথিক এসেছিল

২৯৮২) জ্যোৎস্না রাতে চাঁদেরই সাথে

২৯৮৩) নাম না-জানা মানা না-মানা

অনুক্রমণিকা

২৯৮৪) এই শুক্লা নিশিথে সুমন্দ বাতে

২৯৮৫) এসেছ, এসেছ, তুমি এসেছ

২৯৮৬) সৃষ্টি রচেছ, এ কী করেছ

২৯৮৭) আঁখিতে ছিল যে জল

২৯৮৮) কাঁটা হয়ে ফুটেছিনু কমল

২৯৮৯) ভেবেছিলুম তুমি আসিবে

২৯৯০) ঘন বরষা দিনে কালো মেঘেরই সনে

২৯৯১) রূপের সায়রে এলে অরূপ রতন

২৯৯২) লীলায় রচেছ এ সংসারে

২৯৯৩) আমি তোমারে চেয়েছি

২৯৯৪) আলোকে এসেছ

২৯৯৫) আসার আশা করে' কেটে' গেল

২৯৯৬) অরূপ রতন তোমায় আমি

২৯৯৭) মলয়ানিলে এই শেফালী মূলে

২৯৯৮) এই আলো-ঝরা শ্রাবণী সন্ধ্যায়

অনুক্রমণিকা

২৯৯৯) বজ্র-অনলে এলে শান্ত সুষমা ঢেলে'

৩০০০) তোমায় আমি চেয়েছি

প্রভাত সঙ্গীত

২৫০১

যার তরে মালা গাঁথা, যাকে ভেবে' ভোলা ব্যথা,
সে কেন এল না মোর ঘরে।
দিনে রাতে কয় কথা, সরায় সব দীনতা, আলোকে হৃদয় দেয় ভরে'।।

যদি কারো থাকে জানা কেন সে কাছে আসে না।
কেন দূরে থেকে' হাসে, নিকটে কেন ভাষে না।
ৰলে' দাও, ৰোঝাই নিজেরে।।

বিনতি করি সবারে, এই কৃপা করো মোরে।
বেঁচে' আছি যার তরে সে যেন না ভোলে মোরে, মন্দ্রিত করে রাগে সুরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৩/৮৫)

২৫০২

যাবে দূরে চলে' গাঁথা মালা পায়ে দলে', ৰলো কেন।
ঊষার কিরণে ভাসো, ফুলের বরণে হাসো, তোমাকে ছাড়িব না জেনো।।

ক্ষুদ্র শকতি মোর, নাহি সাধনার জোর,
তোমাকেই ভালবাসি, তোমাতে আছি বিভোর।
মোর আন্তরিকতা আমার আকুলতা সোণার শিকল একে মেনো।।

হিয়ার ব্যথাভার, যত গ্লানি সমাহার,
সব কিছু নিজে রেখে' দিলুম প্রীতির হার।
নাও তুমি স্মিত মুখে, কৃপা করো আমাকে, আরও নিকটে মোরে টানো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৩/৮৫)

২৫০৩

চেয়ে গেছি তোমারে শত রূপে শত বারে,
ধরা দিয়েছিলে নামে গানে রাগে সুরে।
খুঁজেছি আরো কাছে মার্মিকতার মাঝে, কখনো তোমাকে চাইনিকো দূরে।।

আলোর দেবতা আরও কাছে এসো, নীরবে আমার আমি-ৰোধে হাসো।
তোমার দ্যুতিতে অমর প্রীতিতে সত্তাকে দাও ভরে'।।

কাছে চাই তোমারে ছন্দমুখর প্রীতি-ডোরে।
অলোকে আলোকে পলকে পুলকে বাঁশরী-মাধুরী পূরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫০৪

(তুমি) মনেরই গোপাল, মনে থাক।
বিশ্বভুবনে অমিয় স্বননে ভরে' আছ, কারেও ভোল নাক।।

অধরের কোণে হাসি, বাজাও মোহন বাঁশী।
তোমার হাসিতে তোমার বাঁশীতে আলো ঝরে, তমঃ থাকে নাক।।

আমি বারে বারে ভাবি তব কথা, তোমার কোমল মধুরতা।
বাহিরের যে কঠোরতা কোমলকে তাতে ঢেকে রাখ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৩/৮৫)

২৫০৫

জয় শিব স্বয়ম্ভো পশুপতে।
আদি-ঈশ্বর অনাদিনাথ ধূর্জটি সর্বধীসাক্ষি মেধাতিথে।।

আলোকাদাগতোহসি ত্রিলোকে বসসি সর্বেভ্যোর্মাধ্বীধারান্দদাসি।
আদিদেব সনাতন শাশ্বত পুরাতন নমস্তে প্রভো শুভগতে।।

সর্বগুণান্বিত গুণাতীত ঈশ্বর, সর্বত্যাগী ত্বং গণ-অধীশ্বর।
কালে অকালে অসি সুমধুরে হসসি, সর্বলোকম্ভর লোকপতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৩/৮৫)

২৫০৬

চম্পক বনে গভীর গহনে তুমি এসেছিলে মোর তরে।
ভালবাসা চোখে ছিল মেশা, মৃদু হাসি ছিল অধরে।।

অনুক্রমণিকা

চাঁপার সুরভি ভেসে' চলেছিল, দিগ্বলয়ে দোলা দিতেছিল।
সেই সুরভিতে মমতা-প্রীতিতে তুমি মাখা ছিলে সুধাসারে।।

আমি চলেছিনু বন পথ ধরে' তোমাকে পাবার আশা মনে ভরে'।'
উদ্বেল হিয়া দেখেনি ভাবিয়া মনে রয়ে গেছ অভিসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৩/৮৫)

২৫০৭

আকাশের তারা, নয়নের তারা উৎসুক হয়ে আছে চেয়ে।
কখন ফুটিয়া উঠিবে হে প্রিয়, বিশ্বভুবন ফেলে' ছেয়ে।।

পল গুণে' গুণে' যুগ চলে' যায়, সব স্পন্দন কেঁদে' ভেসে' যায়।
আমার বসুধা পেল নাকো সুধা, নিজেকে বোঝাই কী শুণিয়ে।।

ভালবাসি তোমাকে তুমি জান, তোমাকে নিয়েই আছি এও মান।
কেন করে' লীলা কর অবহেলা, মনকে বোঝ না মন দিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৩/৮৫)

২৫০৮

জগৎ তোমাতে, তুমি জগতে, রূপমাঝে তুমি রূপাতীত।
সৰাই তোমার তুমি সবাকার, এ সার সত্য লোকাতীত।।

ভাবনায় ধরা রচনা করেছ, ভাবনার সুধা ঢালিয়া দিয়েছ।
সকল অভাবে পূর্ণ করেছ, শ্বাশ্বত তুমি ভাবাতীত।।

অনুক্রমণিকা

তোমার গুণের নাই পরিসীমা, তোমার মাধুরী রহিত উপমা।
তব মন্দির অনন্ত নীলিমা, তাই প্রভু তুমি দেশাতীত।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৩/৮৫)

২৫০৯

হেসে' বলেছিলে আসবে আবার তারি ভরসায় পল গুণি,
আমি তারি ভরসায় পল গুণি।
দিনে রাতে শুধু কাণ পেতে থাকি যদি তব পদধ্বনি শুণি।।

কোরকের মধু শুকাইয়া গেছে, ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া পড়েছে।
ব্যথা-নিষিক্ত আঘাতক্লিষ্ট হৃদয়ে আশার জাল বুনি।।

মর্মের ভাষা কেন বুঝিলে না, কথা দিয়ে কেন কথা রাখিলে না।
গেয়ে তব জয় যে বা বেঁচে' রয়, তারে কেন নাহি নিলে টানি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৩/৮৫)

২৫১০

তুমি ভুবন প্লাবিয়া এসেছ অণু-অণুতে ভরিয়া রয়েছ।
সবাকার পানে চেয়েছ, সবারে ভালবেসেছ।।

প্রথম প্রভাতে তব দীপ্তিতে, সুপ্ত চেতনা জাগে জীবনেতে।
বিমল আলোকে ভূলোকে দ্যুলোকে স্পন্দিত করে' দিয়েছ।।

সন্ধ্যাও আসে তব লালিমায়, কুলায়ে বিহগ তব গীতি গায়।
তোমার মহিমা করুণা গরিমা অনুভূতি মাঝে এসেছ।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৩/৮৫)

২৫১১

(আর) কত কাল, বলো কত কাল।
পল গুণে' যাব, পথ চেয়ে রব, শুকাইবে মনের মৃণাল।।

কবরীর বেণী খসিয়া পড়েছে, অঞ্জন জলে মুছিয়া গিয়াছে।
কপালের টিপ ঘৃতের প্রদীপ নিষ্প্রভ প্রতি সাঁঝ-সকাল।।

ফুলের পাপড়ি ম্লান হয়ে গেছে, কোরকের মধু শূন্যে মিলেছে।
ফুল ঝরে' গেছে, কাঁটা পড়ে' আছে, বিছায়েছ এ কী মায়াজাল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৩/৮৫)

২৫১২

(আমি) বুঝেছি জগতে তুমিই সার।
স্রোতে তৃণ সম ভাসি অনুক্ষণ, এখন জেনেছি আমি তোমার।।
দেহ মন মোর কৃপাতে তোমার, আসা, যাওয়া করি যুঝি' ব্যথাভার।
বিন্দু আমি তব করুণার, হে মহাসিন্ধু অমৃতধার।।

জেনে' বা না-জেনে' তব পথে চলি, দুঃখে মনে মুখে তব নাম বলি।
তব ভাবনায় ক্লেশ জ্বালা ভুলি', তব গীতে পাই প্রীতি অপার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫১৩
মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি মাটির এ কুটিরে।
স্মিত মুখে চাই তোমাকে দেখব নয়ন ভরে'।।

কোন সম্পদ নাই যে আমার, যা আছে সবই যে তোমার।
তোমার জিনিস তোমায় দোৰ প্রীতির আঁখিনীরে।।

থাকবে তুমি মনের গোপাল হৃদ্‌কমলে ভুলে' কালাকাল।
ছন্দে সুরে বাঁশী পূরে' নাচবে আশা ঘিরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৩/৮৫)

২৫১৪
তুমি আমারই, আমারই শুধু।
দিগন্ত ঘিরে' মহা অম্বরে হেসে' চলেছ একই বিধু।।

মনের কোণে কোণে ভাবেরই গহনে কুসুমে সুরভিত সুশোভিত বনে।
তোমারে ভেবে' চলি, তোমারই কথা বলি, নীরস জীবনে তুমি মধু।।

হতাশা-মেঘ আসে, ঈশান কোণে ভাসে, দূরে সরে তব মলয় বাতাসে।
তুমি ছাড়া আর নাহি আপনার, হারানো হৃদয়ে তুমি বঁধু।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৩/৮৫)

২৫১৫
আমি তোমার জানি, জানি সে কথা।
ধরায় আলো তুমিই সবার, তুমিই প্রাণের মধুরতা।।

অনুক্রমণিকা

তুমি আছ, তাই ধরা রয়েছে, আলো হাওয়া জীবন আছে।
তোমার তালে নেচে' চলেছে সব সত্তার সজীবতা।।

জেনেও তোমায় ভুলে' থাকি, ভাষায় ভাবে কলুষ ঢাকি'।
আঁখি মুদে' মরি কেঁদে' ভেবে' নিজের কপটতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৩/৮৫)

২৫১৬
গান গেয়ে চলে' গিয়েছিল সে।
মদির স্বপনে মোহন আননে মন জিনে' নিয়েছিল কি সে।

তার তরে কত যুগ জেগে' আছি, কত পল তিথি বরষ গুণেছি।।
ভুলিতে পারিনি সে কন্ঠখানি, ছিল সে সুরে রাগে মিশে'।।

আজও কাণে শুণি তার পদধ্বনি, ভোলাতে পারেনি অযুত অশনি।
মনের গহনে মধুর স্বননে রণিত হয় সে সুধারসে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৩/৮৫)

২৫১৭
(তারে) ভুলেও যায় না ভোলা।
মনের মাঝে লুকিয়ে আছে, শুণে' নেয় কথা না-ৰলা।।

শুণে' তাঁর মোহন বাঁশী, সীমা ভেঙ্গে' মন যায় ভাসি'।
কভু কাঁদি কভু হাসি, হ'ল কী বিষম জ্বালা।।

অনুক্রমণিকা

ভেসে' চলে নূপুর ধ্বনি, কাণ পেতে' সদা তাই শুণি।
হৃদয় ভরিতে আশা-জাল বুনি সাজায়ে বরণডালা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৩/৮৫)

২৫১৮
কেন গেলে দূরে চলে', তমসায় মোরে ফেলে' দিলে।
ভালবেসে' ভুলে' গেলে, প্রীতি একে কেহ নাহি ৰলে।।

চাইনি রাতের নিকষ কালো, চেয়েছি ঊষা ঝলমল।
দিনের শেষে চাঁদের দেশে জ্যোৎস্না-মাখা সুধানিলে।।

চেয়েছি তোমায় হৃদয় ভরে' ভাবে ভাষায় ছন্দে সুরে।
শূন্য ঘরে রিক্তাধারে আলোককুপ্ত আঁখি জলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৩/৮৫)

২৫১৯
প্রাণের স্রোতে ভাসিয়েছিলুম গানের তরীখানি আমার।
কূলের বাঁধন রইল না আর, দুলছে দোদুল ছন্দে অপার।।

পিছটান নেই কোন আজি, জয়-দুন্দুভি ওঠে বাজি'।
নিরাশ হৃদয় উঠল সাজি' নৃত্যে গীতে সুরে আবার।।

ফেলে আসা দিনগুলি মোর নেচে' এল হয়ে বিভোর।
বললে হেসে', যাচ্ছি ভেসে', ভেঙ্গেছি ৰন্ধ কারাগার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫২০
মধুর তুমি, মোহন তুমি, তুমি সুশোভন প্রিয়তম।
কাছে থেকেও দূরে তুমি অন্তবিহীন নভঃ সম।।

আলো-হাওয়ায় আছ মিশে', বাইরে ঘরে নেইকো কিসে।
মুক্ত প্রাণের ছন্দ গানের স্পন্দনেতে আছ মম।।

ধরেও তোমায় যায় না ধরা, সবাই তোমার রূপে ভরা।
রূপাতীত মায়াতীত বিশ্বে তুমি অনুপম।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৩/৮৫)

২৫২১
থেকো নাকো আর দূর অলকায়, নেৰে এসো ধূলির ধরায়।
কাছে পেতে চায় সবাই তোমায়, সুখে দুঃখে ভুলে' থাকিতে চায়।।

কিরণ ঢালিয়া দাও মুখে মুখে, আশা ভরে' দাও সব ভাঙ্গা বুকে।
তুমি যে সবার সবাই তোমার, এ সত্য যেন ছড়িয়ে যায়।।

মধু ভরে' দাও সব রসনায়, সবে মিলে' যেন তব নাম গায়।
তোমার প্রাণেতে নিজেকে মেশাতে পুলকে যেন তব গীতি গায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৩/৮৫)

২৫২২
তুমি কাছে থেকেও কত দূরে।
ধরা নাহি দাও আমারে, যদিও জানি আছ ঘিরে'।।

অনুক্রমণিকা

অরুণ রাগে পাই তোমারে, বিভাবরীর বক্ষ চিরে'।
আশার আলো নাশো কালো স্পন্দিত ছন্দে সুরে।।

তোমার সঙ্গে মোর পরিচয়, এক জনমের কথা সে তো নয়।
পাবার তরে অশ্রু ঝরে কাল থেকে কালান্তরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৩/৮৫)

২৫২৩
আকাশ-ভরা আজকে তারা, মলয় হাওয়ায় সুধাধারা।
মন ভেসে' যায় কোন্ অজানায়, কার ভাবনায় দিশাহারা।।

কুমুদ নভের পানে চেয়ে রয়, ফুলের পরাগ সুরভিতে বয়।
হারিয়ে নিজের সব পরিচয় উদ্বেল হয়েছে তারা।।

একলা বসে' তারা গুণি, হারিয়ে গেছি বুঝি মানি।
পথকে পাব তাহাও জানি, জ্বলে শাশ্বত ধ্রুবতারা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৩/৮৫)

২৫২৪
সেই পূর্ণিমা রাতে আমি ছিনু স্বপনের ঘোরে।
সেই মায়ার রাজপুরীতে দেখেছিনু, দেখেছিনু তোমারে।।

সেথা কুসুমে সুবাস ছিল যা মাধুরীতে ঢেকে' দিল।
সেথা মধুর পরশ আশে মধুকর ঘুরছিল।
সেই নিরালায় ভেসে' ভেসে' হেসেছিল সুধাকরে।।

অনুক্রমণিকা

সেথা কুসুমে ছিল না কাঁটা, জীবনে ছিল না ভাঁটা।
সেথা জোয়ারেরই উজানে ছিল চন্দন-ৰাটা।
সেই নীহারিকা মাথা নীলে নেচেছিল মন-ময়ূরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৩/৮৫)

২৫২৫

কুয়াশা এসেছিল, ক্ষণ তরে ঢেকে রেখেছিল।
তব কিরণ এল, তমঃ সরে' গেল,
আঁধারের ভয় কোথা' হারিয়ে গেল।।

দ্যুতিমান বিরাট পুরুষ, তব আলো নাশে কলুষ।
মর্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে আলো ভালবেসেছিল।।

এসেছিলে তুমি একা, হাসি ছিল মধু মাখা।
বিরলে অন্তস্তলে সে হাসি আমারে জিনে' নিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৩/৮৫)

২৫২৬

জয় শুভ বজ্রধর শুভ্র কলেবর
ব্যাঘ্রাম্বর হর দেহি পদম্।
জয় বিষাণ-নিনাদক ক্লেশবিদূরক
সর্বধীধারক দেহি পদম্।
জয় আদি পিতা আদি দেব মন্ত্রেশ মহাদেব
ভাবাতীত অভিনব দেহি পদম্।
রজত গিরিনিভ মধুময় দুর্লভ

অনুক্রমণিকা

আনন্দ অমিতাভ দেহি পদম্।
জয় সত্য সনাতন পরম পদম্।।

(রচনাকাল: কমবয়সে লেখা, স্থান: অজ্ঞাত)

২৫২৭

তোমার তরে অশ্রু ঝরে, তোমার তরেই গান সাধা।
তোমার ভাবে ভুলি অভাবে, তোমার তরেই মালা গাঁথা।।

তুমি আমার প্রাণের প্রদীপ, প্রাবৃট কালের পুষ্পিত নীপ।
মন কেতকী জেগে থাকি' পরাগে কয় তোমার কথা।।

কবরীতে বাঁধি মালা, সাজাই প্রীতির বরণ ডালা।
ভুলিয়া যাই শতেক জ্বালা তোমায় ভেবে' যত ব্যথা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৩/৮৫)

২৫২৮

পুষ্পরাজি জ্যোৎস্নারাশি বলে, ভালবাসি তোমার মধুর হাসি।
সেই হাসিরই কথা ভেবে' সুখস্রোতে ভাসি।।

সেই হাসিতেই উপচে' পড়ে জীবনধারা ধরার 'পরে।
ছন্দে সুরে হৃদয় ভরে' সকল আঁধার নাশি'।।

সেই হাসিরই কণায় খানিক, ঠিকরে পড়ে জ্যোতির মাণিক।
মনের মাণিক দাঁড়াও খানিক রূপলোকে আসি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫২৯
বাঁশীতে করেছে উতলা, নাহি মানে ৰেলা-অৰেলা।
বাঁশী বাজে পঞ্চমে ধরিয়া আমার নামে, ছুটি ভুলে' লাজ একেলা।।
মন নাহি বসে কাজে, সদা শুণি বাঁশী বাজে সে সর্বনাশা সুরেলা।।

ভাবি কাণে তুলিব না, আর সাড়া দোব না,
যতই ডাকুক মোরে, শুণেও শুণিব না।
না শুণিয়া নাহি পারি, ভেবে' পরে লাজে মরি,
তোমরা বল এ কী জ্বালা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৩/৮৫)

২৫৩০
স্বপনে যবে এসেছিলে, জীবনে কেন নাহি এলে।
ঊষার উদয়ে আলো ঢেলে দিয়ে মাধুরী কেন সরিয়ে নিলে।।

যতবার ভাবি তোমার বারতা, মন ভেসে' যায় ভেঙ্গে' সসীমতা।
অণু ও ভূমার ছান্দসিকতা নেচে' চলে এক তানে মিলে'।।

আজীবন ভেবে' যাব তব কথা, তব ভাবনায় ভুলে' রব ব্যথা।
জেনেছি জীবনের সফলতা প্রীতি-সরিতার উপকূলে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৩/৮৫)

২৫৩১
খুঁজে' গেছি জীবন ভরে', কোথায় তুমি লুকিয়ে আছ।
নদীতীরে বনে পাহাড়ে, তীর্থে দেখি নাহি রয়েছ।।

অনুক্রমণিকা

ব্যর্থ নহে কোন কিছুই, আমি তোমায় খুঁজে' পাবই।
অশ্রুনীরে ঘরে বাইরে দেখি কোথায় রয়ে গেছ।।

কত জনম চলে' গেছে, কত মধুমাস কেঁদেছে।
কত মোহ পিছু টেনেছে সব ছাপিয়ে হিয়া ভরেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৩/৮৫)

২৫৩২
তোমায় বুদ্ধিতে বোঝা ভার।
যুক্তিতর্কাতীত মোহমায়াতীত প্রজ্ঞাসমুদ্র অপার।।

অহমিকা ঘোরে যারা আছে পড়ে' চিনেও চিনিতে না পারে তোমারে।
তোমারই মায়ার জালে বারে বারে জড়ায় অহংকার।।

শ্রুতি থাকিতেও শুণিতে নাহি পায়, ভুল পথে চলে ভুল ভাবনায়।
তুমি যে ধ্রুবতারা না চেয়ে তাহারা দেখে অন্ধকার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৩/৮৫)

২৫৩৩
যতই মায়ার জাল বুনে' যাও, আমারে ভোলাতে পারিবে না।
চরণে নিয়েছি শরণ তোমার, তুমি ছাড়া কিছু জানি না।।

তুমি আছ মোর ধ্যান-ধারণায়, জপে-নামে-গানে চিতিচেতনায়।
অভাবে সরিয়ে ভাবকে ভরিয়ে হয়ে গেছ মোর সাধনা।।

অনুক্রমণিকা

মহামাণিক্য চিরভাস্বর রূপে আসিলেও নও নশ্বর।
কালের অতীত হে দেশাতীত পাত্রে ঢেলেছ করুণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৩/৮৫)

২৫৩৪
আমি আছি কি নেই নাহি জানি, তুমি আছ প্রভু, আলো ঢালো।
আমার আলোক খদ্যোৎসম, তুমি সূর্য্য ঝলমল।।

তোমার চরণে লভিয়াছি স্থান, আশ্রয়দাতা তুমি যে মহান।
জড় ও চেতনে তুমি মহাপ্রাণ বাহির-অন্তরে নাশো কালো।।

তোমার বাহিরে কেহ কোথা নাই, তোমার মাঝারে সবাকার ঠাঁই।
মনেতেই আসে মনেতেই হাসে মনেতেই শেষে ঢেলে' ফেল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৩/৮৫)

২৫৩৫
তুমি এসো প্রাণে ও প্রদীপে মনেরই মণি মঞ্জুষায়।
অলকার দ্যুতি নিয়ে এসো, প্রীতি ঢেলে' দাও শূন্য হিয়ায়।।

তুমি মোর ধ্যান-জ্ঞান, তুমি ইষ্টদেবতা।
অমরার চেয়ে মধুময় তুমি, তুমিই ভাগ্যবিধাতা।
তোমারই ভাবনা মধুর চেতনা শুষ্ক পরাণে সুধা ভরায়।।

চলিয়াছি আমি তব পথ ধরে' তোমারই প্রীতি বক্ষেতে ধরে'।
তোমার নামটি সতত স্মরে' ভাব-সরিতার মোহানায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৩৬

নয়নে নয়নে রাখ, কাছে কেন নাহি আস।
দূরে থেকে মৃদু হাস, কথা কেন নাহি ভাষ।।

তোমারই প্রীতিতে ধরা হয়েছে আলোকে ভরা।
জীবনে মাধুরী এনে' জড়তার তমঃ নাশ।।

তোমারই মধুর হাসি, উদ্বেল-করা বাঁশী-
মর্ম মাঝারে আসি' বলে তুমি ভালবাস।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৩/৮৫)

২৫৩৭

ভালবাসি আমি তোমাকে, প্রভু তোমাকে।
তোমার আলো, তোমার হাওয়া পূর্ণ করে সকল চাওয়া,
বাকি আর কিছু নাহি থাকে।।

চাঁদের আলোয় তুমি আছ, রাতের কালোয় ভরে' রয়েছ।
মধুমাসে মধু মাঝে আছ পুষ্পকোরকে।।

নিদাঘ-তাপে দহন-জ্বালায়, আছ যুথী-মালতী মালায়।
তোমার তরে যে আঁখি ঝরে সে আঁখিতে আছ পুলকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৩/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৩৮
বরষার রাতে নীরবে নিভৃতে তুমি এসেছিলে গোপনে।
অর্গল দ্বারে ছিল মোর ঘরে, রন্ধ্র ছিল না বাতায়নে।।

ঝড়-ঝাপটায় ভিজে' গিয়েছিলে, আঁখিপল্লব ঢেকে' রেখেছিলে।
দুয়ারে দাঁড়িয়ে করাঘাত দিয়ে নাড়া দিলে মোর মননে।।

তখনই আমি দিই নিকো সাড়া, ঘুমঘোরে ছিনু সম্বিত হারা।
যুগান্তরে পেয়ে অতিথিরে বাঁধি নিকো প্রীতিৰাঁধনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৩/৮৫)

২৫৩৯
(তুমি) মনের কালিমা সরায়ে দিয়েছ, বিনিময়ে কিছু চাওনি।
আমাকে তোমার করে' আপনার বোঝা নিতে প্রভু ভোলনি।।

অমার আঁধার তুমি নিয়ে নিলে, তোমার আলোক মোরে ঢেলে' দিলে।
বলিলে দ্রুতিতে চলে' মোর পথে, দেখ কোন ব্যথা পাওনি।।

আমি ৰলিলাম, সব কিছু তব, তোমার মাঝারে পাই প্রাণ নব।
তোমারই প্রীতিতে চাই সবই দিতে, তবু তুমি কিছু নাওনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৩/৮৫)

২৫৪০
গুণ আমার নেই মানি, তবু আমি তোমারই।
তব জলে দুলে' চলে এ অণু হিয়া ভরি'।।

অনুক্রমণিকা

পাপী কি অপাপী আমি নাহি জানি হে প্রভু।
শুধু জানি তব পথ থেকে সরি না কভু।
যাওয়া-আসা, কাঁদা-হাসা করি তোমারে স্মরি'।।

জানি তুমি সাথে থাক ওতপ্রোতযোগে দেখ।
আমারে শরণে রাখ কৃপা অহেতুকী করি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৩/৮৫)

২৫৪১
তুমি যখন এসেছিলে' সূর্য্য ছিল পূর্বাকাশে।
রঙীন ফুলে তন্দ্রা ভুলে' মধুপ খুঁজেছে নির্যাসে।।

আমি তখন একলা বসে' গেঁথেছি মালা আবেশে।
কবরীতে নিয়ে বেঁধে' তোমার পাশে আসার আশে।।

কাছেও এলে না দুপুরে, ম্লান হয়ে ফুল পড়লো ঝরে'।
সাঁঝের বেলায় রঙের খেলায় মূক নয়নে রইনু বসে'।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৩/৮৫)

২৫৪২
তুমি প্রভু প্রিয় সবাকার, ভুবনে তোমার তুলনা নাই।
অরূপ তোমার রূপের জগতে অভাব কোন না দেখিতে পাই।।

আসা-যাওয়া নাই কখনো তোমার, চির শাশ্বত অমেয় অপার।
ছিলে, আছ তুমি, থাকিয়া যাইবে, তাই তো শরণে থাকিতে চাই।।

অনুক্রমণিকা

তোমার দ্যুতিতে ভরা ত্রিভুবন, তোমার প্রীতিতে উদ্বেল মন।
উপমা-তুলনা তোমার হয় না, তব করুণায় যাচি যে ঠাঁই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৩/৮৫)

২৫৪৩

ফুলের হাসিকে জ্যোৎস্নারাশিকে বলেছিলে আমি ভালবাসি।
ঘৃণা জানি না, ৰাধা মানি না, প্রাণেরই ডাকে ছুটে' আসি।।

মধুর চেয়েও মধুরতর, তোমরা প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর।
সবাকার লাগি' আমি থাকি জাগি' প্রীতি-শলাকায় ভীতি নাশি।।

কল্যাণ তরে করি যে শাসন, কোন কিছু মোর নয় অকারণ।
আপাতকঠোর ফুলসম কোর নির্মোক মাঝে সদা হাসি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৪/৮৫)

২৫৪৪

তুমি আরো কাছে এসো, মনোমাঝে থেকে' মৃদু হাসো।।

যুগ যুগ ধরি' আছি যে জাগি' তোমারে হৃদয়ে ধরিবার লাগি'।
বাঁচিয়া রয়েছি সুখভোগ ত্যাগি', সাজান বেদীতে এসে' বসো।।

কন্দর্পপতি নাশো দর্প, অহমে গড়া সকল গর্ব।
স্ফীত অহমিকা করো হে খর্ব, জড়তার তমসা নাশো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৪৫

তোমায় নিয়ে আমি আছি, মোরে প্রিয় মনে রেখো।
যাওয়া-আসায় কাঁদা-হাসায় আমার পানে চেয়ে দেখো।।

আঁধারে যেন না হারাই, তোমার দ্যুতিতে ঝলকাই।
তোমার প্রীতিতে ভেসে' যাই, সাথে সাথে আমার থেকো।।

মনে বুঝি সঙ্গে আছ, হৃদয়ে স্পন্দন দিয়েছ।
সুরে রাগে রয়ে গেছ, প্রীতির গীতির মধু মাখো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৪/৮৫)

২৫৪৬

আমি সুখে দুঃখে তোমায় স্মরি।
তোমার কৃপার ফল্গুধারা মনমুকুরে সদাই হেরি, তুমি আমারই।।

দুঃখের রাতে অশ্রুপাতে আঁখির তারায় থাক সাথে।
বজ্রানলে দগ্ধ হলেও শীতলতা দাও করুণা করি'।।

তুমি ছাড়া মোর কেহ নাই, প্রাণের পরশ তোমাতে পাই।
ছন্দমুখর চির ভাস্বর, তোমায় নিয়েই বাঁচি মরি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৪৭

মেঘ এসেছিল তোমার আলোর রঙে রঙে,
ভেসে' ভেসে' চলে' গিয়েছিল।
মধুর পরশে মলয় বাতাসে মনের ময়ূর নেচেছিল।।

মনের মাঝারে যে কালিমা ছিল, যুগ যুগ ধরে' জমা হয়েছিল।
প্রীতি-মহিমায় তব সুষমায় নিঃশেষে হারা হয়েছিল।।

ভুবনে মাতালে ওগো সুরকার, গোপনে সাজালে তুমি রূপকার।
সুরঝঙ্কারে বীণারই তারে কী মাধুরী ঝরে' পড়েছিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৪/৮৫)

২৫৪৮

কোন্ সৌরকরোজ্জ্বল প্রভাতে,
তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল পূর্বাচলে।
হাতে আমার ছিল ফুলহার, পরাইয়াছিনু তাহা তোমারই গলে।।

জগতে তৃতীয় আর কেউ ছিল না, ছিল নাকো প্রাপ্তির কোন এষণা।
তুমি আমি ছিনু দু'জনা, মোরে দেখে' স্মিত চোখে তুমি হাসিলে।।

বলিলে আসিব আমি যবে চাহিবে, মনের গহনে অভিলাষ জানাবে।
বাহিরে না দেখে' অন্তরে তাকাবে, এত বলি' নীরবে চলিয়া গেলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৪৯

ফাগুন, তোমার আগুন রঙের রাঙা ফুলে ধরা রাঙিয়ে দাও।
বনভূমি নয় শুধু, মনভূমিতেও ছাপ রাখিয়া যাও।।

এসেছ শীতের জড়তার পরে, কুসুম ফোটায়ে দিয়ে থরে থরে।
মুক্ত বাতাসে মুক্তাম্বরে মহামিলনের গীতি গাও।।

যেও না ফাগুন থাক কিছু দিন, নিদাঘের জ্বালা করে' দাও ক্ষীণ।
বর্ষাঝঙ্কারে বাজুক বীণ, তত দিন তবে গতি থামাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৪/৮৫)

২৫৫০

তুমি এসেছ, ভালবেসেছ, রঙে রঙে ধরা সাজিয়েছ।
কিছু না চাহিলে, সব কিছু দিলে মনের গহনে ভরিয়া রয়েছ।।

রূপে অনন্য গুণে অমেয়, আত্মিক সম্পদে অপরিমেয়।
তব কথা ভেবে' নামেতে ভাসি যবে,
কোলে তুলে' নিয়ে অশ্রু মুছিয়েছ।।

তোমারে ভুলিব না, মননে মুছিব না,
আমার চিদাকাশে দু' বিধু রাখিব না।
তুমি সারাৎসার আনন্দ অপার এক লহমায় মন-প্রাণ জিনে' নিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৫১
তোমারই সকাশে কুসুম নির্যাসে মন ভেসে' যায় বারে বারে।
ভুলিতে পারি না তোমারই করুণা, আঁখি তোমারে চায় দেখিবারে।।

কোন্ সে অতীতে অরুণ প্রভাতে আমি এসেছিনু তোমারই ধরাতে।
তোমার কৃপাতে প্রীতি-ভাবনাতে কাজ করে' যাই সংসারে।।

তোমারে না ভেবে' থাকিতে পারি না, তুমিই সাধ্য, তুমিই সাধনা।
অতীত ভবিষ্যৎ আমি জানি না, তুমি জান সবই ভাল করে'।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৪/৮৫)

২৫৫২
তুমি আমারই, শুধু আমারই, মান না মান এ সার কথা।
আমার জীবনে, আমার মরণে, মনের গহনে আছ হে দেবতা।।

অতীতে যদি চাই শুরু নাহি পাই, তোমারই ভাবে এসে' থেমে' বসে' যাই।
অন্ত পানে চেয়ে দেখি যে তলিয়ে থাকে শুধু তব বিশালতা।।

তুমি মহোদধি আমি সরিতা, তোমাতে মিশে' যাই নিয়ে হাসি-ব্যথা।
আশার আকুলতা মনের মাদকতা, ৰোঝে কি না ৰোেঝ হে বিধাতা।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৪/৮৫)

২৫৫৩
এই আলো-ঝরা পূর্ণিমাতে একলা ছিলুম আমি গহন রাতে।
সঙ্গে দ্বিতীয় ছিল না কেহ, তুমি এলে নীরব চরণপাতে।।

অনুক্রমণিকা

কাছে আসিলে তবু বসিলে না, প্রীতিধারা ঢেলে' দিলে, কিছু নিলে না।
মনের কথা মোর বলা হ'ল না, প্রাণের ভাষা রয়ে গেল মনেতে।।

তোমার লীলা প্রিয় কিছু বুঝি না, তোমার আসা হাসা এ কি ছলনা।
এবার আসিলে পরে রাখিব ঘরে ধরে', বসাব চিত্তে স্মিত অঙ্কতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৪/৮৫)

২৫৫৪
বাদল রাতে তুমি এলে সবার অগোচরে।
আমি ছিলুম বদ্ধ ঘরে, বাহিরে জল-ঝড়ে।।

সজল ঘন মেঘের রাশি ঢেকেছিল চাঁদের হাসি।
করেছিল মেশামেশি মনের কালোয় চুপিসারে।।

জলে ভিজে এসেছিলে, ঘরের আগল খুলে' দিলে।
আমায় তোমার করে' নিলে বীণারই ঝঙ্কারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৪/৮৫)

২৫৫৫
সপ্তলোকে তুমি ভরিয়া রয়েছ, মনেরই শতদলে নেচে' চলো।
জীবনে সবার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তুমি প্রিয় উচ্ছল।।

ভুবনে তোমার তুলনা নাহি পাই, আঁখি খুলে' মুদে' যবে যে দিকে চাই।
তুমি ছাড়া স্থায়ী আর কেহ নাই, নিরাশ ম্লান মুখে আলো ঢাল।।

তোমারে দেখেছি ঘোর অমাবস্যায়, তোমারে পেয়েছি মধু জোছনায়।
আছ সাথে সাথে সুখে হতাশায়, ভালোর চেয়ে তুমি বেশি ভালো।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৪/৮৫)

২৫৫৬
তোমারে চিনি নাকো, কে গো তুমি মনে এলে।
আঁধারে আলো ঢেলে' আসিবে বলে' গেলে।।

তোমারে যায় না ভোলা, মর্মে দিয়েছ দোলা।
বসিয়া আছি একেলা মালা হাতে পরাবো বলে'।।

তোমারই মোহন হাসি উতলা করে' তোলে।
তোমারই মধুর স্মৃতি আজো যে কথা বলে।।

তোমারে ভালবাসি, তব তরে কাঁদি হাসি।
চাই কাছে দিবানিশি সম্পদে আঁখিজলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৪/৮৫)

২৫৫৭
আলোর মালা দিয়ে জ্বেলে' তুমি এলে ত্রিভুবনে।
পথের ক্লান্তি বোঝার ভ্রান্তি সরিয়ে শান্তি দিলে মনে।।

থাকল নাকো কোন আঁধার, ব্যথার কমল ঝরল না আর।
মানস পূজার অর্ঘ্য হয়ে রইল মনে নিরজনে।।

শীতল তড়িৎ নাচল প্রাণে, পেল সম্বিৎ জনে জনে।
আলোয় ভেসে' মুক্তাকাশে চলল সবে তোমা' পানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৫৮

তোমারে চেয়েছি মনেরই গহনে মুক্ত গগনে, ৰাধা না-মানা, না গো না।
চেয়েছি সাথে সাথে দিবসে নিশীথে, দূরে সরে' কভু যেও না।।

আমি ধাতুকণা তুমি পরশমণি, স্বর্ণ করো মোরে অসহায় মানি।
থাক কাছে কাছে সুখ-দুঃখ মাঝে, ছুঁড়ে' ফেলে' মোরে দিও না।।

তোমারে ভালবাসি, তুমি যে মোর প্রভু আদি-অন্তহীন স্বয়ম্ভূ।
তোমার কথা ভেবে' ভুলি যে অভাবে, হে মধু সরিতার করুণা।
দূরে দূরে থাকি, সদা চোখে রাখি, আলো-ছায়ায় কর আনাগোনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৪/৮৫)

২৫৫৯

ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে কেন ৰলো ফুলবনে, ফুলবনে কি মনোবনে।
চাঁদের হাসি, ফুলের খুশী উপচে' পড়ে তারই সনে।।

আকাশ বাতাস মত্ত আজি, রঙে রঙে উঠলো সাজি'।
কাহার বীণার তন্ত্রী খুঁজি' দিল সে সুর বিজনে।।

কেন ভ্রমর হঠাৎ এসে' মনের ফুলে আজকে বসে।
থেকে' সে যায় সবার শেষে, কেনই বা তা' কে জানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৪/৮৫)

২৫৬০

উতলা পবনে মধুবনে দোলা দিয়ে গেল কে গো সে।
হয় মনে চিনি, কিছু কিছু জানি, কাছে থাকে মানি অবশেষে।।

অনুক্রমণিকা

অগ্নিতে আছে, দাহিকাশক্তিতে, দুগ্ধে রয়েছে ধবলতাতে।
রয়েছে মনের মঞ্জুষাতে, আলো-ঝরা ঊষাতে মিশে'।।

বিদ্যুতে সে যে চলৎ শক্তি, রঙীন প্রভাতে রঙে রাঙা প্রীতি।
ভুবনে ছড়ায়ে দিয়েছে সম্প্রীতি, জানি না বিশ্বে সে নেই কিসে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৪/৮৫)

২৫৬১
এই স্মিত জ্যোৎস্নায় মন ভেসে' যায় জানি না আমি কোথায়।
ভেবে' ভেবে' চলে মেপে' কথা বলে' মনে শান্তি না পাওয়া যায়।।

দিয়েছ আমারে আশার অতীত, কাজে লাগাই নি সম্পদ অত।
ধরিয়া রেখেছি, ৰাড়াতে চেয়েছি কার তরে নাহি জানি হায়।।

ভুলের পরেও ভুল করে' গেছি, সম্বিৎ পানে চেয়ে না দেখেছি।
আজিকে তোমার আলোক পেয়েছি, ৰন্ধন ছিঁড়ে' দিলে তায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৪/৮৫)

২৫৬২
তোমাকে ভালবেসেছি, তুমি শুধু মনে আছ।
চিদাকাশে একই বিধু তুমি প্রিয় মোর রয়েছ।।

ত্রিভুবনে আর কেহ নাই আদি-অন্ত যাহার না পাই।
সবে আসে, শূন্যে মেশে, তুমি কেবল রয়ে' গেছ।।

অনুক্রমণিকা

দিনের পরে রাত্রি আসে, রাতের আঁধার ঊষায় নাশে।
দ্যুতি ভাসে তব অশেষে যদিও ঢেলে' চলেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৪/৮৫)

২৫৬৩
স্বর্ণকমল তুমি মানস সরোবরে।
দুলে' চল রূপে উচ্ছল রূপাতীতকে স্মরে'।।

কোন ক্লেশ-গ্লানি নাই, কোন কালিমা নাই।
নির্বাধে হেসে চল অৰাধ বাতাসে তাই।
তুমি যে প্রাণের প্রিয়, তোমায় ভুলি কী করে'।।

জলে স্থলে আকাশে রূপ ছড়ায়ে দিয়েছ।
ঊষার লালিমা দিয়ে সবার মন ভরেছ।
তুমি যে ভাবাতীত নাচ লীলা ভরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৪/৮৫)

২৫৬৪
তুমি সকল প্রাণের প্রিয়, ভুবনে অদ্বিতীয়।
নাশি' মনের আঁধার আর কুয়াশা ধরার জ্ঞানশলাকায় অজ্ঞতা সরিও।।

কত যুগ চলে' গেছে সৃষ্টিধারার, কত তারা ঝরে' গেছে অজস্র বার।
কত যে কাঁদা-হাসা, কত যে যাওয়া-আসা, চরণ ধূলিতে তব হে ৰৱণীয়।।

অনুক্রমণিকা

কত যে কৃষ্ণানিশি-কৌমুদী, কত সুখ-সরিতা, দুঃখের নদী।
কত রকমের পাওয়া, ম্লান মুখে কত চাওয়া।
তোমাকেই ঘিরে নাচে হে স্মরণীয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৪/৮৫)

২৫৬৫

দূর অম্বরে সন্ধ্যাসায়রে কার জ্যোতিঃকণা ভেসে আসে।
কী যে কথা কয়, কী বারতা বয়, আভাসে শোনায়, নাহি ভাষে।।

সে সকল কথা বুঝিতে পারি না, সে ডাক মর্মে ধরিয়া রাখি না।
আসে আর যায় পলকে লুকায়, বোঝা যায় মোরে ভালবাসে।।

কার জ্যোতিঃকণা, কে সে গো পুরুষ, মন কেড়ে' নেয়, নাশে যে কলুষ।
পেয়েও পাই না, জেনেও জানি না, শুধু বুঝি আছে সবে মিশে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৪/৮৫)

২৫৬৬

পুণ্যের ভার নেইকো আমার, অকপটে যাচি কৃপা তোমার।
মোর আশ্রয় তব বরাভয়, তুমি ছাড়া নাই গতি আমার।।

মোর উৎস তব সঞ্চরণ, তোমার ছায়াতে আমার শরণ।
তব প্রশান্তিতে মহামরণ, আসা-যাওয়া শেষ পরিক্রমার।।

জীবনের সুখ তোমার করুণা, অসহ্য দুখ বাঁচা তোমা' বিনা।
মোর তন্ত্রীতে বাজালে যে বীণা বসুধার যত সুধাধারায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৬৭
এই স্মিত জ্যোৎস্নাতে তুমি এসেছিলে আমার মনে।
আমায় ভালবেসেছিলে, আমি কী বলেছি নেই স্মরণে।।

আমি অণু তুমি ভূমা, চউদিকে মোর পরিসীমা।
অনন্ত অপার মহিমা তোমার, জানে বিশ্বজনে।।

আমার চাওয়া আমার পাওয়া, ক্ষুদ্রকেই স্বীকৃতি দেওয়া।
নাও আমারে তোমার করে' ছন্দে সুরে রাগে রণনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৪/৮৫)

২৫৬৮
ফুলের বনে পরী এল, গন্ধে মাতাল করে' দিল।
ঘুমিয়েছিল অলি যত সুরভিতে জেগে' ছুটে এল।।

মোর ফুলবনে মনের গহনে হেসেছিল সে যে প্রতিক্ষণে।
হাসিতে তাহার বাঁশীতে তাহার কী ঝঙ্কার বেজেছিল।।

ভুলিতে পারি না আমি তারে, তার উপমা নাই সংসারে।
ভাবাতীত সে যে রূপে গুণে সেজে' মোর মাঝে ধরা দিয়েছিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৪/৮৫)

২৫৬৯
আমি পথে পথে খুঁজি তোমারে বনে পর্বতে নদীতীরে।
তীর্থে তীর্থে শ্রমে ও অর্থে দেখিতে চেয়েছি আঁখি ভরে'।।

অনুক্রমণিকা

তব সাক্ষাৎ কোথাও পাই নি, সম্বিৎ-দোলা কখনো জাগেনি।
যন্ত্রের মত চলে' অবিরত ডেকেছি অঝোরে আঁখিধারে।।

আমি নয়নে বাঁধিয়া রাখিয়া বসন করে' গেছি বার-ব্রত-অনশন।
যাহার লাগিয়া সব আয়োজন খুঁজিনি তাহারে অন্তরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৪/৮৫)

২৫৭০
জীবনের এই খেলাঘরে কে গো তুমি এলে সহসা।
চিনি না তোমারে, জানি না তোমারে, তবু দিলে মোরে ভরসা।।

তোমার সঙ্গে মোর ব্যবধান পরমাণু-হিমাদ্রি সমান।
তবু তুমি কাছে এলে মহাপ্রাণ, ভাঙ্গা হৃদয়ে দিলে আশা।।

তোমারে দেখেছি বারে বারে, কখনো কাছে কখনো দূরে।
নিজেরে ছড়ায়ে দিলে শতধারে, জ্যোতিতে সরায়ে তমসা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৪/৮৫)

২৫৭১
অরূপ রতন তুমি প্রিয়।
আকাশে তুমি হাস, বাতাসে তুমি ভাস, তোমার করে' মোরে নিও।।

করুণা যাচি আমি সতত তোমার, তুমি ছাড়া কেউ নেই আপনার।
তোমাতে নিহিত ভাগ্য সবার, কৃপাদৃষ্টিতে তাকিও।।

বারে বারে আমি এসেছি ধরাতে, কতবার গেছি না পারি বলিতে।
সব কিছু আছে তোমারই মনেতে, তাই তুমি ৰৱণীয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৪/৮৫)

২৫৭২

ভালবেসেছিল সে আমায়।
বুঝিতে পারিনি জানিতে পারিনি কেন সে মোর পানে চায়।।

শুধিয়েছিলুম আমি বারে বারে, ওগো প্রিয়তম ৰলো কৃপা করে'।
কী চাই তোমার জানাও আমারে, কী আমি দোব তোমায়।।

শেষে বলেছিল আমারে সে অধরে মুক্তা-ঝরা হেসে'।
কাজ নাহি মোর তোমার জিনিসে বলো হিয়া কি বা চায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৪/৮৫)

২৫৭৩

এসো মনেরই গহনে, তোমায় বসাব যতনে।
নির্মল করো, করুণা করো আমারই মননে।।

ত্রুটি-বিচ্যুতি শত আছে মোর, নিজের গ্লানিতে হয়ে আছি ভোর।
তব ভাবনায় করো হে বিভোর অনুরাগে প্রতিক্ষণে।।

তোমার ভাবেতে উজ্জ্বল করো, তব দীপশিখা সম্মুখে ধরো।
সেই দীপালোকে আমারে গড়ো গোপনে নিরজনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৭৪

ফুলে ফুলে সাজালে বনভূমি, কে গো তুমি,
মোর মাঝে এলে না বলে', না কয়ে।
তব যাওয়া-আসা মধুর হাসা না জানিয়ে মোর মন গেল যে নিয়ে।।

শত ধারে আমারে ঘিরে' রেখেছ, তব প্রীতি তব গীতি ঢেলে' দিয়েছ।
তুমি আমার জানি, ধরিতে পারিনি, লীলারসে ভেসে' যাও কী অভিনয়ে।।

তোমারে জানা যায়, ধরিতে না পারা যায়, ক্ষুদ্র সামর্থ্যে বুঝে' ওঠা না যায়।
টানো করুণা করে' তব দ্যুতি-সাগরে, অমেয় অপার ছন্দে তালে লয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৪/৮৫)

২৫৭৫

গোপনে চেয়েছি মনে প্রাণে, তুমি কেন দিলে না সাড়া।
মরমে ডাকি না, শরমে হয়ে থাকি বাণীহারা।।

আলো-আঁধারে সঙ্গে আছ, সুখে অশ্রুপাতে ঘিরে' রেখেছ।
তুমি সবার প্রিয় আদরণীয়, কাছে নাহি আস, প্রীতির এ কী ধারা।।

ছিলে মোর আদিতে সবার আদিতে, মধ্যে আছ, থেকে' যাবে অন্তে।
তুমি ছাড়া না বাঁচি, তাই করুণা যাচি, তব ভাবনায় থাকি আপনহারা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৪/৮৫)

২৫৭৬

এসো তুমি আমার প্রাণে আনন্দ-উচ্ছল।
কুড়িয়ে পাওয়া জমিয়ে যাওয়া তৃপ্তিতে উজ্জ্বল।।

অনুক্রমণিকা

তন্দ্রাবিহীন আঁখিপাতে তোমায় খুঁজি দিনে রাতে।
সুখের পরশ দুঃখাঘাতে তুমি অচঞ্চল।।

কইতে কথা নাহি পারি, হৃদয় যে হয় ভাবে ভারী।
মর্মবীণার তার তোমারই আলোয় ঝলমল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৪/৮৫)

২৫৭৭
তুমি এলে ধূলির সংসারে।
দীপশিখা সাথে করে' অন্ধকার ঘরে।।

কেউ চিনেছে কেউ চেনেনি, কেউ জেনেছে কেউ জানেনি।
ভালবেসে' কেউ কাছে এসেছে, কেউ বা আসেনি।
আসুক বা না আসুক তুমি ডাক যে সবারে।।

কেউ ৰলে তুমি দয়াময়, কেউ বলে এত নিঠুর না হয়।
ক্ষণে মধুময়, ক্ষণেকে প্রলয় রচে' ভাসাও দৃক্-নীরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৪/৮৫)

২৫৭৮
চাঁদ হেসেছিল, মেঘ ভেসেছিল।
মলয় পবনে দূর গগনে সম্বিৎ-সুধা জেগেছিল।।

সবাই চেয়েছে চাঁদের আলোকে মনোলোকে আর ভূলোকে দ্যুলোকে।
অলকার গানে পুলকিত প্রাণে মধুবসন্ত নেচেছিল।।

অনুক্রমণিকা

এই পরিবেশে মন গেছে ভেসে', দূর থেকে দূরে তব উদ্দেশে।
চেয়ে দেখি পিছে ছিলে আরো কাছে যবে চাঁদে মেঘে খেলেছিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৪/৮৫)

২৫৭৯
নীল আকাশে তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি এলে।
সুপ্তিমগন স্তব্ধ গগন হল ঝলমলে।।

তোমার রূপের নাই তুলনা, তোমার গুণের থই মেলে না।
তোমার ভাবে সব অভাবে থাকতে পারি ভুলে'।।

ছিল নাকো সৃষ্টি যখন, কেমন তুমি ছিলে তখন।
যাও আমারে চুপিসারে সেই কথাটি বলে'।
সে বাণীহার রাখব আমার স্মৃতির বেদীমূলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৪/৮৫)

২৫৮০
তোমায় আমায় দেখা হ'ল কোন্ তিথিতে নেই মনে।
মনে আছে, ভুলে' ছিলুম ধরার যত বন্ধনে।।

সে কথা যে ভুলতে নারি, সুখে দুখে আজও স্মরি।
ভুলে' থাকা ভুলে' যাওয়া নয়কো তা এক, সবাই জানে।।

লাগল ভালো তোমার আলো, সরাল মোর মনের কালো।
মিশে' গেল মন্দ-ভালো ভালবাসার স্পন্দনে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৪/৮৫)

২৫৮১

তোমায় আমায় প্রথম দেখা কবে হ'ল গো নেই মনে।
দিন-তিথি-কাল সন্ধ্যা-সকাল ভুলেই ছিলুম আনমনে।।

চলার ছন্দে কাল বহে' যায়, ৰাধায় থমকে নাহি দাঁড়ায়।
রবি ডুবে যায়, চাঁদও হারায়, তুমি হেসে' যাও নিরজনে।।

যুগের পরে যুগ আসে যায়, অস্ত-রবি পুনঃ দেখা দেয়।
হারানো হিয়া প্রাণ ফিরে' পায়, তোমারই কৃপায় কে না জানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৪/৮৫)

২৫৮২

তন্দ্রাঘোরে ছিল আঁখি, তোমার আলোয় উঠল জাগি'।
চন্দ্রালোকে হার মানিয়ে প্রাণের পরাগ দিল মাখি'।।

যতই ভাবি ভুলতে নারি বিভোর হ'ল মানস মম,
রাগে অনুরাগে তোমার চঞ্চল বনহরিণী সম।
এসো প্রিয় ৰৱণীয়, তোমার পথেই চেয়ে' থাকি।।

আসা-যাওয়া সবার আছে, স্থিতি শুধু পলক মাঝে।
মোর পলকে ধ্রুবালোকে পূর্ণ কর, কৃপা মাগি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৪/৮৫)

২৫৮৩

কুসুমিত বনে একলা বিজনে আমি বসিয়াছিলাম তব তরে।
পাখীর কূজন মলয় ব্যজন ডাকিয়া বলিয়াছিল মোরে।।

দুই চাঁদ নাই আমার আকাশে, তব স্মিত জ্যোৎস্নায় মন ভাসে।
দুঃখে আর সুখে কাঁদে আর হাসে হে দেবতা তোমাকেই ঘিরে'।।

তোমারে চেয়েছি জীবনে মরণে, মোর অস্তিত্বের প্রতিক্ষণে।
তোমাকেই স্মরে' ভাসি আঁখিনীরে মনের দেউলে বারে বারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৪/৮৫)

২৫৮৪
বনমাঝে গিয়ে পথ হারিয়ে সে সন্ধ্যায় আমি কেঁদেছি, তুমি জান।
বলেছি তোমারে, দিশা দাও মোরে, ভালবাসি তুমি তা কি মান।।

চাঁদে ঢেকেছিল তরুর শাখাতে পত্রে পুষ্পে কালো মেঘেতে।
যে দীপটি ছিল নিবিয়া গিয়েছিল, আঁধারে তোমারে ডাকি শোণো।।

তুমি এলে, শাখা-পত্র সরালে, কালো মেঘে দূর আকাশে ভাসালে।
নিকটে আসিয়া হাতটি ধরিলে, রাখিলে না দ্বিধা কোন।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৪/৮৫)

২৫৮৫
কাছে কেন আস নাকো, দূরে সরে' থাক।
কত লীলায় কত না খেলায় প্রীতির পরাগ মাখ।।

অনুক্রমণিকা

বলি থামাও রথের চাকা, চাই যে আমি তোমায় একা।
ব্যর্থ করো না মোর ডাকা, এ বিনতি রাখো।।

বলি এসো আরো কাছে, অনেক কথা বলার আছে।
যুগে যুগে জমে' রয়েছে কাণে তোল নাকো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৪/৮৫)

২৫৮৬
মোর নয়নে মৃদু চরণে তুমি এসেছিলে, কেউ জানে না।
মনে প্রাণে মোর বিতানে বরণ করেছিলে, ধরা মানে না।।

সেদিন চলিয়া গেছে অনেক দূরে, রূপে রাগে ভেসে' গেছে সুরে সুরে।
(আজও) আছি আমি তব কৃপাতে বাঁচি', সফল করেছিলে মোর সাধনা।।

সেদিনের কথা আজও মনে আছে, সে স্মৃতি এখনো মোর চিত্তে নাচে।
তুমি এলে গেলে, প্রীতি রাখিয়া দিলে, ধরায় তাহার কোন নাই তুলনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৪/৮৫)

২৫৮৭
তুমি এলে, তুমি এলে, তুমি এলে করুণা করে'।
বন্ধ ছিল দোর তখন যে মোর, অর্গল খুলে' দিলে আপন করে।।

যে লতাটি ছিল মোর শুকাতেছিল, প্রতিটি কুঁড়ি তার ঝরিতেছিল।
ফুল ফোটায়ে আশ মিটায়ে তোমারে পেলুম আমি পরাণ ভরে'।।

অনুক্রমণিকা

যেও না চলে' তুমি থাক কাছে, কত যে কথা বলিবার রয়েছে।
কত যে আছে গান কত যে অভিমান, উজাড় করিয়া শোণাতে তোমারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৪/৮৫)

২৫৮৮

তোমায় আমি ভালবাসি, তুমি কি তা জান।
কেন দূরে ফেলে' রাখ, কাছে নাহি টান।।

বিপুল তোমার রঙ্গভূমি, তারই মাঝে অণু আমি।
তোমায় নাহি চিনে' জেনে' বলো চাই যে কেন।।

'কেন'-র উত্তর মোর কাছে নাই, তাই তো প্রিয় তোমায় শুধাই।
কাছে এসে ধ্যানে বসে' জানিয়ে যেও যেন।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৪/৮৫)

২৫৮৯

তুমি আর আমি সেদিন প্রদোষে বসিয়াছিলুম বকুল তলে।
চাঁদের হাসিতে মৃদু সুরভিতে ভেসেছি সুরকল্লোলে।।

ৰলেছিলে তুমি, "দেখ আসিয়াছি, কত দুস্তর মরু পেরিয়েছি।
কত উত্তুঙ্গ গিরি লঙ্ঘিয়াছি তব ডাক শুণে' নভোনীলে"।।

তার পর আর হয়নিকো দেখা, আকাশে ভাসেনি সে চন্দ্রলেখা।
ফুলেতে দেখিনি সে রূপের রেখা যা সেদিন তুমি এঁকেছিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৫৯০
মনে রেখো, সঙ্গে থেকো, একলা ফেলে' দিও নাকো।
তন্দ্রাবিহীন আঁখিপাতে কাজল হয়ে মিশে' থেকো।।

তোমার কথাই সদাই স্মরি, তোমাকে ভুলে' বল কী করি।
তোমার তরেই বাঁচি মরি তব ভাবে তাই ভরে' রেখো।।

বর্ণে গন্ধে রাতের কালোয়, আমার যত মন্দ-ভালোয়।
ভাব-জগতের স্মিত আলোয় সুখে দুঃখে আমায় দেখো।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৪/৮৫)

২৫৯১
নীরব চরণে বরণে বরণে ফুল ফোটায়ে তুমি এসেছিলে।
তমসা সাঁতরে' আকাশ-পাথারে তারাদের মুখে হাসি ঢেলে' দিলে।।

মলয় পবন এল দখিণ থেকে, উত্তুরে হাওয়া এল তুহিন মেঘে।
বিশ্বের সবারে তুমি নিলে ডেকে' ছন্দে নাচে তালে চরণতলে।।

ত্রিভুবনে যাহা আছে সবাই নাচে তোমারে ঘিরে' তব মনের মাঝে।
সবাই সতত তব করুণা যাচে তোমারে জেনে' প্রিয়তম বলে'।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৪/৮৫)

২৫৯২
প্রভু, তোমার লীলায় বুঝে' ওঠা দায়।
কখনো কাঁদায় কখনো হাসায়, ভালভাবে চিনিয়াও না চিনিতে চায়।।

অনুক্রমণিকা

অলকার বুক থেকে ধেয়ে' আস, মনের গহন কোণে নীরবে বস।
অলক্ষ্যে থেকে যত তমসা নাশ,

জান তুমি কে কী করে বলে ভেবে যায়।।
সনাতন লীলা তব চলমান রথ, যে রীতিতে তুমি চল তাই হয় পথ।

তোমাতে এসে' মেশে যত নীতি মত, যত রাগ-রাগিণী তব গীতি গায়।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৪/৮৫)

২৫৯৩
যে রথে তুমি চলেছ সে রথ মনের মণিতে গড়া।
যে পথ তুমি বেছে' নিয়েছ সে পথ ধ্রুব জ্যোতিতে ঘেরা।।

চাওনা কিছুই কারো কাছে, দিয়ে চল যে যা যাচে।
চিকন চিকুর স্বর্ণনূপুর স্থায়ী ভঙ্গুর পসরা ভরা।।

কী আর দোব আমি তোমায়, আমার যা' তা' আমার যে নয়।
তোমার জিনিস আমার ভেবে' অহমিকায় হই যে হারা।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৪/৮৫)

২৫৯৪
ভুলেছ আমাকে তুমি তা' কি বুঝিতে পার না।
আস যাও কাছাকাছি প্রবাহে নাচি, মোর পানে ফিরে' চাও না।।

বসে' আছি পথ চেয়ে আসার আশে, পল গুণি নিদহারা প্রতিটি শ্বাসে।
কেন এত নিঠুর মোরে করেছ বিধুর, ব্যথিতের মনোব্যথা কেন বোঝ না।।

অনুক্রমণিকা

মোর কথা কাণে তোলো, লীলা ভোলো,
অসহায় মনে আর ক্লেশ না ঢালো।
তব কৃপাতে আছি, সদা করুণা যাচি, এ কথা জেনেও তুমি কি জান না।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৪/৮৫)

২৫৯৫
গানে গানে মোর মনবিতানে ছন্দমুখরতা দিলে এনে'।
যে ছিল দূরে অজানা সুরে সেও কাছে এসে' মিশে' গেল প্রাণে।।

ছান্দসিকতার গন্ধে ভরা মর্মের সব মধু উজাড়-করা।
তুমি যে রাগে গেয়ে গেলে প্রাণ ভরিলে, তার স্মৃতি রয়ে গেল চিত্ত বনে।।

তুমি ছাড়া কেউ নাই ত্রিভুবনে, নিজেরে ছড়ায়ে দিলে সুরের রণনে।
তুমি ছিলে, আছ, অণু-অণুতে নাচ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছ প্রীতি-কাননে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৪/৮৫)

২৫৯৬
আলোর পরে আঁধার আসে, আঁধার শেষে আলো আসে।
মনের ময়ূর আজ যে কাঁদে, কাল সে কলাপ মেলে' হাসে।।

মনে রেখো এ সার কথা' জীবন নয় শুধু ব্যর্থতা।
আলো আছে, কালো আছে, মধুর বিষে আছে মিশে'।।

আলোয় ঘেরা এই যে ধরা, রঙ-বেরঙের ফানুস-ভরা।
এও হিয়াতে তৃপ্তি দিতে পারে ছায়াতে এসে'।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৪/৮৫)

২৫৯৭
ভালবাসি তোমায় আমি, চোখের জলে মোরে ভাসিয়ে দিয়েছ।
মনের মাঝে যে মধু আছে তাই ঢেলে' গেছি, তুমি না নিয়ে হেসেছ।।

এ নিঠুরতার নাই তুলনা, ফিরেও তাকাও না, দেখেও দেখ না।
তবুও ডাকি ভুলে' না থাকি, ভুলে' থাকি শুধু তুমি ভুলে' রয়েছ।।

ক্ষুদ্র আমি সীমাতে ঘেরা, অল্প পরিসরে মোর চলা-ফেরা।
তুমি বৃহৎ অসীম মহৎ, এমন লীলা কেন করে' চলেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৪/৮৫)

২৫৯৮
মনের মাঝে মাধুরী সাজে, কে গো তুমি এলে আজি প্রভাতে।
চিনেও তোমায় চেনা নাহি যায়, রূপের বির্বতন প্রতি পলেতে।।

যখনই ভেবেছি বুঝিয়া গেছি, তোমার স্বরূপ আমি জেনে' নিয়েছি।
পর ক্ষণে আঘাত হেনে' বুঝায়ে দিয়েছ পারিনি জানিতে।।

যখনই মনে অহমিকা এসেছে, প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির সাধ জেগেছে।
মাটির এ ঘর সবই নশ্বর, বুঝায়েছ গ্রস্ত হবে কালেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৪/৮৫)

২৫৯৯
তুমি এলে, তুমি এলে, তুমি এলে, ভুবনে দোলা দিলে।
ঘুমন্ত মনেরই কলি নিজের হাতে ফোটালে।।

অনুক্রমণিকা

তোমার নূপুরের রণনে প্রাণ জেগেছে জড়ে চেতনে।
সুপ্ত মনের গহন কোণে এষণা জাগালে।।

তোমার স্পন্দনেরই মাঝে, সকল চাওয়া-পাওয়া মাঝে।
সব প্রবৃত্তি হয় নিবৃত্তি তুমি প্রিয় চাহিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৪/৮৫)

২৬০০
ফুলবনে নয়, মনোবনে আজ ভোমরা এসেছে।
কলির কাণে কথা কয়ে মধু নিয়েছে।।

ভোমরা তোমার আশায় জেগে ছিলুম বসে' যুগে যুগে।
তোমায় পেয়ে আজকে আমার আশ যে মিটেছে।।

ছিলে আমার আশেপাশে, নেই তা' লেখা ইতিহাসে।
তোমার তরেই কাঁদে হাসে মন গানে নাচে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৪/৮৫)

২৬০১
(এই) শারদ প্রদোষে মলয় বাতাসে তোমারে পরাণ পেতে চায়।
মদির আকাশে কুসুম-সুবাসে চাঁদের সুহাসে ভেসে' যায়।।

ৰাধা-ৰন্ধন হারায়েছি আজ, তব তরে সরায়েছি ভয় লাজ।
মুক্তাঙ্গনে ৰিহঙ্গসনে মন মোর চলে' যায় কোথায়।।

অনুক্রমণিকা

পদে পদে ছিল জড়তার ৰাধা, গাইনি সে গান সযতনে সাধা।
ছন্দ ভুলিয়া সুর পাসরিয়া কারাগারে ঘুমায়েছি হায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৪/৮৫)

২৬০২

তোমাকে চেয়েছি আমি ধ্যানে, তুমি মোর মনে এসো
তুমি মোর মনে এসো, এসো প্রাণে।
বেদীতে ফুল সাজিয়ে আছি বসে'-এ বেদী মন-বিতানে।।

শেষ কখনো হয় না চাওয়ার, তাই থেকে' যাও সঙ্গে আমার।
নিত্যকালের পরশমণি তাকাও আমার পানে।।

স্তব্ধ হয়ে যায় যে ভাষা, তোমায় পেলে পূর্ণ আশা।
চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে ভাসে তৃপ্তিধারার সুর সরিতার গানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৪/৮৫)

২৬০৩

উতলা পবনে মধুর স্বপনে, কে গো তুমি এলে এ শুভ ক্ষণে।
চিনিতে পারিনি, নিকটে ডাকিনি,
বসিতে বলিনি মন-কাননে।।

জানিতে পারিনি তুমি মোর আপনার, আত্মার আত্মীয় প্রীতি-সমাহার।
আজ হৃদয় যাচে প্রিয় তোমার কাছে
এ মোহন চিদঘন স্পন্দনে।।

অনুক্রমণিকা

করুণা করে' এলে যদি, সঙ্গে থাক মোর নিরবধি।
তুমি নিদাঘে উদক, শীতে হিমে পাবক
স্নিগ্ধতা থাক মোর স্মিত আননে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৪/৮৫)

২৬০৪

তোমাকে চেয়েছিলুম যে জীবনের প্রতি কাজে।
রাখিতে চাইনি দূরে, তবু কেন আছ সরে।।
বুঝিতে পারিনি আমি নিকটেই আছ তুমি,
অন্তরে বাহিরে রয়েছ আমারে ভরে'।।

জড়তার ডাকে ব্রত ভুলে' বার বার,
পথ ভুলে' কাজ ভুলে' গেছি তোমার।

অশ্রু ঝরেছে, হতাশা নেবেছে ব্যর্থ ভেবে' নিজেরে।।
আজ বরষা-কেতকী সম প্রাণের পরাগ মম।
ভাসে নভে ভেদি তমঃ, অসীমে খোঁজে তোমারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৪/৮৫)

২৬০৫

কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, দেয় যে উঁকি আশার আলো।
জীবনটা নয় শুধুই কালো মিশে' আছে মন্দ-ভালো।।

আজকে যাকে ঘৃণা কর মনুষ্যেতর বলে' ধর।
কাল সে দেবতা হয়ে যায় কৃপাসিন্ধু যদি চাইল।।

অনুক্রমণিকা

আজকে যে জন ধনী মানী প্রচণ্ড যার প্রতাপ শুণি।
কাল সে ধূলায় গুঁড়িয়ে যায় যদি বিধাতা বিরূপ হ'ল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৪/৮৫)

২৬০৬

তোমারে চেয়েছি আমি রূপে রাগে সুরে, চেয়েছি বোধির অন্তরে।
তাকাওনি ফিরে' দাওনি সাড়া মোরে, রয়ে গেছ তুমি অতি দূরে।।

তোমার কাছে তুচ্ছ আমার চাওয়া, তোমার কাছে মূল্যহীন মোর পাওয়া।
আমার কাছে যাহা সাগর-ছেঁচা মণি তুমি অবহেলা কর তারে।।

অণু আমি প্রিয় তুমি যে বৃহৎ, ক্ষুদ্রে মেতে' থাকি তুমি যে মহৎ।
কোটি কোটি আমি নিয়ে আছ তুমি, তোমারে বুঝিতে কে পারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৪/৮৫)

২৬০৭

এই সজল সমীরে সুস্মিতাধরে তুমি এসেছিলে মোর ঘরে।
আসিতে ৰলিনি বসিতে বলিনি, আনন্দ ছিল আঁখিধারে।।

আসন পাতিয়া নিজে বসেছিলে, কুশল সমাচার জেনেছিলে।
প্রীতির স্তবক রেখে গিয়েছিলে কুসুমে সুরভিত করে'।।

সজল সমীর আবার এসেছে, তব গান কাণে শুনিয়ে চলেছে।
পলকে পুলকে অৰাধ আলোকে ভাসায়েছে সুরসাগরে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৪/৮৫)

২৬০৮

যেও না কাছে থাক, আমার ভুবন যে তোমাকে নিয়ে।
চাঁদের আলো লাগে না ভালো, থাকলে তুমি আঁধারে লুকিয়ে।।

কতবার এসেছি গেছি, তোমারে ঘিরে' নেচেছি।
ভুলিনি তোমাকে কভু হে প্রভু কোনো সময়ে।।

জীবনের হে ধ্রুবতারা মর্মে রয়েছ ভরা।
তব রূপে হয়ে হারা অসীমে যাই মিশিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৪/৮৫)

২৬০৯

কুসুমের পাপড়ি সম আননে তুমি এসেছিলে আমার মনে।
জ্যোৎস্নায় শশী সম হেসেছিলে কে তা জানে।।

রুদ্ধ দুয়ার যত ছিল খুলে' গেল, মুক্ত বায়ু বাতায়নে ঘরে যে এলো।
অজানায় জানিয়ে দিলে, জানা হ'লে নিরজনে।।

মনেরই মঞ্জুষাতে মম তুমি গোপন, বিশ্ব ভরা ভীড়ের মাঝে তুমি আপন।
কাছে বা দূরে থাক মধুর স্বপন ভরে' তুমি রয়েছ মোর মননে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৪/৮৫)

২৬১০

নিজের কথা বলতে গেলে যুগ যে চলে' যায়।
তোমার কথা শোণাও যেন শুণে' শ্রুতি জুড়ায়।।

অনুক্রমণিকা

একটি কথা শোণার লাগি' কত জনম আছি জাগি'।
একটি হাসির ঝিলিক তরে মন যে উপচায়।।

কইব না আর আমার কথা, ক্ষুদ্র মনের আশা-ব্যথা।
হে সিন্ধু, তোমার পানে এ বিন্দু যেন ধায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৪/৮৫)

২৬১১
আঁধার জীবনে আলোক এনেছ, নিজেরে বিলায়ে তুমি দিয়েছ।
কে বা জ্ঞানী কে অজ্ঞ ভেবে' দেখনি, অকাতরে কৃপাবারি ঢেলেছ।।

কার কী প্রয়োজন সে জানে না, অকারণে চায় কারণে চায় না।
দূরকে নিকট ভাবে নিকটকে দূরে, জানে না মর্মে তুমি রয়েছ।।

কার কী প্রয়োজন তুমি মানো, সেই বুঝে' শীত তাপ বরষা আন।
মূক মুখে ভাষা দাও আশা যোগাও, সব কাজ একা করে চলেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৪/৮৫)

২৬১২
(আজি) নোতুন আলোকে পুলকে পলকে দ্যুলোকে ভূলোকে ভরিয়ে দাও।
পুরোনো যা ছিল বাধা দিতেছিল পথ থেকে তারে সরিয়ে নাও।।

মহাসম্ভূতি অগতির গতি, তব রথ চক্রে অপার দ্যুতি।
সে দ্যুতি ছড়িয়ে দিকে দিকে দিয়ে সবারে ভাস্বরতা মাখাও।।

অনুক্রমণিকা

কেউ যেন পথে পিছিয়ে থাকে না, এ যে দেহ মন চিতির সাধনা।
তোমার ছন্দে জাগিয়ে এষণা পূর্ণতা পানে সবে চালাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৪/৮৫)

২৬১৩

আলোকের পথ ধরে যারা গিয়েছিল দূরে,
হে প্রভু রয়েছে ভরে' তোমারই অন্তরে।

হারায়েছি ভাবা ভুল, দোলে যে দোদুল দুল
স্মৃতির দ্রাঘিমা 'পরে তাহারা সৌর করে।।

হারাই হারাই সদাই ভাবিয়া থাকি,
যদিও কিছু হারায় না, থাকে না বাকী।
তুমি আছ যবে মহাতাণ্ডবে সঙ্গে নিয়ে সবারে।।

আলোকে তুমি রয়েছ, আঁধার-রন্ধ্রে আছ।
অভাবে ও ভাবে স্মিত অনুভবে ধ্বনিছ মর্ম তারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৪/৮৫)

২৬১৪

প্রাণে এসো, মনে এসো, এসো প্রভু তুমি মোর সারা সত্তাতে।
মর্মের অর্গল রেখেছি খুলে, অক্লেশে অৰাধে তোমারে বরিতে।।

চন্দন সুবাসে মদির বাতাসে, কুসুম নির্যাসে, কৌমুদী আকাশে।
এসো তুমি নাচে গানে ছন্দে ও সুরে তানে উদ্বেল হিয়ামাঝে ভাবে একান্তে।।

অনুক্রমণিকা

আসিতে না পার কোন ক্ষতি নাই, আমি শুধু তোমারে কাছে পেতে চাই,
আছ নভোনীলে আছ আশাতে মিলে, আমার আকাশে জেনো দুই চাঁদ নাই।
টানো মোরে তবে তব প্রাণোৎসবে, এ বিন্দু চায় যে তোমাতে মিশিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৪/৮৫)

২৬১৫

ওগো প্রভু তোমার লীলা অপার, বোঝার বুদ্ধি নেইকো আমার।
যা দাও মোরে ভালোর তরে, চাইলে মন্দ তাকাও না আর।।

তোমার লীলার রসে ভেসে' যাই, তোমারই ৰলে ভাষা পাই।
তোমার সুরে তব গীতি গাই দুঃখে সুখে ভুলে ব্যথাভার।।

আমার প্রিয় সবার প্রিয় মর্মেরই আদরণীয়।
সপ্তলোকের বরণীয় নিত্যকালের তুমি সুধাসার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৪/৮৫)

২৬১৬

এই উন্মদ মলয়ানিলে মধুগন্ধে ভরা।
বেলা-বকুলের সনে চাঁপার কলি বনেতে আত্মহারা।।

তোমারে পাবার তরে হিয়া যে ব্যাকুল,
ক্ষুদ্র সরিতা মোর ছাপিয়েছে কূল।
ভালবেসে' আশা দোলে দোদুল-দুল এককে স্বয়ম্বরা।।

অনুক্রমণিকা

এসো প্রিয় নীরব চরণে, মধুমাসে ফুলে ৰরণে ৰরণে।
চিদঘন চেতনায় স্মিত মননে সোণালী আলোঝরা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৪/৮৫)

২৬১৭
দীনের কুটীরে তুমি এসে' গেলে তিথি ভুলে' পথ ভুলে' কেন জানি না।
নয় সাধনার বল, পুণ্যের ফল, এ যে অহেতুকী করুণা।।

কখনো ভাবিতে পারিনি আমি যাহা, জীবনে ঘটিয়ে দিলে আজকে তাহা।
ভক্তবৎসল কৃপা ঢল ঢল, ছল ছল আঁখি সহিতে পার না।।

ডেকে' ডেকে' কন্ঠ হয়ে গেছে ক্ষীণ, তোমার ধ্যানে কেঁদেছি নিশিদিন।
আজ করুণা করে' ভুল সরণি ধরে' এলে তুমি উচ্ছল আলো-ঝর্ণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৪/৮৫)

২৬১৮
লুকিয়ে তুমি কাজ করে' যাও প্রত্যাশা কিছুর না রেখে'।
লুকোচুরি খেলা খেলে' যাও, কেউ তোমাকে খুঁজছে দেখে'।।

আলোয় সেজে' থাক আঁধার, আঁধার মাঝে আলোক অপার।
জীবন-মৃত্যু সেতু পারাপার করাও নিজে আড়ালে থেকে'।।

হতাশ প্রাণের তুমিই আশা, নিশার শেষে রঙীন ঊষা।

অনুক্রমণিকা

পথহারাকে দেখাও দিশা, ছড়িয়ে প্রীতি দিকে দিকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৪/৮৫)

২৬১৯

ভালৰাসো যদি তবে এসো প্রিয়তম দীনের এ কুটীরে।
মনোবীণায় সুর সাধা রয়েছে শোণাতে তোমায় প্রাণ ভরে'।।

বিদ্যা-বুদ্ধি নেইকো আমার, নেইকো পুণ্য-যশেরই সম্ভার।
আছে শুধু প্রীতি ভাবানুরক্তি, তাই দিয়ে তুষিব তোমারে।।

নেইকো প্রতিষ্ঠা, মান ও সম্মান, নেই তোমার 'পরে কোন অভিমান।
আছে কৃতজ্ঞতা যা করেছ দান অহেতুকী কৃপা করে' মোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৪/৮৫)

২৬২০

অরূপ রতন তুমি বিশ্বমোহন, কাছে এসো, কেন দূরে থাক।
মাতিয়ে রেখেছ তুমি এ ত্রিভুবন, আঁধার পাথারে আলো জ্বেলে' রাখ।।

তোমার সকল কিছু অপরিমেয়, সত্তার মধুরতা অনপনেয়।
গীতে সুরে রাগে বীণা ভরে' নিত্যকালে পথে সবারে ডাক।।

প্রভু, তুমি যে আমার আমি যে তোমার, সকল জ্যোতিষ্কে বসতি আমার।
দেশে পাত্রে কালে নিজেরে ভুলে জড়িয়ে' পড়েছি এ কী দেখ নাকো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৬২১
আঁধার যেথায় আলোয় মিশেছে তোমারে দেখেছি সেই রেখায়।
তমঃ সন্তরি' কত ক্লেশ করি' ডাক শুণে' এসেছিলে সেথায়।।

একবারও তুমি বলনি আমারে, কত ব্যথা সহিয়াছ মোর তরে।
মধুর হাসিতে রঞ্জিত অধরে ঠাঁই করে নিলে মোর হিয়ায়।।

কত দিন গেছে, কত যুগ গেছে, সে স্মৃতি মর্মে মিশিয়া রয়েছে।
ঝঞ্ঝা এসেছে, উল্কা ঝরেছে, অশনি-ঘাতেও ভুলিনি তায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৪/৮৫)

২৬২২
ঘূর্ণীবাত্যা-রাতে এসেছিলে স্মিত শেফালীর বনে, তারই সাথে মোর মনে।
অর্গল দেওয়া ঘরেতে তখন বসেছিনু আনমনে।।

সধ্বনি ঝটিকা আঘাত হেনেছে, আহত চিত্ত শিহরি' উঠেছে।
সপুষ্প শাখা ভাঙ্গিয়া পড়েছে সকাতর ক্রন্দনে।।

জলে ঝড়ে কত ফুল হারায়েছে, গন্ধমদির পরাগ ভেসেছে।
কোন্ অজানায় তারা চলে' গেছে, তাই ভাবি ক্ষণে ক্ষণে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৬২৩

অরূপ রতন তুমি রূপে এসেছ, মনের গভীরে ভরে' রয়েছ।
দেশ কাল পাত্রের বেড়া ভেঙ্গেছ, সবারে আপন করে' নিয়েছ।।

কোন কিছু চাও নাই দিয়েছ শুধু, সবাকার চিদাকাশে তুমিই বিধু।
কোরক-পাপড়িতে ঢাকা মধু জীবনে উৎসারিত হয়েছ।।

আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না তোমায়, নিত্য নতুন রূপে সাজাও ধরায়।
যে দিকেই দেখি তব দ্যুতি ঝলকায়, নিজেকে লুকোতে নাহি পেরেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৪/৮৫)

২৬২৪

এই শারদ প্রাতে ঝরা শেফালীতে মন প্রাণ এক হয়ে তব গুণ গায়।
ভাষার অতীত তীরে ভাব ভেসে' যায়, সব কিছু ব্যর্থ করা নাহি যায়।।

জনম জনম ধরে' গেয়ে গেছি গান,
ছিল তাতে ভালবাসা-আশা-অভিমান।

ছিল বুক-ফাটা ক্রন্দন হতমান,
কী যে ছিল কী না ছিল ভেবে' ওঠা দায়।।

আবার সে শরৎ এসেছে প্রাণে, তোমারে বসাতে চায় মনবিতানে।
ছন্দে তালে আর সুরে তানে তোমারে তুষিতে চায় মধু দ্যোতনায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৪/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৬২৫
প্রাণে এসেছ, মনে এসেছ, দু'কূল ছাপিয়ে মর্মে ভেসেছ।
তোমার সঙ্গে কারো নাই উপমা, সুরঞ্জনাধরে হেসেছ।।

যা' কিছু ভাবিতে পারি, যাহা পারি না, সে অণু-বৃহতে তব নাই তুলনা।
ভাবের অতীত লোকে অরূপালোকে সুস্মিত দ্যোতনায় নেচেছ।।

বুদ্ধি তোমারে নাহি পারে জানিতে,
মোহে ঢাকা আঁখি পায় নাকো দেখিতে।

তোমার ভাবের স্রোতে যে বা চায় মিশে'
যেতে, করুণায় তারে ধরা দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৪/৮৫)

২৬২৬
(এই) সন্ধ্যা সিন্ধু-কূলে।
অস্তাচলে যায় যে রবি আবির-গুলাল গুলে'।।

দিনের যত ক্লেশ ও ক্লান্তি, চাওয়া-পাওয়ার বোঝার ভ্রান্তি।
দেওয়া-নেওয়ার কড়া ক্রান্তি ঢেলে' সাগরজলে।।

আসবে আবার রঙীন প্রভাত, নিশার শেষে স্বর্ণপ্রপাত।
নিয়ে বাঁচার ঘাত-প্রতিঘাত রূপের পূর্বাচলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৪/৮৫)

২৬২৭

চাঁদের আলো লাগে না ভালো প্রিয় তুমি না এলে।
মুকুতা-তাজের সাজে মীনের কী কাজ নীড় না পেলে।।

আজি মোর সজ্জা যে কন্টক-শয্যা, লাস্যে মিশিয়া আছে লজ্জা।
কাঁদে আঁখি-মন-প্রাণ-মজ্জা, এ কী করে' দিলে।।

নভের চাঁদের মোর কোন কাজ নাই, চিদাকাশের চাঁদে কাছে পেতে চাই।
মথিত ভাবনা নিয়ে গান গেয়ে যাই সুরে ছন্দে তালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৪/৮৫)

২৬২৮
তোমাকেই বুঝি, তোমাকেই খুঁজি, আর কোন কিছু নাহি জানি।
সব এষণায়, সব চেতনায় তোমারই আলোর ঝলকানি।।

মন্ত্রমুগ্ধ করেছ ভুবন, জীবন জাগালে দিয়ে স্পন্দন।
আলোকরেখায় রূপানুলেখায় সবারে নিকটে আনো টানি'।।

তুমি ছাড়া আর কে বা আছে ৰলো, দেশ-কাল-পাত্রে উচ্ছল।
সবার ভিতরে সবার বাহিরে সবার সরাও সব গ্লানি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৪/৮৫)

২৬২৯
স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল নিশীথে তুমি এসেছিলে।
তুমি এসেছিলে আলোকোচ্ছলে, মনের মুকুরে ভেসেছিলে।।

অনুক্রমণিকা

হাসিতে মুকুতা ঝরে' পড়েছিল, বাঁশীতে ভুবন নেচে' উঠেছিল।
ওষ্ঠাধারের রক্তিম রাগে পূর্বাচলে রাঙিয়ে ছিলে।।

নিশা চলে' গেল, নবারুণ এল, মানুষের মন ঊষালোক পেল।
মধুর ছন্দে মোহনানন্দে ভালবাসা ঢেলে' দিয়েছিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৪/৮৫)

২৬৩০
এসো মনের মধুর দীপালোকে, কবোষ্ণ আশারই ঝলকে।
সুষমা আহরি' মন্থন করি' বরণ করিব তোমাকে।।

জনমের পর জনম গিয়াছে, নীহারিকা কত তারা হয়ে গেছে।
কত কুসুমের পাপড়ি ঝরেছে যুগে যুগে কত লোকে লোকে।।

অলকার ধারা নামিয়া এসেছে, সুরে তালে লয়ে মাধুরী এনেছে।
মোহনানন্দে ছন্দে মেতেছে প্রতি পলকের পুলকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৪/৮৫)

২৬৩১
আজি সন্ধ্যাগগনে জ্যোৎস্না-স্বপনে কার পদধ্বনি শোণা যায়।
যুগ যুগ ধরে' খুঁজেছি যাহারে সে কি আজ মোর পানে চায়।।

কত জীবদেহে কতবার আসি, জেনে' না জেনে' তাহাকে ভালবাসি।
কত দুঃখে সুখে কত কাঁদি হাসি, এত দিনে বুঝি করুণায়।।

অনুক্রমণিকা

করুণানিধি-প্রীতিদ্যুতি সে যে, আসে রূপে আলো-করা সাজে সেজে'।
কেউ বলে সে বাহিরে নাহি এসে' ভক্ত-হৃদয়ে ঝলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৪/৮৫)

২৬৩২

তোমাতে আমাতে কবেকার পরিচয় আর কেউ জানে না, তুমি জান।
অণুতে ভূমাতে এই নিবিড়তায় সবার জানা আছে, তুমিও মান।।

ভূমা ছাড়া অণু কিছুতে থাকিতে পারে না,
অণু না থাকিলে ভূমাও তো থাকে না।
দু'য়ে নিয়ে মধুরিমা, দু'য়েতেই সুষমা,
দু'ই মিলে এক হয় মান না কেন।।

আছ তুমি সব লোকে অলোকে আলোকে,
ছন্দায়িত হয়ে প্রতি পলে পুলকে।
মনে আছ লুকিয়ে, লীলা কর মন নিয়ে,
মনের কথা কেন শুণেও না শোণো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৪/৮৫)

২৬৩৩

কোন্ দেশেতে আছ তুমি, কোন্ সে বেশে সেজে' থাক।
মর্মে আমার প্রকাশ তোমার কখনও কি হবে নাকো।।

রাতে দিনে গানে ধ্যানে স্মরি তোমায় মনে প্রাণে।
আশার মুকুল দোলে দোদুল যদি হঠাৎ কাছে ডাক।।

অনুক্রমণিকা

নেইকো কিছুই বলতে আমার, ভুবন ভরা সবই তোমার।
আমিও তোমার এ সত্য সার জানিয়ে দূরে ফেলে' রাখ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৪/৮৫)

২৬৩৪

এই ঝর্ণাধারা এল কোথা' থেকে,
সেই প্রাণের উৎস ৰলে' দাও গো প্রভু।
কোথা হতে আসিয়াছি, কোথায় যাব, তুমি শুধু জান হে স্বয়ম্ভূ।।

আসিয়া যাই, চলার শেষ নাই, বিনা পরিচ্ছেদে অজানায় ধাই।
আসি যে কেন আর যাই বা কেন, এই 'কেন'-র সদুত্তর পাইনি কভু।।

জানি মোর আসা-যাওয়া তোমাকে ঘিরে',
আসে যে বিন্দু থেকে তাতেই ফেরে।
তব লীলারসে ভাসি উচ্ছ্বাসে, তোমাকে ভুলিনি কভু তবু যে প্রভু।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৪/৮৫)

২৬৩৫

তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল, কোন সে অতীতে লেখা তা' নাই।
সেদিনের তারা-গ্রহ-আলোধারা, হারাইয়া গেছে তারা সবাই।।

দেখা হয়েছিল চেনা হয় নিকো, মনের ময়ূর নাচ শেখেনিকো।
আলাপে কলাপে প্রীতি-সংলাপে ব্যক্ত ছিল না, ছিল চেয়েই।।

সে ময়ূর আজ কলাপ মেলিয়া নাচিতে যে চাহে তোমারে ঘেরিয়া।
স্পন্দিত আশে ছন্দায়িত সে, ভালৰাসে বিনা বিনিময়েই।।

অনুক্রমণিকা

মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৪/৮৫)

২৬৩৬

আমার সকল জ্বালার শান্তি-প্রলেপ তুমি, তুমি এসো আরো কাছে।
মন সদাই তাই তোমায় খোঁজে।।

এসো তুমি আমার গানে, সকল কাজে নীরব ধ্যানে।
ছোঁও আমারে প্রাণে প্রাণে উদ্বেলিত হিয়ার মাঝে।।

আমার কোন সামর্থ্য নাই, করুণাকণা যাচি তাই।
যুক্তি-তর্কে থই নাহি পাই, কৃপায় এসো মোহন সাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৪/৮৫)

২৬৩৭

ফুলের পরাগ ভেসে' যায়।
কাহাকে তৃপ্তি দিতে চায় সে যে, নেচে' চলে কোন অজানায়।।

কোরকের মাঝে বন্দী যে ছিল, মধুর মাধুরী সেথা পেয়েছিল।
আজ মুক্ত পবনে জীবনাঙ্গনে ভালবেসেছে নভোনীলিমায়।।

ফুল এসেছিল কোন্ অজানা হতে, কাহার মহিমা প্রচার করিতে।
চিনুক বা না চিনুক তাহাকে, তারি প্রীতিতে সে উপচায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৪/৮৫)

২৬৩৮

সন্ধ্যা-সমীর সুবাসে অধীর কয়ে গেল মোরে কাণে কাণে।
বসে' থেকো নাকো, কাজ নিয়ে থাক, গান গেয়ে যেও ভরা প্রাণে।।

ক্ষণতরে আসা এই ধরা 'পরে, গতির ছন্দে চলে' যাবে দূরে।
পথিক তুমি পথেই যে বাসা, রেখো ভালবাসা ধ্যেয় পানে।।

এসেছ গেছ তুমি কত বার, চলার পরিভূ অমেয় অপার।
সাথে থাকে তব রূপে নব নব সে দুর্লভ যে হাসে ধ্যানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৫/৮৫)

২৬৩৯

ছোট্ট পাখী বুলবুলি।
গুল বাগিচায় কিসের আশায় গান গাও কার সুর তুলি'।।

ভাবনা-চিন্তা নেইকো তোমার, আছে বাসা, আছে আকাশ অপার।
গান গেয়ে আর শিস দিয়ে যাও ব্যথার বোঝা সব ভুলি'।

গোলাপ ভালৰাসে তোমায়, পাপড়ি হেসে' হেসে' তাকায়।
মধুরেণু মাতায় তনু উপচে রঙীন দিনগুলি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৫/৮৫)

২৬৪০

দিনের পরে দিন চলে' যায়, তোমার পথ চেয়ে আমার যুগ যে যায়।।
কেউ বোঝে না মনের ব্যথা আমি অসহায়।।

অনুক্রমণিকা

দিনে ভাবি আসবে রাতে, আশার প্রদীপ নিয়ে হাতে।
তন্দ্রাবিহীন আঁখিপাতে ঢালবে সুধা ধারায়।

রাতে ভাবি আসছ প্রাতে অরুণ ঊষার রক্তিমাতে।
পূর্বাচলে আলো জ্বেলে' সরাবে তমসায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৫/৮৫)

২৬৪১
তুমি এসে' প্রিয় সবারই মন রাঙিও।
আলোকে স্নান করিয়ে মুখেতে ভাষা যুগিও।।

ভেবে' অচেনা অজানা যারে কাছে হয়নি টানা।
তাহারে নিকটে এনে' মনেরই ভ্রম ভাঙ্গিও।।

আঁধারে তুমিই ভাস, আলোকে তুমিই হাস।
দূরে থেকে ভালৰাস একথা বুঝিয়ে দিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৫/৮৫)

২৬৪২
আমি তোমায় ডেকে' চলেছি, তুমি প্রিয় দাওনি সাড়া।
শুণতে সে ডাক পাও কি না পাও, যদিও আছ মর্মে ভরা।।

মর্ম মাঝে বসে' আছ, জানি না কী কাজে রয়েছ।
শুণতে যদি না চাও কথা তব মমতা কেমন ধারা।।

অনুক্রমণিকা

দুখের রাতে আঁখি ঝরেছে, সুখের আলোয় মন মেতেছে।
সে সুখ-ব্যথা, সে ইতিকথা শোণনি, শুণেছে সারা ধরা।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৫/৮৫)

২৬৪৩
তোমার প্রীতির গভীরতা যুক্তি-তর্কে মাপা নাহি যায়।
দূরে থেকে হাস শুধু ভালৰাস, কাছে নাহি আস, কেন জানি না তায়।।

দিয়েছ আশ্রয় আতপে বৃষ্টিতে, দিয়েছ অগ্নি তুহিন-প্রপাতে।
কী চাই কী না চাই বুদ্ধি ৰোঝে নাই, তুমি ৰোেঝ সবই মর্ম চেতনায়।।

করেছি অপরাধ জেনে' ও না-জেনে', তবুও পথ দেখাও অৰোধ মেনে'
তোমাকে ভুলে' যাই তুমি ভোল নাই, ৰোঝাও আমাকে প্রতি লহমায়।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৫/৮৫)

২৬৪৪
চির নূতনের আহ্বান।
যে শুণেছে ঘরে থাকিতে কি পারে, অরোধ্য সেই টান।।

বাঁশী বেজে' যায় মন-যমুনায়, কাণ পেতে সকলে শুণিতে পায়।
শ্রুতিতে পশিয়া মর্মে আসিয়া গায় অলকার গান।।

এ প্রীতির গীতি অনাদিকালের স্পন্দনে মনোবীণার তারের।
অনন্ত নীলে বিশ্বনিখিলে আনে অমৃতের বান।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৫/৮৫)

২৬৪৫
অনাদি পথের পথিক যে আমি, অনন্তে চলি তব পানে।
মনের মুকুরে দেখি বারে বারে তোমার হাসিটি সুরে তানে।।

পথের শুরু কোথায় হয়েছিল, যাত্রারম্ভ কোন ক্ষণে ছিল।
সেদিনের চলা কে বা দেখেছিল তাই ভাবি আজ আপন মনে।।

পথ শুরু তব ভাবনায় ছিল, দিন-ক্ষণ জনম না নিয়েছিল।
আমার সে চলা শুধু দেখেছিল তব মন প্রভু নিরজনে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৫/৮৫)

২৬৪৬
এই ঘন বরষায় এসেছ আজি, এ কি কৃপা তোমার।
পাতায় পাতায় জলধারা পড়িতেছে, কুসুমে ঝরিছে আঁখিধার।।

নীলাকাশ কালো মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বনের ময়ূর সেই দৃশ্যে নাচিছে।
মনের ময়ূর কাছে তোমারে চাহিতেছে, আরো নিকটে এসো এবার।।

বিদ্যুল্লতা ঘন ঘন চমকিছে, বজ্রের নির্ঘোষে আর ধ্বনি হারিয়েছে।
মনের কথা কই শুধু তোমারই কাছে, আমারে করো আপনার ।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৫/৮৫)

২৬৪৭
ৰাধা এসেছে, ভেঙ্গে গেছে তোমার কৃপায়, প্রভু, চূর্ণ হয়েছে।

অনুক্রমণিকা

যত বিভীষিকা প্রহেলিকা শূন্যে মিলিয়ে গেছে।।

করাল দংষ্ট্রা নিয়ে এসেছে কুদিন কুহেলিকা চেয়েছে করিতে তমে লীন।
প্রেতের নৃত্য আর দানবের দিন তব করুণা কণায় দূরে সরেছে।।

আলোকের রথে হে সারথি এসেছ, সকল ভ্রান্তি মুছিয়ে দিয়েছ।
অবিদ্যা অজ্ঞতা মানসিক দীনতা জ্যোতির প্রতীতি ছিন্ন করেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৫/৮৫)

২৬৪৮
অলখ নিরঞ্জন মনোরঞ্জন, বিশ্বমোহন তুমি অনাদিকালের।
চিত-নন্দন আর জগবন্দন, ভবৰন্ধন নাশ তুমি সকলের।।

তোমার কথা ভেবে' হতবাক হই, কারো কোন গতি নেই তবু তোমা বই
তোমার চরণ তলে অমিয় মাধুরী দোলে,
ধরা রাঙায় আলোয় রঙ মশালের।।

সকলের সঙ্গে আছো চিরকাল, সবে তব কৃপা যাচে সন্ধ্যা-সকাল।
তোমার প্রীতির পথ দ্যুতিময় মনোরথ, লঙ্ঘিয়া যায় যত ৰাধা প্রপঞ্চের।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৫/৮৫)

২৬৪৯
আলোকে স্নাত, আনন্দে স্মিত-এ প্রভাত যেন প্রভু শাশ্বত হয়।
দূর গগনে মনেরই কোণে তব দ্যুতি যেন উদ্ভাসিত রয়।।

আশায় ছিলুম বসে' যুগ ধরে, ইচ্ছা পূর্ণ আজি দিলে' করে'।

অনুক্রমণিকা

আমার এষণা পেল করুণা, এ করুণাধারা যেন যুগে যুগে বয়।।

জানা ছিল তুমি থাক মনেরই মাঝে,
প্রকাশিত হলে আজি রূপেরই সাজে।
তুমি আছ, আমি আছি, মনে প্রাণে বেঁচে আছি,
বুঝেছি লীলার এ তব শেষ কথা নয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৫/৮৫)

২৬৫০
সজল পবনে ছিনু আনমনে তুমি এসে দাঁড়ালে পাশে।
সমীর স্বননে মোর কানে কানে কহিলে কত কী মৃদু ভাষে।।

কেতকী পরাগ ভেসে চলেছিল নীপকুঞ্জ সুরভি ভরা ছিল।
বেণুকার বনে কেকাধ্বনি সনে শিখী নেচেছিল হেসে হেসে।।

স্থির বিদ্যুৎ সম তুমি এলে মধুর হাসিতে মুকুতা ঝরালে।
ঘুমন্ত কলি জাগিল আকুলি আঁখি মেলি' দরশন আশে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৫/৮৫) ২৬৫১

২৬৫১
চলমান এই ধরিত্রীতে যারা এসেছিল তারা চলে' গেছে।
তাদের চরণ চিহ্ন রয়েছে ধূলির 'পরে আর মন মাঝে।।

কিছুই ব্যর্থ নয় এই ধরণীর, মুখের হাসি আর ব্যথার আঁখিনীর।
দু'য়ে মিলে ধারা বয় জীবন নদীর কভু মরুমাঝে কভু রূপেরই সাজে।।

অনুক্রমণিকা

যারা চলে' গেছে আছে তোমার প্রাণে, তোমারে ঘিরে' নাচে মুক্ত মনে।
তুমি লোকাশ্রয় ভাবাতীত চিন্ময় সবার মর্মে তব মাধুরী রাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৫/৮৫)

২৬৫২

সন্ধ্যা সমীরে মনের মুকুরে প্রথম তোমারে দেখিয়াছি,
আমি প্রথম তোমারে দেখিয়াছি।
কৌমুদী এসে' বলেছিল হেসে' শুধু ভালবেসে পাইয়াছি।।

রূপ গুণ আর বিদ্যা তোমায়, কিছুতেই কভু ধরিতে না পায়।
প্রীতির নিগড়ে বাঁধা যাও পড়ে' এ সার সত্য বুঝিয়াছি।।

যদিও আমি হৃত গৌরব, তবু প্রাণে ভরা তব সৌরভ।
সেই সুরভিতে দিবসে নিশীথে মণি-দীপ জ্বেলে' রাখিয়াছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৫/৮৫)

২৬৫৩

ঢেউ এসেছিল অজানার
কী যে ছিল আর কী যে হয়ে গেল, বুঝে' ওঠা ভার লীলা তোমার।।

ধূলি ধূসরিত ছিনু পথ কোণে, চন্দন লেপিয়া দিয়া যতনে।
কে যেন কহিল মোর কাণে কাণে দূর হ'ল সব ব্যথা তোমার।।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রহিলাম, কে গো তুমি শুধাতে না পারিলাম।

অনুক্রমণিকা

কী যে ছিলাম কী যে হইলাম, সরে' গেল ঘোর তমসার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৫/৮৫)

২৬৫৪

বারে বারে আসিয়াছি, তোমারে খুঁজিয়াছি, তুমি প্রভু রয়ে গেছ দূরে।
ছোট ছোট যত কাজ যত ঘৃণা ভয় লাজ, রেখেছিল মোর আঁখি ঘিরে'।
তাই কি দেখিনি তোমারে।।

আলোকে আসিয়াছ অলোকে চলিয়া গেছ,
রূপে ধরা দিয়াছ হাসিতে ঝরে' পড়েছ।
আনমনে ছিনু মোহ ঘোরে।।

মন মাঝে উঁকি দিয়ে বলেছ মোরে বুঝিয়ে।
তুমি আছ সাথে সাথে প্রীতির পসরা নিয়ে,
দেখিনি শুণিনি ক্ষণতরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৫/৮৫)

২৬৫৫

আঁধার হিয়ায় তুমি আলো, নাশো কালো।
নীরস মরুভূমি শ্যামল করে' সুধার সুরভি তাতে ঢালো।।

যে লতা শুকিয়ে গেছে যে কলি ঝরে' গেছে,
আতপ দহনে যার সুষমা হারিয়েছে।
তাহার বুকের মধু তাহার প্রাণের বঁধু, আশা ভাষা যার ফুরাল।।

অনুক্রমণিকা

পতিত পাতকীও তব কৃপা যেচে যায়,
জেনে বা না জেনে সবে তোমারই পানে ধায়।
মধু আশে' অলি আসে যেমনই ফুলের পাশে, ভালোর চেয়ে তুমি ভালো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৫/৮৫) ২৬৫৬

২৬৫৬

ফুলের বনে ভোমরা এল, কেন বলো গো, কেন বলো।
সে ফুল ছিল মনের বনে সৌরভেতে উচ্ছল।।

ঝড় ঝাপটা তুষার শিশির আঘাত এসেছিল কুহেলীর।
সঙ্গোপনে মোর মননে প্রীতির কলি বেঁচেছিল।।

ভোমরা এল অকস্মাৎ, না বলে না কয়ে হঠাৎ।
প্রাণের মধু অচিন বঁধু উজাড় করে' নিয়ে গেল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৫/৮৫)

২৬৫৭

আকাশ যেথায় ছোঁয় সাগরে আলোর পারাবারে।
সেই দিগন্তে সেই সীমান্তে খুঁজি প্রভু তোমারে।।

জানি নীল আকাশের শেষ নাই, সাগরকে সে ছোঁয়নাকো তাই।
অজ্ঞ আমি ভুল ভেবে' যাই জেনেও বারে বারে।।

আছ তুমি মর্ম মাঝে অরূপ দোলায় রূপের সাজে।
নিখিল হিয়ার তন্ত্রী বাজে তোমারই ঝংকারে, তোমায় ঘিরে' ঘিরে'।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৫/৮৫)

২৬৫৮

তোমারে পেয়েছি প্রাণের প্রদীপে, মনের মধুর মধুপে নীরদ নিশার নীপে।
যতই বাহিরে খুঁজেছি ততই নিরাশ হয়েছি,
পাইনি সাজান বেদীতে ঘৃতের কণক দীপে।।

এসেছি ধরায় বার বার সন্ধান করিতে তোমার।
দাও নিকো ধরা কোন বার তব লীলা প্রভু ৰোঝা ভার,
আজ এলে মনে চুপে চুপে।।

তব অভিলাষে কথা বলি, তব গুণগান গেয়ে চলি।
পথ থেকে কখনো না টলি, মেতে থাকি ধ্যানে জপে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৫/৮৫)

২৬৫৯

মত্ত পবনে নিশীথ গগনে কি সুর ৰাজিয়া উঠেছিল।
তুমি ছিলে অজানায় এ হিয়ায় পাওয়ার উচ্চাশা ভরা ছিল।।

কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়েছিল, কখনো কখনো উঁকি দিতেছিল।
মনের ময়ূর ভুলে কাছে দূরে নৃত্যে বিভোর হয়েছিল।।

মেঘ সরে গেল আলোধারা এল, চাঁদে-মেঘে লুকোচুরি শেষ হ'ল।
সলাজ আননে সহাস স্বপনে আর এক রূপ ধরা দিল।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৫/৮৫)

২৬৬০

তোমার দ্বারে প্রার্থনা করে নিজেরে করি বঞ্চনা, যা ইচ্ছা মোরে করো দান।
সৃষ্টি-লীলা বিশ্ব-মেলা তোমার প্রভু রচনা, সবার তরেই সমান অবদান।।

সবাই তোমায় আপন জানে, দুঃখে সুখে তোমায় টানে।
ৰাধার প্রাচীর কোন না মানে সরায় অভিমান।।

চাইব কি যে তাও না-জানি, কী প্রয়োজন কতখানি।
বুদ্ধি মোর অপূর্ণ মানি, করো অবধান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৫/৮৫)

২৬৬১

দহন জ্বালায় চন্দন তুমি উষ্ণতা আনো মেরু-হিমে।
মরু ঊষরতা পায় শ্যামলতা, ভাঙ্গা বুকে আশা ধারা নামে।।

কার কিবা প্রয়োজন তুমি জান, তাই বুঝে সবে কৃপাবারি দানো।
অহংকারেতে অঙ্কুশ হান, তব রথ চাকা নাহি থামে।।

যে তোমায় ভালবাসে, যে না বাসে, সবে আসে, আসে তোমার সকাশে।
কল্যাণ বশে তাই দাও হেসে' যা পেলে না সে যত ভ্রমে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৫/৮৫)

২৬৬২

এতদিন যারে চেয়েছিনু সে কি এসেছিল ঘরে।
অভিমানে ছিল দূরে বুঝিনি তা' ক্ষণতরে।।

অনুক্রমণিকা

দেখি চেয়ে আঁখির পাতে অশ্রুবিন্দু ছিল তাতে।
জ্যোৎস্না রাতের স্বপ্ন সাথে চেয়ে দেখিনি সে মোরে।।

বিদায় কালে যাত্রা পথে দাঁড়িয়েছিলুম মালা হাতে।
শেষ নিশীথে মলয় বাতে বললে আসব বারে বারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৫/৮৫)

২৬৬৩
রূপে রঙে ভরা এ ভুবনে বারে বারে তুমি এসেছ।
আঁধারে আলোর রেখা এঁকেছ, মরু মাঝে প্রাণ ভরেছ।।

ঝড়-ঝাপটা কত না এসেছে, কালো কুহেলিকা ঢাকিতে চেয়েছে।
তবু তব দ্যুতি অম্লান আছে, কালেরে হারায়ে দিয়েছ।।

আরো কত যুগ আসিবে ও যাবে, তারাও কালের গ্রাসে হারাইবে।
কত নীহারিকা অদৃশ্য হবে সবই মন মাঝে রেখেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৫/৮৫)

২৬৬৪
ভানু ভোরে বলেছিল মোরে, আঁধারের ভয় কেন কর।
অরুণালোকে রাঙাব তোমাকে, গেছে বিভাবরী উঠে পড়ো।।

কাকলীতে মেতেছে বিহগেরা, ফুল হাসে নিয়ে মধুর পসরা।
মধুপেরা নেচে ছুটে যায় ত্বরা, পাপড়ির রেণু ঝরো ঝরো।।

অনুক্রমণিকা

অতীতের গ্লানি পাসরিয়া যাও, নোতুন প্রভাতে নবভাবে চাও।
চির নোতুনের গান আজি গাও, নবরূপে ধরারে গড়ো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৫/৮৫) ২৬৬৫

২৬৬৫
অরূপে ছিলে তুমি রূপে এসেছ, ধরাকে আলোকে ভরিয়েছ।
তোমাকে প্রণমি বারে বারে আমি, সুধা বসুধায় ঢেলেছ।।

রূপের এ জগতে যবে যেদিকে চাই, তুমি ছাড়া কিছু দেখিতে নাহি পাই।
উছলিয়া আছ অণুপরমাণুতে, ভাবাতীতেও শুধু তুমি আছ।।

তুমি বিনা কারো কোন গতি নাই, সব অহমিকা ভাঙ্গিয়া পড়ে তাই।
লুটায় তব পায় এই ভরসায় করুণা ধারায় তুমি রাজো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৫/৮৫)

২৬৬৬
এসো, এসো ধ্যানে, এসো আমার প্রাণে।
তোমার পথ পানে চেয়ে আছি, দিন গুণি মধুমাসে এই ফাগুনে।।

নিশার স্বপনে দেখি তোমারই রূপের ছটা,
সুনীল আকাশে ভাসে তোমারই মেঘের ঘটা।
তোমার ভাবনায় কোন সুদূরে যায় উদ্বেল মন সুরে তানে।।

অনুক্রমণিকা

জ্যোৎস্না নিশীথে ভাসে তোমারই কলধ্বনি,
আমার চিদাকাশে তব ঝঙ্কার শুণি।
তোমার দ্যোতনায় অলোক দ্যুতি ঝরায়, মর্মের প্রতি কোণে কোণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৫/৮৫)

২৬৬৭
স্বর্ণ প্রদীপ জ্বেলে আমি বসেছিলুম সে সন্ধ্যায়।
পুষ্পহারে বেদীর পরে সাজাতে সাধ ছিল তোমায়।।

সন্ধ্যা-তারা বললে আমায় ওভাবে পাওয়া নাহি যায়।
প্রদীপ মালা বেদী বাহিরে, মনে সে মাণিক ঝলকায়।।

বৃথাই কেটে গেল রাতি, নিবে' গেল স্বর্ণ বাতি।
রাতের শেষে শুকতারা কয়, ফিরে গেছে অলকায়,
ত্রুটি ছিল আন্তরিকতায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৫/৮৫)

২৬৬৮
যেও না, যেও না, মোর আরো কথা আছে বাকি।
এখনি চলে যদি গেলে কী নিয়ে বেঁচে থাকি।।

মলয় কত কী কয়ে গেছে কানে, দিগ্বলয় কী যে জাল বোনে।
উদ্বেল হিয়া মেনেও না মানে, সেই ইতিকথা জান কি।।

শরৎ সাঁঝে শেফালী গন্ধে, চিত্ত মেতেছে মধুর আনন্দে।
মন ভরে আছে সুধা নিষ্যন্দে, বলো তারে কী দিয়ে ঢাকি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৫/৮৫)

২৬৬৯
তুমি আঁধারে এসেছ, আলোর এনেছ বান।
কেউ জানেনি, কেউ বোঝেনি, কেউ করেনি অনুমান।।

দেহ-মনে-ভাবে আঁধারে মানুষ ঘুমিয়ে ছিল অন্ধকারে।
সবার মুখে দিলে আলো ঢেলে, মোহনিদ্রার হ'ল অবসান।।

ফুলের মালায় আর মধুর দোলায় কালের যাত্রাপথে ময়ূখমালায়।
তুমি নিজে এলে পথ দেখালে রেখে গেলে স্থায়ী অবদান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৫/৮৫)

২৬৭০
বসন্ত আজ এল বনে বনে, এল মনে।
কলি কিশলয় এসেছে তারই আমন্ত্রণে।।

যে শাখা নিষ্পত্র ছিল রূপ হারিয়ে কেঁদেছিল।
রূপেরই পসরা নিয়ে হাসে প্রতি ক্ষণে।।

তুষার আবরণে ধরা হয়েছিল জরায় ভরা।
সব জড়তা সরে গেল ফুলের আভরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৫/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৬৭১

সন্ধ্যাবেলায় বালুকাবেলায় বসে বসে ভাবি তব কথা।
কী বিচিত্র বিশ্ব-চিত্র আঁকিয়া চলেছ, হে বিধাতা।।

মানস নয়নে দেখেছ তোমার গিরি ধ্বসে, তারা খসে কতবার।
কত নীহারিকা ভেসে চলে একা, গেয়ে যায় তব গুণ-গাথা।।

মদমত্ত মাতঙ্গেরা কোন বনে কত করে চলা ফেরা।
শোন তারই সাথে ফুলের রেণুতে প্রজাপতিদের ইতিকথা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৫/৮৫)

২৬৭২

তোমাকে পেয়েছি আমি আলোকের স্রোতধারাতে।
পেয়েছি মন মাঝে অলকার সুরপুরীতে।।

ধরিয়া রাখিতে চাই অনন্ত কালে সদাই।
ছাড়িতে মন চাহে না কিছুতেই কোন মতে।।

করেছ তুমি করুণা, সাধনা কোন ছিল না।
অহেতুকী কৃপা করে' নেবে এলে ধরা দিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৫/৮৫)

২৬৭৩

দীপ জ্বেলেছ আলো ঢেলেছ, তুমি মুক্ত তুমি শুদ্ধ।
কাছে টেনেছ মোহ ভেঙ্গেছ, হে রুদ্র অপাপবিদ্ধ।।

অনুক্রমণিকা

তোমায় বিদ্যায় জানা নাহি যায়, টানা নাহি যায় লোক প্রতিষ্ঠায়।
যারে তুমি চাও তারে ধরা দাও, মায়াতীত হে সম্বুদ্ধ।।

বাক্য মনের অগোচর, ৰন্ধনহীন হে লোকোত্তর।
লোকায়তে এসে শুধু ভালবেসে' করুণা বিলাও, হে অনিরুদ্ধ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৫/৮৫) ২৬৭৪

২৬৭৪
তুমি যে আমার আঁধার হিয়ার মণি।
তোমায় চিনিতে পারিনি, আমি জানিতে পারিনি।
এত কাছে তবু ছিলে কত দূরে, তাকিয়ে দেখিনি।।

অন্ধকারে ক্ষুদ্র গৃহেতে স্বসৃষ্ট ক্লেশে কালাতিপাতে।
অশ্রু-বন্যা নেবেছে আঁখিতে প্রবোধ মানেনি।।

নিজেই জানিয়ে দিলে আছ সাথে, ভয় কেন পাই কাল-রাত্রিতে।
যত মহাকাল রয়েছে তোমাতে, এ কেন বুঝিনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৫/৮৫)

২৬৭৫
কেকা কলতানে বন বিতানে তুমি এসেছিলে গানে গানে।
আমি ছিনু বসে' ভাবেরই আবেশে, শোনালে সে গান কানে কানে।।

আমি হয়েছিনু মন্ত্র মুগ্ধ, দেহে মনে প্রাণে পরিশুদ্ধ।
ভাবের যে দ্বার থেকেছে রুদ্ধ, তাহা খুলে' গেল সুরে তানে।।

অনুক্রমণিকা

আমার কথাই তুমি ভেবেছিলে, মর্মের মাঝে দোলা দিয়েছিলে।
সবকে ভোলালে এককে জানালে মোহ তমসার অবসানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৫/৮৫)

২৬৭৬
রঙ্গীন পরী আজ হাসল গো, হাসল।
মহুল শিমূল বনে দোলা লাগল।।

মোহ নিদ্রায় যারা ছিল অচেতন।
সে দোলার হাওয়া লেগে জাগল তাদের মন।
তিমির সরে' গেল, এল ঊষা সুবরণ,
মোহের সকল বাঁধ ভাঙ্গল গো, ভাঙ্গল।।

পরী বলে, শোণ কথা, এসেছি সবার তরে,
সময় নষ্ট কেউ করো না ক্ষণ তরে।
বিহ্বল হয়ো নাকো কখনো ভয়ে ডরে,
বিজয় তূর্য্য ওই বাজল গো, বাজল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৫/৮৫)

২৬৭৭
মেঘের দেশে হঠাৎ এসে' কোন সে তড়িৎ খেলে' গেল।
নাম না বলে' গেল চলে' রূপে এসেও ধরা না দিল।।

অনুক্রমণিকা

পরিচয় জানতে পারিনি, জিজ্ঞাসা তাকেও করিনি।
বিস্ময়ে কিছুই ভাবিনি, যত প্রশ্ন পরে এল।।

মোর আঁখিকে মাতিয়ে দিয়ে, সে তড়িৎ গেল লুকিয়ে।
তারই মায়া আসা-যাওয়া মনের মাঝে রয়ে গেল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৫/৮৫)

২৬৭৮
চন্দন সুরভি নিয়ে ধরা মাতিয়ে,
তুমি এলে আজি মোহন সাজে সাজি', কোথা ছিলে লুকিয়ে।।

মানুষ পশু পাখী তরুলতা, যুগে যুগে গেয়ে গেছে তব বারতা।
তুমি ছিলে দূরে কোন্ অলকাপুরে কাছে এসে' রঙে দিলে রাঙ্গিয়ে।।

কোন ক্ষমতা নাই কাহারো কাছে, তোমারই শক্তিতেই তোমারে যাচে।
চায় তব করুণা প্রীতির কণা, সে কণায় মন নাচে কানা ছাপিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৫/৮৫)

২৬৭৯
সুখে দুঃখে আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার তরে কাঁদি হাসি।
তুমি যে আমার আঁধার হিয়ার মণি, চিদাকাশে ভাসা শশী।।

জানি না কোন্ অতীতে তুমি এসেছিলে,
উজল করিয়া নব সৃষ্টির উষাকালে।
অম্লান সে দ্যুতি আজিও ভেসে' চলে, কালের সকল ৰাধা নাশি'।।

অনুক্রমণিকা

একেতে অনেক তুমি, অনেকের সমাহার,
অনেককে সাথে নিয়ে তোমার এ সংসার।
আলোকে আঁধারে মিশে' রয়েছ ভালবেসে বারে বারে টানে ছুটে আসি।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৫/৮৫)

২৬৮০
কিসের আশে' রইব বসে' তুমি যদি নাহি এলে।
আম্র মুকুল পল্লবফুল ভেসে' গেল আঁখি জলে।।

দিবসে গেঁথেছি মালা, সাঁঝে সাজাই বরণ ডালা।
মধ্যরাতে বজ্রপাতে সাধের বেদী গেল জ্বলে।।

শুণেছি দয়ালু বলে, কাজে প্রমাণ নাহি মেলে।
লীলার ছলে কিছু না বলে' আশার প্রদীপ নিবিয়ে দিলে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৫/৮৫)

২৬৮১
সে মধু যামিনীতে বসেছিনু মালা হাতে,
কে গো তুমি এলে মোর কাছে।
চিনিতে নারিনু আমি, নাম না বলিলে তুমি,
আভাসে জানালে কথা আছে।।

ছিল শেফালীর মালা সাঁঝের প্রীতিতে ঢালা
ৰলিনু এ তব কৃপা যাচে।।

অনুক্রমণিকা

ৰলিলে, আমি এসেছি, তোমাকে ভালবেসেছি।
ডাক শুনিয়াছি মনোমাঝে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৫/৮৫)

২৬৮২
হে অনির্বাণ কেন আসো নাকো।
চাই তোমারে পরাণ ভরে কেমন করে দূরে থাক।।

তোমায় ভেবে' দিনে নিশীথে, শ্রাবণ ধারা ঝরে আঁখিতে।
মিষ্টপ্রাতে ক্লিষ্টরাতে কালো কুয়াশায় কেন ঢাক।।

নেই কোন অনুযোগ আমার, যা ইচ্ছা করে যাও তোমার।
জানিয়ে প্রণাম কই বার বার আমায় কাছে কাছে রাখো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৫/৮৫)

২৬৮৩
মনে মধুপ আজি কী কথা কয়।
এসে নিরজনে মোর ফুল বনে, কানে কানে কী যেন শোণায়।।

তার তরে ফুলে মধু ভরিয়াছি, তারই তরে সুরে গান সাধিয়াছি।
তার পথে আল্পনা আঁকিয়াছি, সে দিকে না চায় সে নির্দয়।।

একান্তে এসে মনোমাঝে মোর, বলে, তব অমানিশা হ'ল ভোর।
আর ঝরিও না নয়ন অঝোর, পেয়ে গেলে মোর পরিচয়।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৫/৮৫)

মধুপ= মৌমাছি

২৬৮৪

গানে ভরা এই বসুধায়, কোন্ অজানায় মন ভেসে যায়।
ৰাধার প্রাচীর মানিতে চায় না, মানে না কোন ভাবজড়তায়।।

দুন্দুভি বেজে' চলে দূর অলকার, মন্দ্রিত সুষমায় সবে একাকার।
সবারে সঙ্গে নিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে সবার ভাষা ভাসে ভাবনায়।।

কী যে ছিল আর কী যে গেল, সে সব কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।
কী যে করিব আজ কী যে ভাবিব, গানের বরণে সেই বারতা শোনায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৫/৮৫)

২৬৮৫

গান গেয়ে গেয়ে এসেছিলে তুমি মাননি পথের কোন ৰাধা।
অচলে ভেঙ্গেছ উচলে চড়েছ থামেনিকো গান সুরে সাধা।।

সে সুর ছড়ায়ে দিয়েছ ভুবনে, কণ্ঠের ভাষা দিলে জনে জনে।
ভোলাইলে ভেদ পরে ও আপনে, বিলাইলে মালিকা প্রীতি-গাঁথা।

লোকে বলে, তুমি আস-যাও প্রভু, গমনাগমন নাহি থামে কভু।
এই এলে আর এই চলে গেলে, তাই কাঁদা আর সুখে মাতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৫/৮৫) ২৬৮৬

২৬৮৬

(আমি) হারিয়ে গিয়েছি কোন্ সে অতীতে, তুমি এসে' প্রভু পথ দেখাও।

অনুক্রমণিকা

বুদ্ধি বিচারে নগণ্য আমি, কৃপা করে' চেতনা জাগাও।।

কবে কোথা থেকে আসিয়াছি হেথা, বন-পথ ধরে' চলিয়াছি কোথা।
আদিও জানি না অন্তও দেখি না, হে পথিক তব নিশানা দাও।।

মোরে তুমি জান ঊষাকাল হতে, ভাসিয়া চলেছি তোমারই স্রোতে।
তুচ্ছ হলেও তোমারই যে আমি এ সত্য কেন ভুলিয়া যাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৫/৮৫)

২৬৮৭
কোটি কোটি প্রণাম নাও মোর, ওগো বিশ্বের বিধাতা।
তব পদতলে নীহারিকা দোলে ভানু তারার কি কব কথা।।

যে জ্যোৎস্নারাশি মহাকাশে ভাসি' মনের মুকুরে ঢেলে' দেয় হাসি।
সেই জ্যোৎস্নাকে কৃষ্ণপক্ষে লীলারসে ঢেকে' রাখ কোথা।।

যে কুসুমে দেখি রেণু-সুধা মাখি' মধুর আবেশ মনে দেয় আঁকি।
আতপ জ্বালায় সেও ঝরে' যায় বিচিত্র তব ইতিকথা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৫/৮৫)

২৬৮৮
তুমি এসেছ, মধু হেসেছ, মনপ্রাণ করেছ আলো।
কৃপা করেছ, গান শুনিয়েছ, সুরে সুরে দীপাবলী জ্বালো।।

মনের মাঝারে তুমি হয়ে আছ লীন, বনের ময়ূর নেচে' খোঁজে' নিশিদিন।

অনুক্রমণিকা

মনের আড়ালে থেকে' বনের সুষমা মেখে' মনোবনে সৌরভ ঢালো।।

করুণাসাগর তুমি অনাদিকালের, ঊর্মিমালায় ভাস দূরান্তের।
আছ কাছে নিরবধি লীলার নাহি অবধি,
যাহা কর তাই লাগে ভালো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৫/৮৫)

২৬৮৯
মনেরই অলকায় মোর বারে বারে তোমারে ধরিয়া রাখিতে চাই।।

দিন রাত ভুলিয়া তব কথা ভাবিয়াছি,
স্থান কাল পাসরিয়া অশ্রু ঝরায়েছি।
উদ্বেল হিয়া নিয়া পথ পানে চাহিয়াছি তোমারে পাবার দুরাশায়।।

আছ তুমি কাছাকাছি এও জানি, মনের রাজা তুমি তাও মানি।
প্রীতিতে লভ্য তাই ভাবে টানি, আশার মাণিক মোর ঝলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৫/৮৫)

২৬৯০
প্রিয় তুমি এসেছ আজিকে আলোকেরই ঝর্ণা ধারায়।
ঘন তমসার বক্ষ চিরে' ঘুমিয়ে থাকা এই বসুধায়।।

তোমার গতির ধারা এগিয়ে চলে, ভূলোকে দ্যুলোকে ক্ষিতি পাবক জলে।
কভু দংষ্ট্রায় আর কভু মমতায় মহানীরধির ঊর্মিমালায়।।

কখন কোন ৰাধাতে থাম না, চাওয়া-পাওয়ার দোলাতে দোল না।

অনুক্রমণিকা

অলঙ্ঘ্য পথে দুর্জয় সাধনা করে যাও থেমে থাক না অলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৫/৮৫)

২৬৯১

কত ডেকে চলেছি কাছে নাহি এলে, বধির হয়ে রয়ে গেলে।
তোমার চরণে অর্পণ করেছি যা কিছু আমায় দিয়েছিলে।।

ভালবেসে' এ কী দায় রহিতে না পারি হায়,
তোমারে ভাবিয়া মন পুলকে হারিয়ে যায়।
লুকোনো যত আশা না-বলা মনের ভাষা তোমায় শোণাতে নাহি দিলে।।

দিন যায় ক্ষণ যায়, মহাকাশে মূরছায়,
অস্তিত্ব মোর প্রতি পলে ঝরে যায়।
কাছে নাহি আস যদি দূরে থাক নিরবধি এ নাটকে কেন মোরে নিলে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৫/৮৫)

২৬৯২

আমার প্রণাম নাও তুমি প্রভু, তোমায় আমি ভালবাসি, ভালবাসি।
শয়নে স্বপনে জাগরণে আমায় ডেকে যায় তোমারই বাঁশি।।

সব কিছুতেই আমি তোমাকে খুঁজি, তব নামে সংঘাতে বিপদে যুঝি।
বিশ্বভূবনে শুধু তোমাকে বুঝি, দেহে মনে প্রাণে রয়েছ মিশি'।।

অয়নে অনয়নে নয়নে আছ, স্মিত আননে মোরে দেখে চলেছ।
প্রয়োজন যত সব কিছু দিতেছ, চিদাকাশে আছ যত তমসা নাশি'।।

(মধুমালক, কলিকাতা, ১৭/৫/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৬৯৩
প্রদোষ পবনে প্রমিল স্বপনে, তোমাকে দেখেছি প্রথমবার।
ওষ্ঠ হাসিতে রঞ্জিত ছিল অধরেতে ছিল সুষমা সার।।

বলিলে আমায় আমি আসিয়াছি, তব অভিলাষ পূর্ণ করেছি।
কত গিরি সিন্ধু লঙ্ঘিয়াছি, নাবাও এবার ভাবনা ভার।।

বলেছিলুম এসো বারবার ছড়িয়ে দিয়ে সুরভি তোমার।
ভাল হয় যদি থাক অনিবার, অনুরাগে মন ভরে' আমার।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৫/৮৫)

২৬৯৪
(এই) সৌর করোজ্জ্বল প্রভাতে।
সকল বেদনা আশাহত যাতনা, মিলাইয়া যায় কার মায়াতে।।

এসেছ তুমি আজি আলোর ধারায়, সপ্তাশ্বরথে ঊষসী বেলায়।
পূর্ণ করে' ধরা জ্যোতির ছটায়, লুকিয়ে থাকনি আর নিভৃতে।।

সবাই তোমারে চায় মনে প্রাণে, উদ্বেল হৃদয়ের গহন কোণে।
ফুলবনে নয় শুধু মনোবনে ওপচানো মাধুরীর অমরগীতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৫/৮৫) ২৬৯৫
২৬৯৫
পর্বত মাঝে তুমি হিমাদ্রি, তরু মাঝে অশ্বত্থ তুমি প্রিয়।
শুচি করে' দাও যাহা বিগতশ্রী, তোমার করুণা অবর্ণনীয়।।

অনুক্রমণিকা

প্রীতির পয়োধি তুমি মারব জ্বালায়, দ্যুতির উদধি ঘোর অমানিশায়।
শুভ্র সমুজ্জ্বল প্রাণাবেগে উচ্ছল, মমতা-মাধুরীতে অদ্বিতীয়।।

তোমায় কাছে পেতে সকলেই চায়, তব ভাবনাই মনে প্রাণে ঝলকায়।
উদারতায় নভঃ রূপে গুণে অভিনব, তাই তো সবার তুমি আদরণীয়।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৫/৮৫)

২৬৯৬
(তুমি) আমার পানে না তাকিও, শুধু মধুর হাসিটি হাসিও।
রঞ্জিতাধরে মনোমুকুরে এক পাশে মোরে রাখিও।।

তোমারই মনে সকলেই ভাসে, তোমাতে মিশিয়া যায় অবশেষে।
আদিতেও তুমি, তুমিই যে শেষে, এ সার সত্য বুঝিও।।

করে' যাব আমি প্রভু তব কাজ পাসরিয়া যত ঘৃণা-ভয়-লাজ।
তোমারই ছিলুম, আছিও যে আজ, কানে কানে গানে শুণিও।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৫/৮৫)

২৬৯৭
ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি তোমায় আমি কেন বোঝানো না যায়।
দেখিনি কভু, ভাবিতে পারিনি নাম শুণে' মন উপচায়।।

হাস তুমি কোন্ সে মায়ায় শ্যামল শোভায় পুষ্প ছায়ায়।
জ্যোৎস্না রাতের গীতি গাওয়ায় স্মিত দ্যোতনায়।।

অনুক্রমণিকা

রাখিতে চাই তোমায় কাছে যুগান্তরের এ সাধ আছে।
মনের ময়ূর ছন্দে নাচে তোমার ভাবনায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৫/৮৫)

২৬৯৮
বজ্রের হুংকারে ঝরেছ উল্কাধারে, এ রুদ্র তাণ্ডবে এ কি তব পরিচয়।
অশনি-আঘোষ হানি' আঁখিপাতে দিলে আনি',
চেতনার জাগরণে বিমূর্ত্ত বরাভয়।।

উদ্দাম উদ্দণ্ড ভাবে নেচে' চল, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ কাঁপিয়ে তোল।
পাপাগ্নিতে ভস্মরাশি ঢেলে বল, পাপশক্তির জেনো এই পরিণাম হয়।।

মানো নাকো কোনো মানা, সবই তব আছে জানা,
কার কত শক্তি তাও নয় অজানা।
মোর তরে নৈবেদ্য সাজিয়ে নানা,
বল, কভু ভেৰো নাকো মোর মন হবে জয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৫/৮৫)

২৬৯৯
তোমার তরে প্রদীপ জ্বালা তোমার তরেই গাঁথা মালা।
তোমায় ভেবে' বেঁচে থাকা তোমায় পেতে হই উতলা।।

অরূপ তুমি রূপে এলে রূপের ডালি সাজিয়ে দিলে।
সব কিছুতেই প্রীতি ঢেলে' চলল তোমার অশেষ চলা।।

অনুক্রমণিকা

তোমার কৃপার একটি কণা তৃপ্ত করে সব এষণা।
মুক্ত পথে আনাগোনা জানায় প্রভু তোমার লীলা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৫/৮৫)

২৭০০

কোন্ অজানায় ছিলে বহুকাল আজ জানার জগতে এসেছ।
তুমি দূর আকাশের ছিলে চাঁদ আজ মনের মাঝারে ভেসেছ।।

কত জনপদে তীর্থে সকাশে ঘুরে বেড়িয়েছি দর্শন আশে।
ইচ্ছা মেটেনি দেখাও দাওনি, দূরে থেকে শুধু হেসেছ।।

বুঝিলাম সার তব করুণাই, তোমাকে পাবার আর পথ নাই।
বিদ্যাবুদ্ধি হার মানে তাই একথা বুঝিয়ে দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৫/৮৫)

২৭০১

দেশ কাল পাত্রের ঊর্ধ্বে তোমার আসন আছে পাতা।
বজ্রের নির্ঘোষ নয় সেথা রয়েছে স্নিগ্ধ সুষমতা।।

দেশাতীত প্রভু দেশেতে এসেছ, কালাতীত কালে ধরা যে দিয়েছ
যে সত্তা নির্গুণতায় স্থিত তারও লোকে গায় গুণগাথা।।

বিচিত্র তব লীলা অভিনয় অণুবুদ্ধিতে ধরিবার নয়।
কৃপা করে যারে বুঝিতে দিয়াছ সেই শুধু জানে সে বারতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৫/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭০২

জনমে জনমে আমি চেয়েছি প্রিয় তোমারে।
ভালবাস কি না বাস জানিনা তুমি আমারে।।

তোমার মাঝেই মধুরতা স্বপ্নের মাদকতা।
জীবনেরই ইতিকথা নাচে তোমায় ঘিরে' ঘিরে'।।

থেকো নাকো আর দূরে, এসো মনের অন্তঃপুরে।
থেকো সাথে চিরতরে গানে গানে সুরে সুরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৫/৮৫)

২৭০৩

আঁধার ঘরে মোর তুমি এলে আলো জ্বেলে দিলে।
হারানো রত্ন দেখতে পেলুম আঁখি গেল খুলে।।

আঁধার শুধু বাইরেই ছিল না, মনেতেও ছিল, ছিল না সাধনা।
আত্মপ্রত্যয়ের লেশ ছিল না নিজে তুমি জাগালে।।

ভালবাসিতাম তোমাকে জানিতাম, কেন তাহা কিছুতেই নাহি বুঝিতাম।
আজ নিজের পানে দেখে', তোমাকে স্মরণে রেখে',
বুঝেছি তোমারে আমি কালে অকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৫/৮৫)

২৭০৪

বহ্নিশিখা তুমি মেরু হিমে আছ প্রাণে ভরে'।

অনুক্রমণিকা

দেখা নাহি যায় শুধু বোঝা যায় জীবনের স্তরে স্তরে।।

অমরার দ্যুতি তুমি মরজগতে, পারিজাত সুরভি শাল্মলীতে।
আছ রঙে ভরে' রূপ নিকরে মনোবীণার প্রতি তারে তারে।।

ছন্দে তালে আছ সুরে সুরে, সংগীতে ঝংকারে অলখ পুরে।
ধনুকের টংকারে অসির ঝনৎকারে অস্তিত্বের প্রতি পলে প্রহরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৫/৮৫)

২৭০৫

কয়ে যাও প্রভু অনন্ত কথা নিখিলের কানে গানে গানে।
ভাবে তালে লয়ে গেছ এক হয়ে, মিশিয়া রয়েছ প্রাণে প্রাণে।।

অবারিত তব লীলাধারা চলে অন্তরীক্ষে পাবকে সলিলে।
মরু বালুকার প্রচণ্ডানলে, জানা না-জানার অভিজ্ঞানে।।

লীলাববাহিকা মুক্ত অপার, বুদ্ধি বোধির সীমা মানে হার।
প্রীতিভাজনের সে কণ্ঠহার উদ্বেল উদধির উজানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৫/৮৫)

২৭০৬

আমার মর্ম মাঝারে প্রভু আলোর নিমন্ত্রণ, তব আলোর নিমন্ত্রণ।
তুচ্ছ হলেও তোমারই যে আমি করো না বিস্মরণ।।

ভূধরে সাগরে গগনের গায়ে আলোকের ছটা দিয়েছ ছড়ায়ে।
সে ছটারই এক কণিকা পেয়ে আমার এ জাগরণ।।

অনুক্রমণিকা

অস্তি-ভাতি-আনন্দমের বর্ষণস্নাত স্মিত কদমের।
কেতকীর ভাষা প্রীতি পরাগের সুষম উত্তরণ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৫/৮৫)

২৭০৭

সবার আপন তুমি সবার প্রিয় তুমি অলকার তুমি বসুধার।
বিশ্বের বিষরাশি কণ্ঠে নিয়ে অমর হয়েছ গুণে আপনার।।

গুণেতে তোমার সম নাহিক কেহ রূপের সমারোহে অতনু গেহ।
প্রীতি-মমতায় পরিপূর্ণ স্নেহ, এমনটি নাহি ভাবা যায় আর।।

হিমাদ্রি শিরে উত্তুঙ্গ তুমি, পাতালের গহ্বরে রয়েছ চুমি।
দেহ মনে বারে বারে তোমারে নমি, অমরার তুমিই সুধাসার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৫/৮৫)

২৭০৮

দেশাতীত প্রভু দেশে এলে কৃপা করে' ধরা দিলে।
এ ধরা খুশীতে ভরা দেখে তোমারে আঁখি মেলে'।।

অভাবনীয় যা ছিল করুণাতে তাও হ'ল।
কাল নিশা পোহাইল এক পলে।।

ছুটেছি আলেয়ার পিছু পথ ভুলে' উঁচুনীচু।
করুণাই সব কিছু হেসে' বোঝালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৫/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭০৯

আমার আঁধার হৃদয়ে হ'ল আলোর উত্তরণ।
ছিল না সাধনা করিলে করুণা দিলে প্রীতি স্পন্দন।।

পথের ধূলিতে পড়েছিনু একা কপালে আঁকিয়া দিলে জ্যোতিঃটাকা।
ভাবে ও কর্মে মানব ধর্মে করালে উদ্বোধন।।

তুমি যার আছ সবই তার আছে, এষণা পূর্ত্তি তোমারই মাঝে।
প্রসুপ্ত মর্ম বীণাতে বাজে তোমারই উৎসরণ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৫/৮৫)

২৭১০

শারদ নিশীথে তোমাতে আমাতে স্মিত শেফালীতে পরিচয়।
রঞ্জিতাধরে বারে বারে যা করেছিলে তা ভোলার নয়।।

সাথে ছিল তব মোহন বাঁশিটি লীলাময় উচ্ছল আঁখি দু'টি।
যে বাঁশীতে বিশ্ব নৃত্যরত যে আঁখিতে ধরা মাধুরীময়।।

তারপর কতকাল কেটে গেছে, কত নীহারিকা তারকা হয়েছে।
কত কী এসেছে কত কী সরেছে আজিও সে স্মৃতি সুরভিময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৫/৮৫)

২৭১১

ছন্দে গানে সুরে এলে মন মধুপুরে, পাওয়ার আনন্দে ভরে' দিলে প্রাণ।
অলখ নিরঞ্জন চিতিৰোধিরঞ্জন,

অনুক্রমণিকা

সুখ-দুঃখ-গ্লানি মোর সবই কর অবধান।।

সরিতা সমান গান ছন্দে এগিয়ে যায়,
মহোদধির পানে অৰাধে লহরে ধায়।
পুরাতনে ধুয়ে দিয়ে নূতনের বাণী নিয়ে,
আকাশে বাতাসে তোলে জীবনের কলতান।।

সবই কিছু রয়ে গেছে বিশাল এ মহাকাশে,
যাহা ছিল তাহা আছে হারানো গীতিও ভাসে।
কান পেতে' আছি বসে' সে গীতি শোনার আশে,
মহাকাশে যার ভাবই হয়ে গেছে অবসান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৫/৮৫)

২৭১২
মমতা-মাখা ও দুটি আঁখি।
বিশ্বের মাধুরী টেনে এনেছে মন চায় তারে সতত দেখি।।

যত আশা যত ভাষা ভরা রয়েছে, যত প্রীতি যত গীতি ঝরে চলেছে।
প্রতি পলকে স্মৃতি জড়িয়ে আছে
তারে পেলে কিছু পেতে থাকে না বাকি।।

তাকিয়ে থাকলে থাকে ভয় লোক-লাজ
মনোমাঝে নেচে' চলে সে মানসরাজ।
তারই তরে বেঁচে থাকা, সাজা তারই সাজ
তারই পথ পানে চেয়ে থাকি।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৫/৮৫)

২৭১৩
প্রীতির পথে দ্যুতির রথে কে গো তুমি ছুটে চল।
কোনো ৰাধায় নাহি টল মন যুগিয়ে নাহি ৰল।।

জ্যোতির কণা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সে রথ থেকে'।
কেউ জানে না কেউ বোঝে না কেন সে প্রাণোচ্ছল।।

অনাগতের বার্তাবহ কালের বশে নাহি রহ।
কালসাগরের উর্মিমালায় প্রীতির প্রদীপ তুমি জ্বাল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৫/৮৫)

২৭১৪
তুমি আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে ছন্দে গানে ভরিলে।
নিরাশার কুহেলিকা সরিয়ে দিয়ে উদ্ভাসিত করে' দিলে।।

ভাবা না-ভাবা সবই তুমি জান, অবজ্ঞাত জনে নিকটে টান।
মন্ত্রের মূর্ছনাতে আন, ছোটো বড় ভেদ নাহি রাখিলে।।

কালের অধীশ তুমি ভাবনাতীত, হে মোহন চিঘন চিত্তে স্থিত।
জপে ধ্যানে দেহে মনে উদ্গীত, দূরকে কাছে করে নিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৫/৮৫)

২৭১৫
তুমি অজানা থেকে এসেছিলে মনের মাধুরী ঢেলেছিলে।
ডাক শুনে' সাড়া দিয়েছিলে নিজের করিয়া নিয়েছিলে।।

অনুক্রমণিকা

বলেছিলে সবে মোর আপনার, কোন কিছু নয় পর এ ধরার।
কল্যাণ ভাবি আমি সবাকার ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদ ভুলে'।।

ঝঞ্ঝা এসেছে ঝাপটা এসেছে, সে মাধুরী ম্লান করিতে চেয়েছে।
ভাস্বর তবু আজ সে রয়েছে শাশ্বত হয়ে কালাকালে।।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৫/৮৫)

২৭১৬
আমারে রেখে সুদূরে তুমি কি প্রভু সুখে আছ।
তোমার রীতি কঠোর অতি চোখের জলেও নাহি গলেছ।।

বজ্রপাতে উল্কাধারায় জ্বালামুখীর অশেষ জ্বালায়।
কালকে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায় অমন কেন রথে বসেছ।।

শুনে' থাকি ৰাসো ভালো, আঁধার হিয়ায় ঢাল আলো।
রাগ রাগিণী ছন্দ তালও মধুরতায় কেন ভরেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৫/৮৫)

২৭১৭

তুমি এলে অৰেলায় দেরী করে' দিন চলে' যে যায়।
ম্লান মধুমালতীর মালা মূরছায়, ক্লান্ত করবী ক্লেশে কোথায় লুকায়।।

আসা যাওয়া নিয়ে আছে এই সংসার,
হারানোর কাঁদা আর তৃপ্তি পাওয়ার।
ছন্দায়িত পথ আনাগোনার সুরে রাগে গান গায়।।

অনুক্রমণিকা

দুঃখের আঁধারে সুখ আলোয় হাসে, মনের মুকুরে প্রীতি-কুসুম ভাসে। শরৎ শেফালীতে কুশে কাশে রূপে রসে ঝলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৫/৮৫)

২৭১৮

সোনা ঝরা এ জ্যোৎস্না নিশীথে, মন ছুটে' যায় তোমারে পেতে।
তুমি অলকার আলোকে উদ্ভাসিত করে' দিলে এই জড় জগতে।।

অবাধে এগিয়ে চলে তব জয় রথ, তার অনাদি থেকে অনন্তেরই পথ।
কল্যাণকৃৎ তাই বিনাশে অসৎ মর্মে ধর্মবোধ জাগাতে।।

ছিলে আছ থেকে যাবে অনাদি প্রভু,
কোনো কিছুকেই তুমি ভোল না কভু
মোহ বশে তোমারে ভুলি যে তবু, ভ্রান্তি সরাও বজ্রহাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৫/৮৫)

২৭১৯

এই নূতন প্রভাতে ছন্দে ও গীতে সে মানসজিতে ৰরিয়া নাও।
তাহারই আদেশে নাচিছে হরষে বুকভরা-আশে প্রাণধারাও।।

ফুল ফুটে যায় তাহারই চাওয়াতে, মধু ভরে যায় তারই চাহনিতে।
তন্ময় হয়ে তাহারই ভাবেতে সকল বেদনা ভুলিয়া যাও।।

ভুলিবার নয় তার প্রীতি কথা, বলিবার শুধু তারই ইতিকথা।
তাহাতে নিহিত সব মধুরতা মনে প্রাণে ধ্যানে তাহারে চাও।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৫/৮৫)

২৭২০
আমি তোমায় চেয়েছিলুম প্রিয় দুঃখে সুখে মনের মাঝে।
ভাব ভাবনার ব্যঞ্জনাতে অলখ দ্যুতির মোহন সাজে।।

তিমির ঘেরা দুঃখের রাতে, উপচে পড়া অশ্রুপাতে।
হাসি খুশীর মূর্ছনাতে আশায় ভরা ভাষায় খুঁজে।।

খুঁজেছিলুম ফুলের বনে, জ্যোৎস্না-ঝরা চন্দ্রাননে।
তোমার মাধুরীর রণনে মদিরতায় মধুর লাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৫/৮৫)

২৭২১
এ পথের শেষ যে কোথায় নাহি জানা।
আদিও নাই, অন্তও নাই, এগিয়ে যেতে নাই মানা।।

রচিয়াছে এ পথ কেবা সর্পিলতায় ওঠা-নাৰা।
চলতে গিয়ে শুধুই ভাবা অচেনা মোর হবে চেনা।।

পথিকৃৎ আড়ালে থাক, ধরা ছোঁয়ায় আসনাকো।
মর্ম মাঝে সদাই ডাক ছন্দে গীতে একটানা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৯/৮৫)

২৭২২
সরিতা যদি শুকাইয়া গেল,
হে মহোদধি কী হবে বলো, তুমি বলো।

অনুক্রমণিকা

নগমেখলার ঝর্ণাধারার রবে কি প্রাণ উচ্ছল।।

যে প্রাণ জেগেছে উৎসেরই মুখে, অবলুপ্ত তা হয় যদি দুঃখে।
তখন তাহাকে কী ৰলিবে লোকে এ মোহ-উৎস না দূর হ'ল।।

সরিতা আমি অৰাধে ছুটেছি উঠানামা পথ বাহিয়া চলেছি।
তোমাই ছন্দে মাতিয়া রয়েছি না থামিয়া এক পলও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৫/৮৫)

২৭২৩
অমানিশার তমসা সরায়ে তুমি আশার দীপক জ্বেলে দিলে।
অসম্ভব যা ভেবেছিলুম তা সম্ভব তব নাম নিলে।।

শুষ্ক নদীতে ঢল নেৰে আসে, বিশুষ্ক আঁখি জলস্রোতে ভাসে।
ঊষর মরুতে শ্যামলিমা হাসে তুমি করুণা কণা ঢালিলে।।

করুণার কণা আলোধারা আনে, নীরস ওষ্ঠে গীতি সুধা দানে।
পাপ কুচক্রে কালাশনি হানে মানবতা তোমারে ডাকিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৫/৮৫)

২৭২৪
তুমি জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা এনে' দিয়েছ, অপার ভালবাসা ঢেলে' দিয়েছ।
অমরার সুধাধারা উপচিয়া মানবে মহান করে' তুলেছ।।

কাছে কাছে থেকে' মমতা মাধুরী মেখে', মর্মের উৎস মাঝে সকলেরে ডেকে'।
স্বর্ণিম শৃঙ্খল ভেঙ্গে' ফেলেছ।।

অনুক্রমণিকা

যত কিছু মধুরতা সবই তোমাকে নিয়ে,
যত কিছু তিক্ততা তোমাকে ভুলে' গিয়ে।
তুমি মুক্তি-মন্ত্র গানে গেয়ে চলেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৫/৮৫)

২৭২৫
সুরের সরিতা বয়ে যায় পথে কোন ৰাধা না মানে।
লক্ষ্য তাহার সে সাগর যাহারে সে চেয়েছে ধ্যানে।।

দুই তীরে তারই কথা তারই গীতিকা, তারই তরে মধুরিমা চলমানতা।
তারই ভাবনার মাঝে ভুলিয়া ব্যথা ছুটেছে সে তাহারই পানে।।

মনের সরিতা মোর তোমারেই চায়, ৰদ্ধ নাহি থেকে' ভাবজড়তায়।
ৰাধার উপল যেন গুঁড়িয়ে সে যায় এই প্রার্থনা চরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৫/৮৫)

২৭২৬
শারদ নিশীথে তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল মনোবনে।
শেফালী গন্ধে কাশেরই ছন্দে এসেছিলে রূপায়তনে।।

মোর মনে কালো মেঘ ছিল যত, চকিতে তাহারা হ'ল অপগত।
রজতের রূপে ক্ষিতিজ সমীপে ভেসে গেল কোথা কে তা' জানে।।

তুমি আর আমি একই মনে আছি, ভূমা আর অণু হয়ে কাছাকাছি।
মোহনানন্দে মধু-নিষ্যন্দে আজও দেখি তা সুখ স্বপনে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৫/৮৫)

২৭২৭

জীবনের ধারা সাগরে ধায় কভু ভাঁটায় কভু জোয়ারে।
যখন যেভাবে সে থাক না কেন ভাবিয়া চলে তোমারে।।

করুণা সিন্ধু তুমি আঁখির মণি, সবার শ্রেষ্ঠ আমি তোমারে জানি।
শাশ্বত সত্তা তুমিই জানি ভাবনা ঘোরে তোমারে ঘিরে।।

ভুলো না আমায় প্রিয় ক্ষণতরে, উদ্বুদ্ধ করো শতধারে।
মনের কেকা নাচে কলাপ ধরে' প্রতি পলকে ছন্দে সুরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৫/৮৫)

২৭২৮

তোমাকেই নিয়ে জীবন-উৎসব তোমাকেই নিয়ে যত গান।
সারা বিশ্বে তুমিই প্রতিভূ অমৃত চেতনারই প্রাণ।।

চেতনা চক্রে মধ্যমণি, চিতি সরিতারে কাছে আন টানি'।
সংবেদনে এই বুঝি জানি সবে তব করুণারই দান।।

বিস্তারি' আছ দূর থেকে দূরে, সাগরে অতলে অদ্রির শিরে।
পরমাণু নাচে তোমারেই ঘিরে সে নাচের নাহি অবসান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৫/৮৫)

২৭২৯

তুমি যে এসেছ, আলোধারা এনেছ,
রঙ ছড়িয়ে দিয়েছ ভুবনের কোণে কোণে।

অনুক্রমণিকা

মালঞ্চ বিতানে কলাপে কলতানে মাধুরী ঢেলেছ মদির স্বপনে।।

আজ অভাব কোন কিছুরই যে নাই, পরশমণিরে কাছে কাছে পাই।
নীলাকাশে বলাকার সাথে গেয়ে যাই তুমি আছ আমারই মনে।।

মর্মে গভীরে আছ, আছ যে বাহিরে, হতাশার উদ্বেগে, দুঃখের অশ্রুনীরে।
সুখের তৃপ্তিৰোধে কুসুমনিকরে অলকার প্রীতি-উজানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৫/৮৫)

২৭৩০

হাত পেতে' রই তোমার কাছে, কইতে কথা মরি লাজে।
ভোরের সাজে রঙিন সাঁঝে রিক্ততারই দৈন্য মাঝে।।

চাওয়ার কথাই শুধু ভাবি, নিয়ে থাকি নিজের দাবি।
কল্পলোকে উঠি নাবি ভুলে গিয়ে তোমার কাজে।।

এ মোহ-আবর্ত্ত আমার রচনা করে যে আঁধার।
নিত্য ঝরায় সে আঁখি-ধার ভোলায় তুমি আছ কাছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৫/৮৫)

২৭৩১

কোন অতীতে জেগেছিলে ঘুমের জড়তা সরালে।
বিশ্ব ভুবন ছেয়ে দিলে করুণা ধারায়,
বুঝতে নাহি পারি আমি, ভাবা নাহি যায়।।

ভেসেছিলুম ভাবের স্রোতে তোমার প্রীতির ফুলের সাথে।

অনুক্রমণিকা

ভেসে' চলি দিনে রাতে তব ভাবনায়।।

পথের উপল যতই থাকুক বিষাদ ব্যথা হর্ষ ও সুখ।
অরাতি মোর যতই হাসুক কুরীশ*-কালিমায়।
আমি সব কিছুকে তুচ্ছ করে পাবই তোমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৫/৮৫)

** যোগারূঢ়ার্থে 'কুরীশ' বলতে বোঝায় 'ঘুঁটে'।*
'কুরীশ-কালিমা' মানে যে কালিমা কুরীশের মত কঠোর ও ঘনীভূত।

২৭৩২
নভঃ নীলিমায় আর মনেরই কোণে, সবখানে রয়ে গেছ তুমি গোপনে।।

পাত্র পাত্রাতীত কোন ভেদ নাহি তব, কালে কালাতীতে শাশ্বত অভিনব।
দেশে দেশাতীতে আস রূপে নব নব প্রকাশে গহনে।।

শাস্ত্র বিদ্যা বুদ্ধি ধরিতে না পারে, ঐশ্বর্য্য ঋদ্ধি দূরে কেঁদে মরে।
লোক সিদ্ধি ব্যর্থতায় দাঁড়ায় সরে' করুণাই সার জেনে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৫/৮৫)

২৭৩৩
নন্দন মধুনিষ্যন্দে এলে আজি এলে রূপে সাজি।
ভাবিতে পারিনি যা স্বপনে পার কাছাকাছি এত কাছাকাছি।।

তোমারে খুঁজেছি গিরি-গুহায়, খুঁজেছি বনেরই বিটপীলতায়।

অনুক্রমণিকা

খুঁজেছি তীর্থেরই পূত ধারায় ব্রতকথায় নির্মাল্য যাচি।।

তুমি আমার মনের মাঝে ছিলে, লীলাছলে শুধু হেসেছিলে।
হয়তো বা জানাতে চেয়েছিলে নীরবতায় সবার সাথে আছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৫/৮৫)

২৭৩৪

চেয়ে গেছি, হাত পেতেছি, দেবার কথা ভাবিনিকো।
দাবীই শুধু শুনিয়েছি কর্তব্য করিনিকো।।

বলে' গেছি দাও আমারে, ভূলোক দ্যুলোক ত্রিলোক ভরে'।
গোলক ধাঁধায় কোল আঁধারে শুণিনি মর্মে যে ডাক।।

বাহির পানে ছুটে গেছি, কাছেরে দূরে করেছি।
সন্ধ্যা হ'লে ভুল বুঝেছি, রাতে দূরে নাহি থেকো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৫/৮৫)

২৭৩৫

আসিতে না চাও এসো না, দূরে থেকে হেসো না, না না গো না।
দুঃখ না ৰোঝ বুঝো না, মর্মে আঘাত হেনো না।।

ঊষার আলোক থেকে দূরে চাও তো রেখো অন্ধকারে।
যা ইচ্ছা তাই যেও করে' মনের থেকে মুছো না।।

স্নিগ্ধ সরিতার উদকে পূত না করো আমাকে।
বিনয়ে ৰলি তোমাকে মরুর জ্বালায় এনো না।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৫/৮৫)

২৭৩৬

পথের কাঁটা দলিয়া চলেছি, তোমারে পাইতে কাছাকাছি।
মনের অর্গল খুলিয়া রেখেছি অতীতের গ্লানি মুছিয়াছি।।

আর কত দেৱী ৱলো কৃপা করে', তোমারে ধরিতে প্রাণ মন ভরে।
যুগ হতে ভেসেছি যুগান্তরে, করুণার এক কণা যাচি।।

বুদ্ধিতে কিছু করিতে পারিনি, শাস্ত্রের জ্ঞান অপূর্ণ জানি।
তব অহেতুকী কৃপা সার মানি তব নামে শত ক্লেশ যুঝি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৫/৮৫)

২৭৩৭

আভাসে ছিলে প্রকাশে এলে, কেন মনে ধরা নাহি দিলে।
মনে প্রাণে চেয়েছি ধ্যানে, তবু কেন তুমি না তাকালে।।

চাহো করুণা নয়নে, রেখো আমারে শরণে।
পরা শান্তি পাব প্রভু তুমি চাহিলে।।

রূপে তুমি অদ্বিতীয়, গুণে আদরণীয়।
সকলের বরণীয় বন্দিত নিখিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৫/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৩৮
সেই জ্যোৎস্নায় ধোয়া সন্ধ্যায় তুমি এসেছিলে মোর ফুলবনে।
তখন শেফালী সুরভি ভেসে' যায় সুদূরে কার ডাক শুণে'।।

নীড়ে ফিরে' আসা বিহগেরা গায়, তব নাম শত সুরেরই ধারায়।
রাগ রাগিণীতে এই ধরণীতে তুমি এলে প্রীতি স্পন্দনে।।

তখন রজত শকল* সম ভেসে' যায় শাদা মেঘ সুখস্পর্শ হাওয়ায়।
কাশের দোলায় ভুবনে ভোলায় তব গীতি সে রূপায়তনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৫/৮৫)

**শকল মাছের আঁশ*

২৭৩৯
তুমি কেন কাছে আস না।
শুণে' থাকি মধুর নাকি কাজে দেখি না।।

দিন গেছে ডেকে' ডেকে', নিশা আঁখির উদকে।
দেখেও কি দেখনিকো শুণে' শোণো না।।

মর্ম বীণারই তারে ধ্বনি তোল ঝংকারে।
ভালবাসা দাও শুধু নিতে চাও না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৫/৮৫)

২৭৪০
নীলোদধির ঊর্মিমালায় কার বাণী ভেসে' যায় ৰল আমারে।

অনুক্রমণিকা

শুণেছি তাহার নাম প্রতি লহমায়, দেখিনিকো কখনো তারে।।

ঊষার পূর্বাকাশে তাহারই ছটা, সন্ধ্যার রাগে আঁকা তাহারই টীকা।
চিদাকাশে তার উন্মুক্ত জটা স্পন্দিত শতধারে।।

যখন ছিল না কিছু, ছিল না ধরা, ছিল নাকো স্পন্দন প্রাণে ভরা।
ছিল নাকো ভাবাবেগ উতলা করা, সেই ছিল চুপিসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৫/৮৫)

২৭৪১
ভেবেছিলে গেছি ভুলে', তোমারে ভুলিতে কি পারি।
শ্বাসে প্রশ্বাসে আছ মিশে' রূপে রসে মোরে আবরি'।।

নিশার তমসার ভয়ে তব দীপ জ্বেলে' রাখি নিলয়ে।
দীপাধার তুমি এ ধরার সবারে রেখেছ ঘেরি'।।

তোমারে ভেবে' ভেবে' হই উতলা, তব ভাবনায় ভুলি' যত জ্বালা।
প্রীতির কুসুমে গাঁথি মালা বসুধার সুধাতে ভরি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৫/৮৫)

২৭৪২
ঊষার আলোয় তুমি এসেছিলে, রূপের ছটা ছড়িয়ে দিলে।
হিয়ার আসনে বসে' হেসেছিলে, রঞ্জিতাধরে মোরে ডাকিলে।।

বলিলে কখনো কেউ ভয় পেওনা, সঙ্গে আমি আছি নেই ভাবনা।
প্রাণ ভরে' কাজ কর, কর সাধনা, সুখে দুঃখে থাক সকলে মিলে'।।

অনুক্রমণিকা

অতীতে ছিলুম আমি, আজও আছি, থেকে যাব চিরকাল কাছাকাছি।
ছোট-বড় জ্ঞানী-অজ্ঞান না বাছি' আমাকে পাবে মনে খুঁজিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৫/৮৫)

২৭৪৩

সাগর বেলায় আমি বসিয়াছিলাম যবে।
ঊর্মিমালায় এসেছিলে কাছে জীবনের উৎসবে।।

দূরাকাশে কত তারা হেসেছিল, কি ভাষায় মলয় ভেষেছিল।
মিত্র অরাতি ভুলিয়া প্রতীতি, ভালবেসেছিনু সবে।

ভুলি নাই আমি সে রাতের কথা, মন-মুকুরে তা রয়ে গেছে গাঁথা।
দুঃখের আঁধারে সুখের প্রহরে, সে স্মৃতি ভাসে নীরবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৫/৮৫)

২৭৪৪

আসিলে না কেন মোর ফুলবনে গোপনে নীরব চরণে।
জানিত না কেউ, বুঝিত না কেউ, দেখিতাম স্মিত নয়নে।।

মোর ফুলবনে কাঁটা নাই প্রভু, ঝরা পাতা ফেলে' রাখি নাকো কভু।
উহ অবোহ যদি থাকে তবু এসো সন্তর্পণে।।

তরুণ তৃণের তনিমা রয়েছে, কুসুম কোরকে সৌরভ আছে।
মনের ময়ূর কলাপেতে নাচে ছন্দ মাধুরী সনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৫/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৪৫

তুমি থেকো আমার দুঃখে সুখেতে সাথে সাথে দিনে রাতে।
মনের সকল মধু মন্থন করে' রেখেছি তোমারে দিতে।।

অপলক নয়নে চেয়ে থাকি, তোমার পথ পানে জান নাকি।
তোমার কুসুমেরই পরাগ মাখি ধরারে সুরভিতে ভরিতে।।

তুমি আছ তাই সবাই আছে, তোমায় ঘিরে' সারা ভুবন নাচে।
অন্তরে বাহিরে দূরে কাছে জীবনের স্বর্ণ বালুৰেলাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৫/৮৫)

২৭৪৬

জেগে' আছি তব পথ চেয়ে।
দিন কেটে' যায় আতপ জ্বালায়, নিশায় তমসা আসে ছেয়ে।।

জানি বুঝি আমি নই একেলা, ধরিতে না পেয়ে হই উতলা।
বিস্তৃত এই সাগর বেলা, মনকে ভুলাই গান গেয়ে।।

আশা-বিজড়িত আঁখিতারা মোর তব ভাবনায় রয়েছে বিভোর।
চিদাকাশে ভাসে চিত্ত চকোর সম্বোধির এষণা নিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৫/৮৫)

২৭৪৭

তুমি যদি নাহি এলে আসিবে কেন ৰলেছিলে।
মালা যদি নাহি নিলে ফুল কেন ফুটিয়েছিলে।।

অনুক্রমণিকা

নিদাঘের দাবদাহে চন্দন-মদিরা বহে।
কাছে যদি নাহি বসিলে চেয়ে কেন হেসেছিলে।।

দিনে তোমারে ডাকি, রাতে কাঁদি, তোমারেই ভাবি নিরবধি।
দূরে যদি রয়ে গেলে কেন ভালবেসেছিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৬/৮৫)

২৭৪৮
শুভ্র জ্যোৎস্নাতে কে গো তুমি এলে আজি মন ভোলাতে এই নিশীথে।
ৰাধা-বিপত্তিতে নাহি দমি' চলেছ মনসিজ রথে।।

অনাদি পুরুষ তুমি, অশেষ যাত্রাপথে, উহ অবোহেরে অবহেলি ভ্রুকুটিতে।
প্রাণবিক স্পন্দনে মনেরই মধুবনে চলিয়াছ নিভৃতে।।

শেষ নাহি হয় কভু হে প্রভু তোমার কথা, যুগান্তরের অলিখিত ইতিকথা।
ছন্দে গানে তবু গেয়ে যাই তব গাথা, করুণায় শুধু পারা যায় বুঝিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৬/৮৫)

২৭৪৯
ঘোর তমসায় এসেছিলে আলোয় ভুবন ভরিয়ে দিলে।
মানবতার পানে চেয়ে প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে' গেলে।।

ছন্দধারায় সুর আনিয়ে মূক ভাবনায় ভাষা দিয়ে।
নৃত্যচপল প্রাণোৎপল ধূসর ধরায় হেসে ফোটালে।।

অনুক্রমণিকা

এসেছ করুণা করে রঙ ধরিয়ে চিদম্বরে।
ক্ষুদ্র বৃহৎ অণু মহৎ উঠল নেচে মন্দানিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৬/৮৫)

২৭৫০
কোন সে অতীতে এসেছিলে, এসেছিলে তুমি বিশ্বভুবন ভরে'।
আলোতে হাওয়াতে ভাবে প্রীতিতে অজস্ররূপ ধরে'।।

আলোতে ছায়াতে ছন্দে নেচেছ, শুভাশুভ নিয়ে দ্বন্দ্বে মেতেছ।
অশুভের নিষ্পত্তি করে' দেখালে পাপ যে হারে।।

আসুরি শক্তি চণ্ড প্রতাপে প্রতিষ্ঠা যবে দিতে চায় পাপে।
বজ্র আলোকে দন্ধিয়া তাকে বাঁচাও মানবতারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৬/৮৫)

২৭৫১
দমকা হাওয়ায় মন ভেসে যায় কোন্ অজানায় কে জানে।
বালুকা বেলায় বসে নিরালায় কাল কেটে যায় তারা গুণে।।

চেয়েছি যাহা তাহা পেয়েছি কিছু কিছু,
চাইনি যাহা তারা চলেছে পিছু পিছু।
মনেরই মঞ্জিলে মধুমালতী ফুলে মধুপ ছুটে' আসে কার টানে।।

ওগো বেদরদী বোঝনা মোর ভাষা,
তোমারে ঘিরে ঘিরে আমার যত আশা।

অনুক্রমণিকা

আমার কাঁদা হাসা আমার ভালবাসা
কোন ৰাধার বাঁধ নাহি মানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৬/৮৫)

২৭৫২
না ৰলে এলে, না ৰলে গেলে, কী লীলার ছলে ছিলে বুঝিতে পারিনি।
স্বাগত জানাইনিকো এসো বলে, মনের দুয়ার প্রভু খুলিয়া রাখিনি।।

রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত হানিলে, এক লহমায় কালঘুম ভাঙ্গালে।
বিভাবরী চলে গেছে, জাগো, বলিলে,
তখন তোমাকে আমি চিনিয়া চিনিনি।।

ডাক দিয়ে যাও তুমি সতত সবায়, কেউ তা শুনিতে পায় কেউ নাহি পায়।
তব করুণায় তমসা সরে যায়, একথা কখনো স্বপনেও ভাবিনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৬/৮৫)

২৭৫৩
তুমি কী আলো ছড়িয়ে দিলে আমার মনের এ কাননে।
ফুটল যে ফুল গন্ধে আকুল, নাচল দোদুল মধু সনে।।

মদির হাওয়ায় পাখনা মেলে' ওড়ে পরী ছন্দে তালে।
রঙিন ভূবন রঙ-লাগা-মন তোমায় পেয়ে সঙ্গোপনে।।

যেও নাকো থাক হেথায়, ছেড়ে থাকা মন নাহি চায়।
সব চাওয়া পাওয়া ভূলে' গিয়ে তোমায় নিয়ে মেতেছি ধ্যানে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৬/৮৫)

২৭৫৪

তুমি এসেছ এসেছ নৃত্যের ছন্দে নূপুর পায়ে।
চেয়ে হেসেছ, হেসেছ আলো করে' দিয়ে মুকুতা ঝরিয়ে।।

রাগ রাগিনীতে অম্বর ভরিয়া জ্যোৎস্না যামিনী উদ্বেল করিয়া।
মুখে ভাষা বুকে আশা করুণা ঢালিয়া রয়েছ এ ত্রিভুবন ছেয়ে'।।

তরঙ্গে নেচে চল ত্রিলোক প্লাবিয়া, অনাদি থেকে অনন্তে না থামিয়া।
তোমার প্রীতির দান তোমার অবদান অকাতরে সবারে বিলিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৬/৮৫)

২৭৫৫

বিশ্ব ব্যপিয়া রয়ে গেছ প্রভু খুঁজিয়া পাইনা ৰলো কেন,
তুমি বলো কেন।
অণুতে ভূমাতে ভরিয়া আছ তবু মনে হয় দূরে আছ যেন।।

তোমার চিদাকাশে তুচ্ছ অণু আমি, মহোদধিতে ৰুদ্রুদ্ সমান মানি।
তোমা' হতে এসে' তোমাতে আছি বসে' শেষে তোমাতে মিশে যাব জেনো।।

আলোকে-আঁধারে অস্তে-উদয়ে তোমার পথে চলি সুমুখ পানে চেয়ে।
তুমি ছাড়া নাই মোর কোন ঠাঁই, একথা আমি মানি তুমি মানো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৫৬

চয়ন করিয়া পুষ্পে পুষ্পে এ মধু চক্র রচিয়াছ,
তুমি মনেতে মাধুরী এনেছ।
বয়ন করিয়া লূতাতন্তুতে প্রীতির অম্বর বুনেছ।।

দূরকে এনেছ নিকটে টানি', কাছেরেও কভু ভুলিয়া থাকনি।
মধুর পরশে মধুর হরষে মধুরিমা নিয়ে হেসেছ।।

কোমলে কঠোরে তুমি আছ ভরে', কোমলতা তব আছে অন্তরে।
কঠোরতা দিয়ে কমল কোরকে সতত ঢাকিয়া রেখেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৬/৮৫)

২৭৫৭

রঙিন পরী এল জীবনে, ভালবাসা ঢেলে দিল ভূবনে,
আর কেউ পর নয়, পর নয়।।

ক্ষুদ্র বৃহৎ বসিল একাসনে, মন্ত্র মুগ্ধ করে' দিল সব মনে,
পরী হেসে' কথা কয়, কথা কয়।।

রঙ ঢেলে দিয়ে গেল আঁধারে, বলিল আমি দেখি সবারে।
সঙ্গে সঙ্গে আছি প্রতিক্ষণে, জেনে' রেখো মানবতার হবে জয়।।

অণুকে তুচ্ছ নাহি মানি, অণুর সমবায়ে ভূমা জানি।
মুছে' ফেলে অতীতের সব গ্লানি ভূমার সাথে করো হৃদয় বিনিময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৫৮

নৃত্যের তালে তালে এসেছিলে আমার ক্ষুদ্র কুটীরেতে,
বর্ষণ স্নাত সে নিশীথে।
তৈল ছিল না, শলাকা ছিল না, দীপ জ্বলেনি তমঃ নাশিতে।।

গোপন যে ছিল তব যাওয়া আসা, লীলায় ভরিতে মোর কাঁদা হাসা।
মূক মর্মকে দিয়ে যেতে ভাষা প্রভঞ্জনে করকাপাতে।।

চুপি চুপি আসা, চুপি চুপি যাওয়া, আলোর ঝিলিকে পলকের পাওয়া।
তারপর স্মৃতি নিয়ে গীতি গাওয়া অরাতি-ভাবনা ভুলে যেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৬/৮৫)

২৭৫৯

কুসুম পরাগে রাগে অনুরাগে মিশে' আছ প্রভু অণুতে অণুতে।
চঞ্চল পবনে লীলায়িত স্বপনে ভেসে' চল তুমি কি অনুভূতিতে।।

অলকার ফুলহার ধরায় এনে সাজালে সবারে তুমি মনে প্রাণে।
দিলে হিয়া ভরিয়া ছন্দে গানে, রয়েছ চাহিয়া অপলক আঁখিতে।।

ভালবাসা দিলে ঢেলে অকাতরে, জ্ঞানী অজ্ঞান বিচার না করে'।
সবার অধরে হাসি আনার তরে রূপে রসে ভরে' দিলে এ জগতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৬০
তুমি এসেছিলে।
ফুল বনে কাঁটা সরিয়ে দিয়ে পাপড়ির মাঝে ভেসেছিলে।।

শিশির বিন্দু দোদুল দোলায় প্রণাম জানাল প্রভু তব পায়।
শ্যামল তৃণের কোমল শেজে আস্তরণে বসেছিল।।

তোমার হাসিতে ধরা ভরে' গেল, জড় ও চেতন নব প্রাণ পেল।
হারানো হিয়ায় মধুরিমা এল, হে অরূপ রূপ ঢেলে দিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৬/৮৫)

২৭৬১
একলা ছিলুম বসে সেই সন্ধ্যায় তুমি এলে কিছু না বলে।
মেঘলা ছিল নীলিমা না দেখা যায় সে আকাশে বিধু হাসিলে।।

মধুমালতী মোরে বলেছিল, হারানো হিয়ার খোঁজ সে করেছিল।
তোমায় পেয়ে পূর্ণ হয়েছিল তার আশা ভালৰাসা এক অণু পলে।।

সরিতার কলতান কথা কয়ে নেচে' চলেছিল তব মাধুরী নিয়ে।
তোমারই ইতিকথা তোমার প্রীতি গাথা,
গানে গানে ভেসেছিল ছন্দে তালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৬/৮৫)

২৭৬২
তন্দ্রা জড়ানো ছিল আঁখিপাতে, অশ্রু বিন্দু ভরা ছিল তাতে।
সারাদিন ডেকে ডেকে কেঁদেছিলুম চেয়ে ছিলুম তব আসারই পথে।।

অনুক্রমণিকা

দিন চলে গেল এল সন্ধ্যা তারা, রক্তিমাভা হ'ল আঁধারে হারা।
শুকায়ে গেল মোর ফুলের মালা প্রীতির পরাগ মাখা ছিল যাতে।।

আশার পরে আশা জীবনে আসে, তবু সে নীরব রয় কখনো ভাষে।
দমিব না আমি প্রভু, না ভুলে' তোমায় কভু মননে রাখিব বেঁধে ছন্দে গীতে।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৬/৮৫)

২৭৬৩
মনের মাঝে লুকিয়ে আছ মনের কথা সবই জান।
কইতে কিছুই হয়না কভু বলার আগেই তুমি শোণ।।

দিবস নিশার সঞ্চয় মোর পুষ্প রাগের সব প্রীতি ডোর।
আজীবনের সব আঁখিলোর ধরে' রাখ ছোট্ট গানও।।

চাইনা কিছু তোমার কাছে সবই তোমার জানা আছে।
যা ইচ্ছা তা করো শুধু আমায় আরো কাছে টানো।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৬/৮৫)

২৭৬৪
মেঘ সরেছে চাঁদ উঠেছে মন মেতেছে তব ধ্যানে।
দুঃখের গীতি সুখের স্মৃতি, বসেছে আজ একাসনে।।

জ্যোৎস্না ধারায় ভাসে ধরা, উদ্বেল মন বাঁধন হারা।
রিক্ততা প্রীতিতে ভরা তমসারই অবসানে।।

অনুক্রমণিকা

সবার মাঝে আছ তুমি, আছ সাগর আকাশ চুমি'।
পূর্ণ করে' সপ্তভূমি গোপনে গহনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা ৬/৬/৮৫)

২৭৬৫
যাবে যদি যেও চলে' যেওনা আমায় ভুলে'।
রঙ বে-রঙের পাখনা মেলে' যাবে ভেসে' কোন অচলে।।

রঙিন দিনের আশার আলোয়, কৃষ্ণানিশার নিকষ কালোয়।
প্রাণ ঝরিয়ে মন্দ ভালোয় বিরতিহীন দ্রুতি তুলে'।।

ঘরে আছ, বাইরে আছ, যা নেই তাকেও ধরে' রেখেছ।
যা আসবে তা দেখে নিয়েছ প্রজ্ঞাদীপের শিখা জ্বেলে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৬/৮৫)

২৭৬৬
আসবে বলে গিয়েছিলে এলে নাকো।
চোখ মুছিয়ে বলেছিলে কেঁদো নাকো।।

যে রবি অস্ত যায় সাঁঝে আবার আসে ঊষার সাজে।
সন্ধ্যাতারা হারিয়ে গিয়ে শুকতারা হয় দেখনিকো।।

আমার যাওয়া আসাও তেমন, সাত রঙা রামধনুর মতন।
যাচ্ছি আবার আসব বলে, একটু প্রতীক্ষাতে থেকো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৬৭

তুমি যখন এলে আমার কুটীরে।
ধূপে দীপে আমি সাজাইনি তারে।।

অস্তাচলে গেছে রবি হারিয়ে গেছে রঙিন ছবি।
আঁধারে মিশেছে সবই, ক্লান্ত প্রহরে।।

নিয়ে এলে অলোক দ্যুতি, মন মাতানো ছন্দ গীতি।
ঝরালে সোণালী প্রীতি, মর্মে গভীরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৬/৮৫)

২৭৬৮

জেনে শুণেই ভুল করেছ, আমার ঘরে চলে' এসেছ।
অন্ধকারে এ কন্দরে প্রদীপ জ্বেলেছ।।

ডেকেছিলুম দিনে রাতে শিউলি ঝরা কত প্রাতে।
প্রাণ কাঁপানো ঝঞ্ঝা বাতে ভুলে' কি গেছ।
আজ অতন্দ্র সজল আঁখিপাতে আলোয় হেসেছ।।

ভেবে ছিলুম দূরে থাক, দূরে থেকেই কাছে ডাক।।
প্রীতির পরাগ দূরেই মাখ অলক্ষ্যে নাচ।
আজ ভ্রান্তি আমার শ্রান্তি আমার সরিয়ে দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৬/৮৫)

২৭৬৯

তোমারই পথ চেয়ে তোমারই ভাবনা নিয়ে,

অনুক্রমণিকা

বসিয়া রয়েছি প্রিয় আশা ভরা এষণায়।
তুমিই আমার প্রীতি ভালবাসা ভরা গীতি,
তোমারই ধারা ধরে' মন মোর ধেয়ে যায়।।

দিনের আলোয় আর রাতের কালোয় তব,
সুরে ঝংকারে পাই নব নব অনুভব।
রঙ বে-রঙের ফুলে উদ্বেল নদীকূলে,
মনের মালিকা দোলে মধুমাখা চেতনায়।।

এসেছি আমি এ ধরায় প্রভু বার বার,
মোর সম কোটি অণুরই তুমি সমাহার।
আমার চিদাকাশে তোমার করুণা ভাসে,
ছন্দ মাধুরী আসে নৃত্যের দ্যোতনায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৬/৮৫)

২৭৭০
ৰলেছিল এসে গান শোনাবে সে, তারই আশায় পল গুণি।
দিন চলে যায় রাত্রি ঘনায় শুণি নাকো তার পদধ্বনি।।

শিশু তরু হয়ে গেল মহীরুহ, পত্রে পুষ্পে এল সমারোহ।
বৃথা সাজিয়ে রেখেছিলুম গেহ, কাঁদি যেন মণি হারা ফণী।।

আলোকে আঁধারে উহ-অবোহেতে, আজও তার নামে উঠি নাচে মেতে।
তার দেওয়া মন তাহারই জীবন নিয়ে তারই প্রীতি-জাল বুনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৭১

তোমার পথে প্রভু আলোর অভিযান।
সকল তৃষার আমার করায় অবসান।।

ঘোর তামসী রাতে দেয় সে নিশানা,
ঊষার অরুণ রথে কয় সে কথা নানা।
বলে শুধুই চল নেই ৰাধা নেই মানা,
গেয়ে চল কেবল পথ চলারই গান।।

পথের নাহি আদি নাইকো তাহার শেষ,
পথেই তোমার বাসা পথই তোমার দেশ।
চলার ছন্দে দেখ নাই ব্যথা নাই ক্লেশ,
যা পেয়েছ সবই পথের অবদান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৬/৮৫)

২৭৭২

যে ছন্দে মেতে উঠেছ তুমি বিশ্ব তাহাতে নেচে' যায়।
নন্দিত করেছ সপ্তভূমি উদ্বেলিত তনিমায়।।

তোমার রাগে ধরা রঞ্জিত, তব দ্যোতনায় সবে স্পন্দিত।
তোমারই ধ্বনিতে অনুরণিত তব ভাবে সবে মূরছায়।।

বাক্ পথাতীত তুমি মানসাতীত, রূপে রূপাতীতে অনুবর্তিত।
প্রীতির গীতিতে সতত মুখরিত, তোমারে চিনিয়া উঠা হ'ল দায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৭৩

ডাক দিয়ে দিয়ে বলেছিলে জেগে' ওঠো যে আছ ঘুমিয়ে।
আকাশে বাতাসে মিশে' গেল সেই ডাক মরু তরু ছায়ে।।

তপ্ত মরুর ঊষর বালিতে, শ্যামল শল্পে বনস্থলীতে।
মর্মের মাঝে কুসুমের সাজে, কবরী বন্ধে দোলা দিয়ে।।

ডাক ভেসে গেল দ্বিম্বলয়ে পূর্বাচলে অরুণ উদয়ে।
সন্ধ্যা রবির রক্তিমাভায় প্রীতি সরিতার সুধা নিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৬/৮৫)

২৭৭৪

দূরে যেও না আড়ালে সরো না, মনের মাধবী কুঞ্জে হাসিও।
বিমুখ হয়ো না বিরূপ থেকো না, নন্দন মধু প্রাণে মাখিয়ে দিও।।

অমরার সুধা মরলোকে এনেছ মোর মনোমঞ্জুষা ভাবে ভরে' দিয়েছ।
ভালবেসেছ আর কাছে টেনেছ, তিথি অতিথি ভুলে' সাথে থাকিও।।

জ্যোৎস্নালোকে আর ঘোর আঁধারে, সাথে সাথে রেখো প্রিয় সতত মোরে।
এই অনুরোধ করি, করি এ বিনয়, তুচ্ছ আমি তোমারই, না ভুলিও।'

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৬/৮৫)

২৭৭৫

ঊর্মি মালায় সাগর বেলায় তুমি ধরাতে স্পর্শ করেছিলে।
রজত রেখায় মন মালিকায় কুসুম ভূষণে সেজেছিলে।।

অনুক্রমণিকা

ত্রিলোকের আশা পূর্ণ করিলে প্রীতি-সিন্ধুতে মধু ঢেলে' দিলে।
ভাবের গভীরে চেতনার নীড়ে হে মোহন ধরা দিয়েছিলে।।

আর্তি সরালে করুণা ধারায়, মুক্তি দানিলে চরণ ধূলায়।
অলোক দ্যুতিতে অশেষ গীতিতে ছন্দ মাধুরী এনেছিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৬/৮৫)

২৭৭৬

ঝঞ্ঝা যদি আসে আলো যেন না নেবে।
তোমার পথে প্রভু চলিতে গিয়ে কভু ক্লান্তি যেন না নাবে।।

সাজিতে ভরিয়া রেখেছি যে ফুল, সুরভিতে সবারে করে আকুল।
আতপ দগ্ধ হয়ে গিয়ে সে কী শুকায়ে ঝরিয়া যাবে।।

যে বীণার তারে মনপ্রাণ ভরে' সুর সাধিয়াছি যুগ যুগ ধরে'।
কঠোর করের নিঠুর স্পর্শে সে কি ব্যথাতে ছিঁড়িবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৬/৮৫)

২৭৭৭

বিশ্বদোলায় দোল দিয়েছ লীলায় ভুবন নাচে।
কাছে দূরে নানান সুরে গীতির ধারা মাঝে।।

আপন পরের প্রভেদ ভোলা দ্বার বাতায়ন হ'ল খোলা।
এখন শুধুই এগিয়ে চলা ভুলে' ভীতি লাজে।।

অনুক্রমণিকা

বিশ্ব তোমার লীলাভিনয়, নয় হবে হয়, হয় হবে নয়।
বৃথাই কাঁদা বৃথা অনুনয় রসাভাসের সাজে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৬/৮৫)

২৭৭৮
তুমি এসেছ ভালবেসেছ ফুলে হেসেছ।
আশার বারতা নিয়ে গীতি গেয়েছ।।

অমরার সুধাসার ভুবনে দিয়েছ ঢেলে',
ভূধরে গহনে প্রীতি মিশায়েছ নভঃনীলে।
মন্দানিলে আর প্রাণের পাবকে জ্বলে নেচে চলেছ ।।

নূপুর ধ্বনিতে তব মহাকাশ স্পন্দিত, মোহন বাঁশিতে মনপ্রাণ আন্দোলিত।
অণু পরমাণু তব ভাবে বিমোহিত আলো জ্বেলেছ।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৬/৮৫)

২৭৭৯
আলোকের যাত্রা পথে, তুমি প্রভু থেকো সাথে।
পিছিয়ে যেন না পড়ি উহ-অবোহেতে।।

বন্ধনে নাহি ডরি, চরণে বিনতি করি।
কাজ যেন করিতে পারি তোমার শুভ আর্শীবাদে।।

কর্ম চক্রে জগৎ ঘোরে, ভূমা অণু একই স্তরে।
তাদের সাথে নাও আমারে, তোমার চাওয়ার যন্ত্র হতে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৬/৮৫)

২৭৮০

না, না গো না, চলিয়া যেও না, যে আসে সরে যায় তুমি লুকিও না।।

শাদা মেঘের ফাঁকে উঁকি দেয় বিধু, মনের মাঝে নাচে উচ্ছলতা মধু।
পুলকে শিহরিয়া ওঠে আমার হিয়া এ পরিবেশে মুছে' দিও না।।

তুমি আমার প্রিয় আমি কি নই তব, তবে কেন ঢাল প্রীতি নব নব।
ভুলোকে দ্যুলোকে রয়েছ চিদালোকে, সে আলোকে ম্লান কোর না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৬/৮৫)

২৭৮১

তুমি যে পথ দিয়ে গিয়েছিলে প্রিয়, সে পথে আজও সুরভি রয়েছে।
যে গান গেয়েছিলে সুরে তালে তা মর্মে আছে।।

ভুলিনি তোমার কথা ভুলিতে পারিনা,
তুমি যে আমার শত জনমেরই সাধনা।
কাছে না থাকিলেও মন দূরে থাকে না, তব ভাবে মেতেছে।।

তুমি ভুলিয়া গেলেও আমি নাহি ভুলিব,
সকল আকুতি নিয়ে তব গীতি গেয়ে যাব।
দুর্লঙ্ঘ্য গিরি উৎক্রমি' চলিব, অনুরাগ মোরে বেঁধেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৬/৮৫)

২৭৮২

মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে তারই ফাঁকে আলো।

অনুক্রমণিকা

জীবনটা নয় শুধুই কালো এতেও আছে ভালো।।

মন পবনের মেঘ উড়িয়ে দাও যদি ঝঞ্ঝা জাগিয়ে।
ঝলমলিয়ে উঠবে আকাশ সে দীপ আজই জ্বালো।।

জীবনে মেঘ এসেই থাকে, ব্যথার বিষাদ সুখকে ঢাকে।
তুচ্ছ করে' এগোও তাকে প্রীতির পীযূষ ঢালো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৬/৮৫)

২৭৮৩

এই আলোঝরা নিশীথে মন্দ মধুরবাতে মমতা মাখিয়ে দিয়েছ।
মনের যত গ্লানি নিঃশেষে নিলে টানি' নিষ্কলুষ করেছ।।

তব করুণা স্রোতে অসীম উৎস হতে যে ধারা আনিয়া দিলে।
সম্বোধি সম্পাতে তাহাতে চেতনা ভরেছ।।

কেউ কোথা' পর নাই সবাই আপন ভাই,
পরিচয় না জানায় কাছে দিইনিকো ঠাঁই।
আজ ভুল বুঝিয়াছি সবারে সাথে নিয়েছি ভুল ভেঙ্গে কূপা ঢেলেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৬/৮৫)

২৭৮৪

আমি মর্মে চেয়েছি তোমারে রাখিতে চাহিনি বাহিরে।
শুধু অনুনয় শুধু এ বিনয় ভুলিয়া থেকো না দূরে।।

কুবেরের যত রতন পেয়েছি, যাচিয়া বুঝিয়া হতাশ হয়েছি।
শ্রেষ্ঠ রত্ন তুমি জানিয়াছি, থাক আমারে ভরে'।।

অনুক্রমণিকা

যত দেখিয়াছি যত শুনিয়াছি, সবই অলীক বুঝিতে পেরেছি।
সাশ্রু নয়নে যাচিয়া চলেছি করো করুণা মোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৬/৮৫)

২৭৮৫
ভালবেসেছিলে, আঁধার ঘরে আলো জ্বেলেছিলে।
হারানো সুরে সুরে মন প্রাণ ভরে' দিয়েছিলে।।

ভাল শুধু তুমি ৰাস, একলাই তমসা নাশ।
মনেরই গহনে হাস, সে হাসিতে ধরা পড়েছিলে।।

রূপকার তুমি এ ধরার স্পন্দনে আছ সবার।
স্বননে আছ অলকার মালিকা মধুতে মাখা ছিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৬/৮৫)

২৭৮৬
দ্যুলোকে ভূলোকে ভরিয়া রয়েছ, রয়েছ আঁখির পলকে।
তোমারে খুঁজিতে নাহি হয় যেতে তীর্থে সাগরে নগকে।।

মনের গহনে ঠাঁই করে' নিয়ে, মনকে আমার দিয়েছ রাঙিয়ে।
অস্তি-ভাতি-আনন্দ দিয়ে উচ্ছলিয়া পুলকে।।

ভাবিতে পারি না তুমি ছাড়া কিছু, ছায়াসম ভাব চলে আগুপিছু।
যে বা যেথা যবে ছিল উঁচু নীচু ভেদ ভুলে মেশে অলীকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৮৭

তুমি কাছে থেকে দূরে।
মনে থেকে মনকে দেখে চলেছ, দেখিতে পাইনা তোমারে।।

কুসুমের মাঝে সুরভি ঢেলেছ, তরুতে মরুতে নাচিয়া চলেছ।
অনাদৃতকে নিকটে টেনেছ, লীলায় কাঁদিও না মোরে।।

তটিনীর জলে তুমি চঞ্চল, প্রাণের আবেগে তুমি উচ্ছল।
রত্ন সায়রে তুমি ঝলমল, অন্তরে বাহিরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৬/৮৫)

২৭৮৮

গান গেয়ে তুমি পথ চলেছিলে বলেছিলে কণ্ঠ মেলাতে।
দূরে থেকে আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি কাছে আসিনিকো লজ্জাতে।।

ছিল লাজ-ভয়, ছিল সংশয়, ভাবিয়াছি তুমি আপনার নয়।
ভ্রম সরে' গেছে সম্বিৎ এসেছে আজকে তোমায় খুঁজি পথে।।

খুঁজে বেড়িয়েছি অরণ্যানীতে সুবিস্তীর্ণ গিরি হিমানীতে।
না পেয়ে বাহিরে বনে কান্তারে খোঁজ করি আজ মনেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৬/৮৫)

২৭৮৯

যে তরী ভাসিয়েছিলুম আজিকে, সে তরী যেন অবাধে এগিয়ে যায়।
অৰাধ মানে ৰাধা বিহীন নয়, ৰাধাকে যুঝে যেন সে সুমুখে ধায়।।

অনুক্রমণিকা

দগ্ধ কপালে যার প্রলয় টিকা, তুমি তার রুদ্র বহ্নি শিখা।
রুদ্র কিংবা মধুষ্যন্দ যা হও, সাথে আছ জেনে' চলি তব ভরসায়।।

ষড় ঋতুতে আস নব নব রূপে, কখনো মধুর কখন বিরূপে।
বিরূপ যদি বা হও, হয়ো না বিমুখ, সরিয়ে নিও না তব করুণা ধারায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৬/৮৫)

২৭৯০
আগেও অজানা পরেও অজানা মাঝখানে শুধু চেনা শোণা।
কোথায় ছিলুম যাচ্ছি কোথায় চলেছি কবে থেকে জানি না।।

ছিল না আকাশ বাতাস মহীরুহ, গন্ধ মধুভরা ছিল না ষড়রুহ।
আশা ভালবাসার সমারোহ, বাক্ ভাবাতীত সে ভাবনা।।

অতীতে তুমি ছিলে থাকিবে তুমি শেষে, ভাসিবে অনন্ত চিতি পরিবেশে।
সবাই থেকে' থাকে তোমারই মাঝে, থেকে' যাবে তব এষণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৬/৮৫)

২৭৯১
মধুর এ মাধবী বনে তুমি এসেছ শ্যামরায়।
হাসিতে মাতিয়ে দিয়ে নাচিয়ে দিলে বসুধায়।।

ঝরে' পড়ে তোমার হাসি অধরেরই মুক্তারাশি।
সে হাসি রয়েছে মিশি' প্রীতিরই চিতি-যমুনায়।।

অনুক্রমণিকা

শল্পের শ্যামলিমা নীপে সুস্মিত সুষমা।
প্রণতি জানিয়ে বলে' মনে প্রাণে চাইছি তোমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৬/৮৫)

(Honey)মধু + অন্= মাধব; স্ত্রীলিঙ্গে মাধবী; মা = প্রকৃতি, ধব= স্বামী; মাধব মানে (প্রকৃতির স্বামী ইত্যর্থে) পপরমপুরুষ

২৭৯২

তব পথ ধরে' আসিয়াছি চলে' শুণি নাকো কে বা কি যে বলে।
তব অম্লান দ্যুতি অহেতুকী প্রীতি মনের মুকুরে ঝলমলে।।

তুমিই লক্ষ্য করুণাসাগর এক বিন্দুতে ভরে যে গাগর।
তাহাতে ভাসিয়া চলে চরাচর চেতনা উদধি উছলে।।

চলার পথের তুমি প্রভু আদি, জনে জনে ঢালো চিতি সম্বোধি।
পরিক্রমার তুমিই অবধি ভূলোকে দ্যুলোকে নভোনীলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৬/৮৫)

২৭৯৩

ভালবাসা দিলে হতাশা সরালে আলোর সায়রে করালে স্নান।
মুক্তি মন্ত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে নবতর ভাবে ভরালে প্রাণ।।

যেথা যত অণু পরমাণু ছিল, তব প্রেরণায় নাচিয়া উঠিল।
অযুত ছন্দে মোহনানন্দে সবে গেয়ে চলে তোমারই গান।।

নিকটে সবে এল গেল ব্যবধান, তোমার মাঝে পেল প্রীতির আধান।

অনুক্রমণিকা

তুমি নহ দূরে, আছ মনে ভরে', বাতাসে নভে ভাসে, এ কলতান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৬/৮৫)

২৭৯৪

মদির আবেশে কুসুম সুবাসে এসো এসো, প্রীতিঘনভাবে এসো।
রঞ্জিত অধরে মাধুরী নিকরে হাসো হাসো রসঘন রূপে হাসো।।

তোমারে খুঁজেছি প্রিয় দূরে বহুদূরে, দর্শন পাইনিকো শুণিনি নূপুরে।
আজিকে ধরা দাও মনের মুকুরে, রেখো না অনুপপত্তির লেশও।।

চঞ্চল পবনে লীলায়িত স্বননে ঊহ-অবোহেতে মধুর রণনে।
মনের গহন কোণে চেতনার শিঞ্জনে নব ঘন দ্যুতিতে ভাসো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৬/৮৫)

স্বনন= বাতাসের আওয়াজ; অনুপপত্তি = অভাব; শিঞ্জন= নূপুরের আওয়াজ

২৭৯৫

তারার প্রদীপে ধরার সমীপে যে সন্ধ্যা এল আজিকে।
ৰৱণ করিয়া মননে ধরিয়া রেখে' দোব প্রতি পলকে।।

ভুলিবার নয় এ মধু প্রদোষ, তুমি এসেছিলে ভুলি' শত দোষ।
বজ্র নিনাদে দিয়ে নির্ঘোষ শুদ্ধ করিলে চকিতে।।

এ সন্ধ্যা সদা স্মরণে রহিবে, বিষাদের মাঝে চেতনা ভরিবে।
ব্যথার তমসা দূরে সরাইবে সম্বোধির আলোকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৭৯৬

মোর চিদাকাশে বিমুক্ত বাতাসে তোমারেই ভাবি বারে বারে।
তুমি আছ তাই রয়েছে সবাই, নাচে তোমারেই ঘিরে' ঘিরে'।।

অমরার সুখ মর্ত্যের দুঃখ, স্বপ্ন মাধুরী বিজড়িত মুখ।
জানা নাহি জানা যত ভুল চুক সরিয়া দাঁড়ায় বহুদূরে।।

সকল দ্যোতনা উৎসারিত তোমা হ'তে হয়ে তোমাতেই স্থিত।
বিষাদ বেদনা ভাবে সমাহিত থেকে যায় তব প্রীতিহারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৬/৮৫)

২৭৯৭

আলোর ধারা এল মনে প্রাণে, আমার প্রাণে সবার প্রাণে।
পূর্ব ক্ষিতিজকে রাঙিয়ে দিয়ে নিশার তমসারই অবসানে।।

কালনিদ্রার জড়তা কেটে' গেছে, নব জীবনে দ্যুতি এসেছে।
আত্মপরের বিভেদ সরেছে চির নূতনেরই গানে গানে।।

কে গো তুমি আড়ালে রয়েছ, লুকিয়ে থেকে নাচিয়ে চলেছ।
কে ছোট কে বড় ভুলে' গেছ শুচি করে' দিলে মুক্তি স্নানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৬/৮৫)

২৭৯৮

কাঁদব কেন বসে' তুমি আছ পাশে, তোমার লীলায় আমি আছি।
অশনি নিপাতে করকা সম্পাতে তোমাকে চিনে' নিয়েছি।।

অনুক্রমণিকা

জ্যোৎস্না রাতে তুমি হাস, স্নিগ্ধ আলোয় ভালবাস।
বরষা কলাপে নাচ, কেতকী পরাগে ভাস, মননের গহনে দেখেছি।।

আপন পর নেইকো তোমার, সঙ্গে আছ সদা সবার।
সকল আলোর দীপাধার, আত্মার আত্মীয় অপার, সার সত্য এখন বুঝেছি।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৬/৮৫)

২৭৯৯
তোমারে যখন দেখেছি তখন আমের মুকুলে মধু ছিল।
কিংশুক কুল বর্ণে আকুল গন্ধের আশে চেয়েছিল।।

পারুল শিমুল একপাশে থেকে কথা কয়েছিল কণকালোকে।
ক্ষুদ্র বকুল দুলেছে দোদুল সুরভিতে মেতে' হেসেছিল।।

তারপর কতকাল কেটে' গেছে, কত নিশা মোর আঁধারে মিশেছে।
এখন স্বপনে ভাবি মনে মনে কী মধুর দিন এসেছিল।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৬/৮৫)

২৮০০
গানে গানে তুমি এসেছ, প্রাণে প্রাণে মিশেছ।
ধ্যানে তুমি ধরা দিয়েছ, মনের মুকুরে হেসেছ।।

গুণের তোমার নাই তুলনা, রূপে তুমি হারিয়ে যাও না।
সবার মাঝে আছ তবু সবারই ঊর্ধ্বে রয়েছ।।

তুমি করুণারই সাগর, স্বর্গ-মর্ত্য জানে চরাচর।

অনুক্রমণিকা

চাওনা কোন কিছু তবু সবই নিয়ে নিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৬/৮৫)

২৮০১

চম্পক সুরভি মাখা।
মনের আলোকে দেখেছি তোমাকে মমতাঞ্জনে আঁকা।।

অসীম উৎস হ'তে তুমি এসেছ, অনন্ত দ্যোতনায় ভালবেসেছ।
তুমি কী না করেছ, হিয়া ভরেছ, ছিলে সোণালী প্রীতি ঢাকা।।

বনের ফুলের সাজে মধু মেখেছ, মনের মঞ্জুষাতে নেচে চলেছ।
তুমি ত্রুটি ভুলেছ, ক্ষমা করেছ, ভাঙাগড়া সব কিছু করেছ একা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৬/৮৫)

২৮০২

এসেছিলে পাশে মলয় নির্যাসে, তখন তোমাকে বুঝিতে পারিনি।
হাসিতে ছিল বঁধু চিদাকাশের বিধু, চেয়ে দেখেও তোমাকে চিনিনি।।

জ্যোৎস্না নিশাতে আলোক ছেয়ে গেল, হৃদয় উত্তাল পলকে কেন হ'ল।
চেয়ে দেখি আলো তুমিই ঢেলে' চল,
চাঁদেরও যে আলো তোমারই জানিনি।।

ৰলিলাম কেন দূরে দূরে ছিলে, আমারে আঁধারে ঢেকে' রেখেছিলে।
ৰলিলে আমারে দেখনিকো ফিরে', তোমার মন ছাড়া কখনো হইনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৮০৩

ৰলিয়া গিয়াছিলে আসিবে যথাকালে, সেকাল আজও কি এল না।
বসিয়া আছি একা জলে আঁখি ঢাকা, একথা তুমি কি ভাব না।।

কেন যে কথা দিলে, কেন বা ভুলে' গেলে,
কেন যে আমারে আশায় রেখে' দিলে।
আস নাহি আস, ভালৰাস না ৰাস, এভাবে নিরাশ করো না।।

তুচ্ছ আমি অতি তুমি যে বিশাল, তব চরণ ঘিরে' নাচে মহাকাল।
ছন্দে ছন্দে রন্ধ্রে রন্ধ্রে উদ্বেল করো এষণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৬/৮৫)

২৮০৪

এই বর্ষণস্নাত নিশীথে ভরা কেতকীর রেণুতে।
ছন্দে ছন্দে গন্ধে গন্ধে মন ছোটে যেন কী পেতে।।

এ নিশীথে আছে করুণার ধারা, আবেশে আঁখির বিজড়িত তারা।
তমসার মাঝে প্রীতির পসরা এনে দিলে কে বা চকিতে।।

এ নিশীথ যেন বারে বারে আসে, মৌন মনের মধুরিমা মিশে'।
সুরসপ্তকে বীণার পরশে ঝংকার তুলে' নিভৃতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৬/৮৫)

২৮০৫

সুরভিত নীপনিকুঞ্জে তুমি বরষা-ধারা।
কিশলয় পল্লবে নেবে' এসেছ হ'লে মধুতে হারা।।

অনুক্রমণিকা

তোমার কাছে ভেদ-বিভেদ নাই, বৃহৎ-ক্ষুদ্র তারতম্য না পাই।
যেমনই যে হোক, যে বা পথহারা তুমি তার ধ্রুবতারা।।

তাই তো প্রভু তুমি দয়ার সাগর, তব কণিকায় ভরা প্রীতির গাগর।
দুঃখে তাপে বেদনাসম্পাতে তুমি করুণা-ঝরা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৬/৮৫)

২৮০৬

তোমারে দেখিনি, কোন বাণী শুণিনি, তবু ভালবেসেছি, ভালবেসে' যাব।
কাছে চেয়েছি, ভাবনাতে দেখেছি, ভাবনা জাগিয়ে রাখিব।।

বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি জানি, তবুও তোমাকে মোর বলে' মানি।
ক্ষুদ্র হৃদয়ে পাতা আসনখানি যতন করে' সাজাব।।

কৃষ্ণ মেঘের আড়ালে তুমি বিধু, ঈতির দুর্বিপাকে প্রীতির মধু।
দূরে আছ ভেবে কেঁদে গেছি যে শুধু, তব রঙে মন রাঙাব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৬/৮৫)

ঈতি = বড় রকমের বিপদ

২৮০৭

তোমারে খুঁজিয়া গেছি বনে বনে, মনের কোণে খুঁজিয়া দেখিনি।
তীর্থে গেছি কত ব্রত করেছি, এত কাছে আছ কখনো ভাবিনি।।

অলখপুরুষ তুমি ভাবের আলো, সবার গভীরে থেকে' বাসো ভাল।
উদ্বেগ বিজড়িত নয়নে ঢাল প্রীতির ফল্গুধারা দিবা যামিনী।।

অনুক্রমণিকা

অল্প বুদ্ধিতে যা' ভাল বুঝেছি, সর্বশক্তি দিয়ে তা-ই করেছি।
রাগে অনুরাগে ভুলে' জ্ঞানে মজেছি, পত্রে মসীতে ধরিতে পারিনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৬/৮৫)

২৮০৮

আমার এ প্রীতি শুকাইবে যদি তুমি চিদাকাশে কেন এসেছিলে।
মনের মুকুরে চেতনার নীরে চেয়ে' কেন হেসেছিলে।।

বলেছিলে মোরে আসিবে আবার, ফুলে ফলে ভরে' দেবে বার বার।
পাখীর কুজনে বনে নির্জনে গানে গানে কেন ভরেছিলে।।

চেতনা ছিল না ঘুমিয়েছি যবে, সেদিনের কথা ভাবিয়া কি হবে।
সম্বিৎ দিলে, এষণা জাগালে, তারপর কেন সরে' গেলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৬/৮৫)

২৮০৯

এই কুসুমিত কিংশুক কুঞ্জে ছিলুম দু'জনে তুমি আমি নিরজনে।
আগুন লাগান ফুলে উঠেছিল দুলে' দুলে' তোমার সুষমা চেতনার অনুরণনে।।

অমরার সুধাভার নিজে এসেছিল নেবে',
কৌস্তুভ মণিহার ছিল দ্যুতি বৈভবে।
প্রাণ ছিল উচ্ছল জীবনের উৎসবে, জীবনদেবতা মোর এসেছিল গোপনে।।

চেতনার শেষ কথা তোমাতে মিশে' থাকা,
তোমার ভাবনা নিয়ে তোমারই মাধুরী মাখা।

অনুক্রমণিকা

সব কিছু ভুলে' গিয়ে এককেই শুধু ডাকা, তাকেই ধরে' রাখা স্মরণে মননে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৬/৮৫)

২৮১০

(আছ) কুসুম-সুবাসে মনের মধুমাসে তোমার গুণের নাহি তুলনা।
চঞ্চল পবনে বনে উপবনে ভেসে' চলে যায় তব দ্যোতনা।।

সবাই আসে যায় অতলে তলিয়ে যায়, বুদবুদ সম ক্ষণতরে মনকে নাচায়।
আসা-যাওয়া নাহি তব অখণ্ড অনুভব, এ অনুভূতির উপমা মেলে না।।

সবাই ভুলিয়া যায়, চেনা মেশে অচেনায়,
দুর্মদ সংস্কারে না জানে কোথায় ধায়।
তুমি শুধু চিরসাথী থেকে' যাও দিবারাতি, পথ চলিবার গানে দিয়ে প্রেরণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৬/৮৫)

২৮১১

আঁধার নিশায় তুমি ধ্রুবতারা তব গুণে ভরা বসুধা।
সবার সঙ্গে আছ মধুক্ষরা, তব নামে রয়েছে সুধা।।

এগিয়ে চলার পথে দাও প্রেরণা, ৰাধায় যুঝিতে প্রকরণ নানা।
তব ভাবে মিশে' যায় জানা অজানা, সন্তুষ্টি আনে মিটায়ে ক্ষুধা।।

শারদ ঊষায় সাঁঝে মধুমাসে, ধরণীর প্রীতিভরা সমুল্লাসে।
আনন্দ ভরো প্রাণোচ্ছ্বাসে, নিবৃত্তিতে মেশে হাসা-কাঁদা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৬/৮৫)

২৮১২

বেতস কুঞ্জে এসেছিল সে যে কাহার লাগিয়া কিছু বুঝিনি।
চিনিতে দেয়নি, জানিতে দেয়নি, আপনার কোন কথা বলেনি।।

শুধু হেসেছিল মুখপানে চেয়ে অমরা মাধুরী অধরেতে নিয়ে।
আকাশ বাতাস ফেলেছিল ছেয়ে' তবুও তাকে চিনিতে পারিনি।।

চলে' গেল যবে আপনার কাজে স্মিতালোক মাঝে কুসুমের সাজে।
নন্দিত গানে স্পন্দিত নাচে সেদিনের কথা আজও ভুলিনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৬/৮৫)

বেতস = বাঁশ

২৮১৩

তোমারে চাহিনি দূরে রাখিতে, চেয়েছি মনের গহনে, চেতনারই অবগাহনে।
বুঝিতে পারিনি শুণেছ কি শোণনি মর্মের সেই বাণী মধুরের অনুধ্যানে।।

এসো তুমি ধীরে ধীরে মননের গভীরে।
স্বর্ণবেলার 'পরে কালের মুক্তি স্নানে।।

দেখা নাহি দাও ক্ষতি নাই, ডাকিলেই যেন কাছে পাই।
তব নাম গান যেন গাই স্বপ্নে ও জাগরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৬/৮৫)

২৮১৪

আমি অণুর ছায়া, তোমার ভূমার মায়া,
আমার সাধ্য কি কই তোমায় বসতে কাছে।

অনুক্রমণিকা

তবু ভালবাসি, আমার কান্না হাসি তোমায় ঘিরে' ঘিরে' রয়েছ।।

ভোরের কাননে ফোটে যত ফুল, যে রঙিন সাঁঝ মনকে করে আকুল।
শিশির বিন্দু ভাবে দোলে দোদুল দুল, সব কিছু তোমাতেই মিশেছে।।

আমি জলকণা তুমি নভের বিধু, আমার বুকে ভাসে তোমার মধু।
তুমি কও না কোন কথা হাস শুধু, তোমার প্রীতি আমায় টেনেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৬/৮৫)

২৮১৫

মানবতা আজ ধূলায় লুটায়, তুমি কেন দূরে রয়েছ।
কোমলতা উপলে হারায়, তুমি কি তাকিয়ে নাহি দেখেছো।।

পুষ্প পরাগ হয়েছে স্থাণু, চন্দন হয়ে গেছে দৈত্য তনু।
মর্মের কোণে কোণে কুসুমের কাননে গরল ভাসিতে কেন দিয়েছ।।

যুগ যুগান্তরের যত সাধনা, যাহা কিছু ছিল ভাল শুভ-ভাবনা।
সবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে জ্যোৎস্নালোকে বিষিয়ে, দানবে নাচিতে কেন দিতেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৬/৮৫)

২৮১৬

দূরে থাকিলেও তুমি যে আমার।
তোমার বসুধায় রয়েছি, তোমাকে নিয়েই আমার এ সংসার।।

দ্রুতগামিনী তটিনীর তট 'পরে, ছুঁয়ে আছ তুমি তুষার শিখরে।
আঁখির অশ্রুতে ভাবের পয়োধিতে সবার চাইতে তুমি আপনার।।

অনুক্রমণিকা

পলে বিপলে প্রভু আছ অণুপলে, তোমার প্রীতিধারা ভুবনে উচ্ছলে।
না জেনে সবে আছে তব দেওয়া সাজে, জীবন-আহবে তুমি সুধাসার।।.

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৬/৮৫)

২৮১৭

(মম) মানস মাধবী কুঞ্জে শ্যাম, তোমারে চাই যে সতত।
আমি করে' যাই তব অনুধ্যান মন মোর তোমাতে নিরত।।

চিত যমুনা পুলকে উছলে, তব ভাবনায় প্লাবিয়া দু'কূলে।
একা নিরজনে শুণি মনে মনে কে যেন কহিছে কথা কত।।

আর কোন ভাবনা মন মানে না, তোমার কথাই ভেবে' যায় নানা।
ভাবের গোকুলে ভুলে' গিয়ে কূলে অনুভূতি ভাসে শত শত।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৬/৮৫)

২৮১৮

গান ভেসে' যায় সুরের মায়ায় কোন্ অজানায় কে জানে,
কে জানে ৰল কে জানে।
নিশা সরে' যায়, আলো ঝলকায় নোতুন ঊষার আগমনে।।

আলোকে আঁধারে তুমি ভরে' আছ, তন্দ্রার জড়িমাতে রয়ে গেছ।
বিশুষ্ক প্রাণে মরুর শয়নে মারবী তৃষ্ণার অবসানে।।

পাওয়া না-পাওয়ার ঊর্ধ্বে রয়েছ, সকল চাওয়ার শেষ দেখিয়েছ।
অযাচিত দানে রূপের বিতানে রূপাতীত ধরা দিলে ধ্যানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৮১৯
এই আলো-ঝরা ফাল্গুনী সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার অবগাহনে।
তব পথ চাওয়ায় রঙিন হাওয়ায় ক্লান্তি আসে না কোন মনে।।

মনে নেই কত যুগ এভাবে চলে' গেছে,
কত মধুমাস কেঁদে' আঁধারে হারিয়েছে।
যেথায় তুমি ছিলে যেভাবে হেসেছিলে, তেমনি আছ ছন্দে ও গানে।।

জানি না কত যুগ এভাবে চলে' যাবে,
প্রীতির পসরা নিয়ে তুমি কবে আসিবে।

মনের নিভৃত কোণে চেতনার অনুরণনে,
দূর আকাশের বিধু মিশিবে প্রাণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৬/৮৫)

২৮২০
তাল-তমালীর বনে মাঝে, কে গো এলে মোহন সাজে।
বাইরে ঘরে দিলে ভরে' অলখ দ্যুতি দূরে কাছে।।

তুমিই আমার আঁখির কাজল, মানস সরের স্বর্ণকমল।
উৎসারিত ঝর্ণারই জল ঊষর মরুর মাঝে।।

চাই না কিছু তোমায় ছাড়া, তুমিই যে মোর ভুবন-ভরা।
একা তুমি জগৎজোড়া মাতাও গানে নাচে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৮২১

আমার ছোট্ট মনে প্রভু এসো।
বিরাট তুমি অণু আমি, তবুও মোর ঘরে বসো।।

ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র যে মন, তবু তোমায় ভাবি আপন।
তোমার রঙে রাঙিয়ে দিয়ে মধুর মোহন ভাবে হেসো।।

নেই কোন গুণ, পুণ্যেরই বল, নেইকো বিদ্যা শুভ্রোজ্জ্বল।
আছে শুধু প্রীতির কমল, তাতেই সুবাস হয়ে' ভেসো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৬/৮৫)

২৮২২

পথ চেয়ে আছি কতকাল ধরে' তোমারই তরে, তুমি ভুলে' গেছ আমারে।
কত পল অনুপল চলে' গেছে আশা ভরা অন্তরে, আমি বোঝাব কাহারে।।

সেই তরুরাজি সেই তারাগুলি কবে হারিয়েছে, গিয়েছি যে ভুলি'।
সন্ধ্যা আকাশে রক্তিমাভাসে সে স্মৃতি কাঁদিয়া মরে।।

ভেবে' ভেবে' কুল কিনারা না পাই, কোথা হ'তে এসে' কোথা' ভেসে' যাই।
আশা-নিরাশা শত জিজ্ঞাসা নাচে যে তোমারে ঘিরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৬/৮৫)

২৮২৩

দূরে ছিলে কাছে এসেছ আশার মুকুরে হেসেছ।

অনুক্রমণিকা

দু'হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছ, রূপাতীত রূপে ভেসেছ।।

পুষ্পে পুষ্পে শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী,
তোমাতেই তন্ময়, তোমারে স্মরে' যে ডাকি'।
সবারে মনের মণিমঞ্জুষাতে রাখি' সবার সঙ্গে লীলা করে চলেছ।।

তন্দ্রা জড়িমাতে ভরা যাহাদের আঁখি,
নিজেরেই ভুল বুঝে' নিজেরে দেয় যে ফাঁকি।
তাদের মননের আড়ালে লুকিয়ে থাকি' গরলপাত্রে সুধা ঢেলে' দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৬/৮৫)

২৮২৪

বরষামুখর রাতে দামিনীর দমকেতে,
ঘুম ভেঙ্গে মন ভেসে' যায় কোন্ অজানায়।

কাছে নাহি দেখা যায়, দূর ঢাকা তমসায়,
সেই পরিবেশে বসে' গানে চেয়েছি তোমায়।।

মেঘের 'পরে মেঘ অঝোরে ঝরিয়া গেছে,
ধরণীর সব রঙ বারিরাশি ঢেকেছে।
প্রাবৃটের* আগমনে দাদুর ডেকে' চলেছে,
সবার ঊর্ধ্বে তুমি হেসে' চল অলকায়।।

অন্ত নাহিকো প্রভু তোমার কোন লীলার,
রঙে রূপে পরিবর্তন আন সবাকার।
মোহনিদ্রা ভেঙ্গে' খোল দ্বার চেতনার,

অনুক্রমণিকা

পুলকে প্রতি পলকে নেচে' চল কী মায়ায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৬/৮৫)

**প্রাবৃট= ঘন বরষা*

২৮২৫

কে গো তুমি না বলে' এলে তোমার রঙে রাঙিয়ে দিলে।
তোমার ভুবনে টেনে' নিলে।।

বসুধাতে তব তুলনা মেলেনা, বুদ্ধি বৈভব ধরিতে পারে না।
মনে চাপা ছিল পাবারই এষণা, সেকথা কি আজ শুণিতে পেলে।।

হাসিতে আছ তুমি, বাঁশীতে তব ধ্বনি,
রূপে রূপাতীতে তোমারই কথা শুণি।
নিজের বলিয়া তোমারে শুধু জানি, তাই কি এ জোয়ার বহায়ে দিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৬/৮৫)

২৮২৬

কভু শুয়ে বসে' কখনো দাঁড়িয়ে উপল কুড়িয়ে ভরিয়েছি ঘর।
জীবননদীর কভু ধরে' তীর খুঁজিতে যাইনি কোথায় সাগর।।

সরিতার স্রোত উজানে চলেছে, জোয়ার এসেছে মন জানিয়েছে।
সাগর দূরে কি কাছে রয়েছে জানিবার পাইনিকো অবসর।।

ভাঁটার টানেতে জল সরে' গেছে, সাগরের কথা মনেতে পড়েছে।
মিলিবার তরে এষণা জেগেছে আকর্ষণে ভুলে' আপন-পর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৬/৮৫)

২৮২৭
তুমি আছ প্রভু, আমি আছি, আছে এ জগৎ।
অণু আছে ভুমাও আছে, আছে ক্ষুদ্র-মহৎ।।

ফুলে ফুলে ঘুরে' বেড়াই, মধুর আশে সবখানে যাই।
সকল মধুর আধার যে পাই তোমাতে তুমি বৃহৎ।।

জ্যোৎস্নালোকে তুমিই মধু, দূর নীলিমার মধুর বিধু।
যা কর ভালবেসে' শুধু না ভেবে' সদসৎ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৬/৮৫)

২৮২৮
প্রাণের আবেগ ভরা, প্রীতির উষ্ণতা ঝরা
কে গো তুমি এলে আজি আমারই মনে।
চিনিতে পারিনি, বুঝিতে পারিনি, উদ্বেল হয়ে গেছি কেন জানিনে।।

কখনো দেখি নাই, কখনো শুণি নাই,
এত কাছে পাব তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।
ভাষার অতীত তীরে আলোর সুধাসায়রে
আমারে মাতিয়ে দিলে ছন্দে গানে।।

বুদ্ধিতে বুঝি নাকো কী যে তুমি করে' যাও,
লীলার 'পরে লীলাতে কেন জীবেরে নাচাও।
তুমি তর্কাতীত রূপমাঝে রূপাতীত, হৃদয়ে মধুরালোকে হাসো ধ্যানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

মধুরাবেশে এসো ধ্যানে

২৮২৯

আমায় ছেড়ে' কেমন করে' ওগো প্রভু আছ দূরে।
অশ্রুভরা আঁখি আমার দেয় না কি দুঃখ ক্ষণতরে।।

দিবস ফুরায় সন্ধ্যা ঘনায়, যুগের পরে যুগ চলে' যায়।
ফুল ফোটে আর ধরায় লুটায় বেদনারই আঁধার পুরে।।

নয়কো বেশী আমার চাওয়া, একটি সুরই সেধে' যাওয়া।
সে সুরেতেই গীতি গাওয়া তোমার চরণ ধূলার 'পরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৬/৮৫)

২৮৩০

কাজলা মেঘের অবসানে গানে গানে তুমি এলে।
বাদলা দিনের তমিস্রাকে জ্যোৎস্নালোকে ছেয়ে দিলে।।

কত লীলাই তুমি জান, মনের মধু বাইরে আন।
ঘরকে ভুলে পরকে টান অমানিশায় আলো জ্বেলে'।।

আলোর ঝর্ণা রূপসায়রে যেথা মেশে দিগন্ত পারে।
সেথায় এসে' চুপিসারে প্রীতির কথা কয়ে গেলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৬/৮৫)

২৮৩১

তন্দ্রা-জড়িমা ছিল আঁখির তারায়, অন্ধকারে কিছু দেখা নাহি যায়।
তমসা উৎসারে শুধু তমসায়, তোমারই আলোকে প্রভু দেখেছি তোমায়।।

অনুক্রমণিকা

গঙ্গোত্রীর ধারা চলে সাগরের পানে,
শ্যামল সুষমাধারা বক্ষে প্রীতিতে এনে'।
ফুলে ফলে সবারে ভরে' দেয় নাচে গানে,
অলকার আলোকেতে সে সরিতা ঝলকায়।।

মনের মধুর ভাব সে আলোকে জেগে' যায়,
যত ক্লান্তি ভ্রান্তি পলকে হারায়।
অণুচেতনার মাঝে তুমি আছ ফুল সাজে,
সবারে নাচিয়ে চল সুমধুর দ্যোতনায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৬/৮৫)

২৮৩২

কমলবনে তুমি সৌরভ প্রিয়।
পুলকে আলোকে নাচিয়া চল, তুমি হাসির ঝলকে আদরণীয়।।

তোমার রূপের কোন প্রতিরূপ হয় নাকো,
আকাশে বাতাসে সর্বত্র মিশে' থাক।
প্রীতির পরাগ তুমি সবার পরাণে মাখ, উদারতার অভিব্যক্তিতে বরণীয়।।

ভাব সবাকার কথা কার কী বা প্রয়োজন।
গ্রীষ্মে শীতলানিল শীতের আচ্ছাদন।
নয়নে নয়ন রেখে' দেখে' থাক সকলকে, এই অনুরোধ পরাভক্তি সতত দিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৬/৮৫)

২৮৩৩

অনুক্রমণিকা

ডেকে' ডেকে' চাই তোমাকে শুণতে তুমি পাও না।
শুণলে পরে চাইতে ফিরে', থাকতে দূরে পারতে না।।

ডাকি তোমায় নিদাঘ জ্বালায় অসহ্য মরুর হল্কায়।
বর্ষা রাতে কেয়ার সাথে ভাসিয়ে পরাগ জান কি না।।

শরৎ সাঁঝে শিউলি সাথে কুশ-কাশেরই বর্ণে গীতে।
হেমন্তেরই শিশিরপাতে ভিজিয়ে ধরার লাঞ্ছনা।।

শীতের জড়তারই মাঝে আড়ষ্ট মন তোমায় যাচে।
বসন্তেরই ফুলের সাজে মধুর তোমায় রূপে নানা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৬/৮৫)

২৮৩৪
তুমি যদি নাহি এলে বৃথাই মালা গাঁথা, আমার বৃথাই গীতি সাধা।
দিনে রাতে থাকি মেতে' তোমার নামে হে বিধাতা।।

আলোর ঢেউয়ে দেখি তোমায়, তোমার প্রীতি অনন্তে ধায়।
অসীমেরই বার্তাবহ তুমি চির ইতিকথা।।

জগৎ আছে তোমার মাঝে, দুঃখে কাঁদে সুখে নাচে।
দুঃখ সুখের ঊর্ধ্বে তুমি চিরনূতন মধুরতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৬/৮৫)

২৮৩৫

অনুক্রমণিকা

তোমারে চেয়েছি আমি দুঃখের তমসায় জ্যোৎস্না নিশায় নাচে গানে।
ফুলের কাঁটাতে নীপের হাসিতে মন্দ মধুর মলয় স্বননে।।

তোমারে চেয়েছি আমি দেখিতে সকল স্থানে,
নির্জন গিরিশিরে মানে অভিমানে।
বেদনাবিধুর রাতে রঙে রাঙা সুপ্রভাতে পূর্বাচলে নব অরুণে।।

তোমারে চাওয়া মানে তোমারেই পেয়ে যাওয়া,
তব ভাবনায় মিটে যায় যে সকল চাওয়া।
মনকে প্রীতিতে ভরে' দাও তুমি থরে থরে উদ্বেল করা মধু স্বপনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৬/৮৫)

২৮৩৬

কত তপস্যা পরে তুমি এসেছ ধরা দিয়েছ।
কত যুগ আশা দিয়ে কত অশ্রু ঝরিয়ে এত দিনে কথা রেখেছ।।

ভাবিতে পারিনি আমি তুমি নিকটে আসিবে,
তোমার আলোকে মোরে উদ্ভাসিত করিবে।
যা ভাবিনি তাই হ'ল, অলকা মাধুরী এল, হে মোহন কাছে এসেছ।।

অনুরোধ উপরোধ কিছুই তুমি শোণনি,
শত চেষ্টায় তোমাকে গলাতে পারিনি।
এলে তুমি নিজে থেকে প্রীতির পরাগ মেখে', বুঝেছি করুণা করেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৬/৮৫)

২৮৩৭

অনুক্রমণিকা

আমার মালঞ্চে ফুটেছিল কত ফুল, তা' কি জান না।
আতপের তাপে তারা ঝরে যাবে, তুমি কি চাহিয়া দেখ না।।

আশায় আশায় দিন চলে গেছে, ফুলের পাপড়ি রঙ হারিয়েছে।
সুরভি ও মধু শূন্যে মিশেছে তুমি কি বুঝিতে পার না।।

সেই মধুমাস কবে যে আসিবে, ফলে ফুলে পুনঃ পুলকে হাসিবে।
জ্যোৎস্না নিশায় নভোনীলিমায় ধরা দেবে প্রীতি চেতনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৬/৮৫)

২৮৩৮
কদম্ব তলে তুমি এসেছিলে মন মোর বারে বারে সেই দিকে ধায়।
নীলাম্বুধি সম নভস্তলে ঊর্মিমালায় নেচে' সবারে নাচায়।।

তুমি ছিলে আর ছিল রূপের জগৎ, দু'য়ে বাঁধা পড়েছিল অণু ও বৃহৎ।
মিলে মিশে গিয়েছিল ক্ষুদ্র-মহৎ বাঁধভাঙ্গা হিয়া মোর মানেনি ৰাধায়।।

ৰন্ধন নিন্দা সামাজিক অপবাদ, সব ভয় ত্যজিয়াছি সকল প্রমাদ*।
তোমারে আরো কাছে পেতে শুধু সাধ,
চিদাকাশে এসো হেসে কুহেলী ৰেলায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৬/৮৫)

প্রমাদ = যার শুরুতে, মধ্যে, অন্তে সবেতেই ভুল*

২৮৩৯
বিশ্বের পরশমণি তুমি প্রিয় সবাকার।
তোমারেই শ্রেষ্ঠ জানি আঁধারে আশার জ্যোতি সার।।

অনুক্রমণিকা

তোমারে ভালো না ৰেসে' থাকিব কিসের আশে,
শেফালী সুবাসে ভাসে তব প্রীতি কুশে কাশে।
শরতের রুপালী মেঘে তোমারই স্মৃতি যে জাগে,
সরায়ে দেয় সে আঁধার বসুধার যত ব্যথা ভার।।

মনেরই ময়ূর নাচে, তব করুণা সে যাচে।
তোমারে চায় যে কাছে বিনিময়ে কলাপেরই হার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৬/৮৫)

২৮৪০
নীলাম্বু ধারায় ভেসে' যায় আমার চিত্ত তরণী। দু
র্দম বাতে ঘাতে প্রতিঘাতে কোথা যায় তাহা না জানি।।

কতবার রবি ডোবে আর ওঠে, রঙিন আলোক জলধিতে লোটে।
বর্ষের রেখা এঁকে' ললাটে আসে যায় দিবা রজনী।।

এই ভালো মোর শুধু পথ চলা, শুণে' দেখে' যাওয়া, কিছু নাহি ৰলা।
ভুলে' থাকা যত জীবনের জ্বালা না মেনে' বজ্র-অশনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৬/৮৫)

২৮৪১
সাগর বেলায় গান গেয়েছিলে, ছিলে আমারই সাথে।
ঝিনুক কুড়িয়ে ভরেছি আঁচলে, ভাবিনি কী কাজ তাতে।।

অনুক্রমণিকা

দিন চলে' গেছে, সন্ধ্যা এসেছে, সাগরে রাঙিয়ে রবি ডুবে' গেছে।
ঝিনুক কুড়ানো ৰন্ধ হয়েছে, নেই কোন কাজ হাতে।।

নিশার আঁধারে মরি ঘুরে' ঘুরে', ঝিনুকও পড়ে না দৃষ্টিগোচরে।
কী যে করি প্রিয় বলে' দাও মোরে তমসা পেরিয়ে যেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৬/৮৫)

২৮৪২
গানের ধারা এগিয়ে চলে পথ করে' নিয়ে তার মনের মতন।
সোজা ভাবে চলে' থাকে ঋজু তালে, কোন কুটিলতার সে মানে না ৰাৱণ।।

ভোরের পূর্বাচলে রঙিন ঊষায় বিহগেরা মধুরাগে গান গেয়ে যায়।
সাঁঝের কুলায় ঘর-ফেরা পাখী গায়, দেয় ভরিয়ে গগন।।

বজ্রের নির্ঘোষে তুমি গেয়ে যাও, অশনি-অট্টহাসে ভয়েতে কাঁপাও।
হতাশাগ্রস্ত মনে আশা ভরে' দাও, এ কথা জানে ভুবন।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৬/৮৫)

২৮৪৩
দূরে কেন আছ প্রভু কাছে এলে কী ক্ষতি হ'ত।
অনন্ত যেমন রয়েছ থাকতে তেমন দেশাতীত।।

যেমন আছ সবায় ঘিরে' অণু-পরমাণু ভরে'।
বাহির ভিতর আলো করে' রূপে গুণে অপ্রতিহত।।

অনুক্রমণিকা

তুমি আমি নইকো দু'জন, আমি তোমার, তব সর্জন।
স্রোতে ভাসা ফুলের মতন তোমার লীলায় আছি সতত।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৬/৮৫)

২৮৪৪

বর্ষণ মুখর রাতে কেকারই সাথে মন ভেসে' যায় তোমারে পেতে।
তুমি জান না, তুমি দেখ না, তন্দ্রা নাহি যে মোর আঁখিপাতে।।

কেতকী পরাগ বলে আমিও ভাসি, তারই কথা ভেবে' যেতে ভালবাসি।
তারই লাগি কাঁদি, তারই তরে হাসি, ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলি সে ভাবনাতে।।

নীপের কেশর পুলকেতে শিহরায়, আকাশ পানে সিক্ত নয়নে চায়।
সুরে ঝংকারে মন-বীণা গায়, মর্ত্য স্বর্গ নাচে তব মাধুরীতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৬/৮৫)

২৮৪৫

মনের গভীরে চুপিসারে তুমি এসেছিলে।
খুঁজেছি তোমারে বাহিরে বাহিরে, লুকিয়ে থেকে দেখে' হেসেছিলে।।

যে ধারা আকাশে ছিল স্বাতীর কক্ষে,
ঝরিয়া পড়িল তাহা সুক্তির বক্ষে।
পুলকে উছলি' ধরা হ'ল যে আত্মহারা
তাহারে তোমার তালে নাচিয়ে দিলে।।

নীরস শাখা শাখী ভরিল কিশলয়ে, বৃন্তাগ্রে কলি জাগিল মধু লয়ে।
পূর্ব অরুণাচলে সাত রঙা দীপ জ্বেলে' তব আগমন বারতা জানালে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৬/৮৫)

২৮৪৬

মনে এসেছিলে চুপিসারে নির্জন এই কুসুম বীথিতে।
মোরে ভরে' দিলে প্রীতি ভারে আজিকার এই নীরব তিথিতে।।

আঁধারে আলোকে লীলা চলে তব, অনুভূতি আনে নিতি নব নব।
ডালা উজাড় করে' ঢালো ঢালো যত আছে ফুল মাথা মাধুরীতে।।

আকাশে বাতাসে স্পন্দন তব বাহিরে গভীরে তব বৈভব।
মালা ভালবেসে' পর পর গাঁথিয়াছি যাহা সারা জীবনেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৬/৮৫)

২৮৪৭

স্বপন ভরা আয়ত আঁখি দূর নীলিমার মাধুরী মাখি'।
কে গো তুমি এলে আজি করাঘাতে দুয়ারে ডাকি'।।

চেয়েছিলুম যুগে যুগে, আসার আশে ছিলুম জেগে'।
রঙ লাগিয়ে কৃষ্ণ মেঘে বললে ব্যথার নেইকো বাকী।।

মধুমাসে রঙিন সাঁঝে, শরৎ ভোরের শিউলি সাজে।
তোমার দুন্দুভি যে বাজে দীন জীবনের দৈন্য ঢাকি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৬/৮৫)

২৮৪৮

অনুক্রমণিকা

আশায় আশা দিয়ে আমারে ভোলাবে কত।
দেখো চেয়ে আশা নিয়ে আছি বসে' অবিরত।।

ভেবেছিনু এ বরষায় দেবে ধরা সুর ধারায়।
বাদলে নাহিকো এলে হবে ভেবে জলস্নাত।।

ভেবেছি শারদ প্রাতে শেফালীতে শিশিরেতে।
কাছে পাব গান শোনাব নমি' আমি শত শত।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৬/৮৫)

২৮৪৯
আসিয়াছে আজিকে আষাঢ় বারি ঝরে ঝর ঝর।
খুলে ফেল মনের ৰদ্ধ দুয়ার, বিজলী ডাকে তাহা সহে না যে ত্বর।।

আতপ তাপিত চিতে এসেছে নূতন আশা,
নীরস মারব* প্রাণে জেগেছে ভালৰাসা।
রুক্ষতা সরিয়ে এনেছে শ্যামলতা বারি ভারে ভর ভর।।

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে নভঃ না পাই দেখিতে,
ধরণীও জলে ঢাকা পথ না পারি চিনিতে।
সীমারেখা হারিয়ে সবাই গেছে মিলিয়ে, এক হ'ল আপন পর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৬/৮৫)

**মারব = মরু + অন্*

অনুক্রমণিকা

২৮৫০

আলোর পর আলো তারও পরে আলো,
সে আলোতে ঢালো তোমার যত প্রীতি।
ভালোর চেয়ে ভালো তোমাকে বাসি ভালো,
আমার যত ভালো তোমাতে ঢালি নিতি।।

যেমন কাছে আছ তেমনি থেকে যেও, মধুরাননে মুকুতা ঝরিয়ে দিও।
প্রাণের চেয়ে প্রিয় তুমি যে বরণীয়, ভাবে ভাবাতীতে ভাসে তোমার দ্যুতি।।

সুরে তালে লয়ে মাধুরী ঝরিও, নিরাশ হিয়া-মাঝে আশা ভরিও।
আমি ভুলিলেও তুমি না ভুলে যেও, সীমা অসীমে গেও তব অমর গীতি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৬/৮৫)

২৮৫১

কুসুমের গায়ে রঙ ছড়ায়ে তুমি এসেছিলে মোর উপবনে।
বীণার তারেতে সুর ভরে' দিয়ে ঝঙ্কারে মাতালে ভুবনে।।

তুষারের মাঝে দিলে ধবলতা, শল্লপুঞ্জে স্মিত শ্যামলতা।
ছড়াইয়া দিলে প্রীতির বারতা আকাশে বাতাসে সবখানে।।

মানবের মনে দিলে মধুরতা আশা ভালৰাসা স্নেহ-সরসতা।
স্রোতে তরঙ্গে বহালে সরিতা মহাজীবনের অভিযানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৬/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৮৫২

কেন জানি না, কেন জানি না।
তোমাকে ভেবে' যেতে ভাল লাগে, না ভেবে' থাকিতে পারি না।।

রঙের ধারায় তুমি ধরায় হাস, প্রীতিতে আকাশে বাতাসে ভাস।
লীলা করে যেতে সদা ভালৰাস কোন কিছুরই নাহি তুলনা।।

মেঘের গর্জনে তুমি আছ, মলয় স্বননে মনে মধু ঢেলেছ।
কল্লোলে হিল্লোলে নেচে চলেছ এমনটি কারো কাছে পাব না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৭/৮৫)

২৮৫৩

গানে গানে আমি খুঁজেছি তোমারে তীর্থে সাগরে বনে বনে।
সরিতা ৰেলায় গিরি মেখলায় উল্কা তড়িৎ স্পন্দনে।।

যাহা দেখিয়াছি যাহাই শুণেছি, তাহারই মাঝারে তোমারে খুঁজেছি।
যাহা ভাবি নাই পথও পাই নাই শুধু সেথা যাইনি সন্ধানে।।

আগে জানিনিকো এত কাছে ছিলে, মনের কোণে গোপনে বসেছিলে।
তাতে অপচয় হ'ত না সময় পেতুম তোমায় ধ্যানাসনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৭/৮৫)

২৮৫৪

ৰেলা বহে যায় বলাকা পাখায় সন্ধ্যা ঘনায় চারিদিকে।
ওহে সুশোভন বিশ্বমোহন, বারেক দাঁড়াও দেখিব তোমাকে।।

অনুক্রমণিকা

ওগো অকরুণ, কেন না আস, তুচ্ছ ৰলে কি ভাল না ৰাস।
কী অবহেলায় জীবন ভেসে যায় একথা আমার বলিব কাকে।।

কণক রথে তুমি চলে যাও, আমার পানে ফিরে' না তাকাও।
তবু এ আশায়, আছি ভরসায় আসিবে তুমি অরুণালোকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৭/৮৫)

২৮৫৫
জ্যোৎস্না নিশীথে খুশী ভরা হাসিতে তোমারে বারে বারে চেয়েছি।
দুঃখেরই রাতে অশ্রু বেদনাতে সান্ত্বনা দিতে তোমারে পেয়েছি।।

সুখে সকলেই আসে, দুঃখে দূরে থেকে হাসে।
বিপরীত তব লীলা বুঝেছি।।

সুখে ডাকিলেও এসো, দুঃখে সঙ্গে থেকো,
কোন কিছুতেই কভু দূরে মোরে নাহি রেখো।
হে মোহন এতটুকু করুণা যাচি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৭/৮৫)

২৮৫৬
মেঘ সরালে, আলো ঝরালে, রঙে রঙে ভরে' দিয়েছ।
আশ মেটালে, মন ভরালে, প্রাণে প্রাণে মিশে' গিয়েছ।।

অচেনা নও আর অজানা তুমি প্রিয়, মধুরিমা মাখা ঈড্য* বরণীয়।
ভালবাসা ভরা আদরণীয় অণুতে অণুতে রয়েছ।।

অনুক্রমণিকা

তোমারে খুঁজেছি বাহিরে বাহিরে, কস্তুরীসম দেখিনি অন্তরে।
যে মৃগনাভি সুবাসে রেখেছ ভরে' সে তুমি লীলা করে' চলেছ।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৭/৮৫)

*ঈড্য = শ্রেষ্ঠ

২৮৫৭
তোমার এ লীলা প্রিয় বুদ্ধি কিবা বোঝে।
জলেতে অনল জ্বালো, মেরু রজতে সাজে।।

কেনই বা এসেছিলে গেলে কেন দূরে চলে'।
আমারে ফেলিয়া গেলে, মরু তৃষারই মাঝে।।

তোমারে ডেকে' ডেকে' কত নিশা কেঁদেছি,
তোমারে ভেবে' ভেবে' তন্দ্রা ভুলে' গেছি।
আসোনি তুমি তবু, চাওনি ফিরে কভু,
নিভৃতে এলে এ রাতে, ধরা দিলে গানে নাচে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৭/৮৫)

২৮৫৮
ফাগুনের আগুন জ্বেলে দিয়ে গেলে কোন্ বনে, ফুলবনে না মনবনে।
প্রীতির এ অর্ঘ্যখানি দিলুম দানি তব পানে, ভরা প্রাণে গো, ভরা প্রাণে।।

যে মধু ঢাকা ছিল মোর বুকে, যে সুবাস মাখা ছিল চম্পকে।
যে সুধা উৎসারিয়া সম্মুখে ডেকে' যায় তোমায় মলয় পবনে।।

অনুক্রমণিকা

খুঁজে' যাই তোমায় আমি সবখানে দুঃখে সুখে গৌরবে হতমানে।
আসবে কবে তিথি তাহা কে জানে ফুলে ফলে ভরিয়ে আশার স্বপনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৭/৮৫)

২৮৫৯

এসো তুমি আমার ঘরে, তোমার তরে বসে' রয়েছি।
আলপনাতে সাজিয়ে পথে ফুলের মালা গেঁথে রেখেছি।।

ফুল ফুটেছে মনে মনে, আমার মাঝে সংগোপনে।
কন্টকহীন উপবনে, প্রীতি সিঞ্চন তা'তে করেছি।।

এ ফুল আমার মধুভরা, রঙ বেরঙের পরাগ-ঝরা।
স্মিত কেশরে আলো-করা, সকল সুধা তা'তে ভরেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৭/৮৫)

২৮৬০

তমসা শেষে আলোর দেশে তোমাকে পেলুম অবশেষে।
প্রথমে চিনিনি, তুমিও বলনি, গান শুণে বুঝেছি সুরেরই রেশে।।

ধরা দিতে চাও নাক কেন বুঝে ওঠা দায়,
ভাব কি অসুবিধা হবে তাহাতে লীলায়।
অণু রূপে আছ তুমি অনুরাগী চেয়ে যায়
তাই দেখে কি এলে নবতর বেশে।।

যখন যেখানে থাক যবে যেথা আস তুমি,
তোমারে ৰরিতে চাই কোটি কোটি প্রণমি'।

অনুক্রমণিকা

ভাবের অতীত তীরে অভাবে পরপারে,
এসো মোর আরো কাছে মোহন বেশে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৭/৮৫)

২৮৬১
(আমি) ভাবিতে পারিনি আসবে আবার ক্ষুদ্র এ পর্ণ কুটিরে।
শুধু ডেকে' গেছি, আশা রেখে' গেছি, ভাসিয়াছি আঁখি-নীরে।।

কী যে করে' যাও বোঝা নাহি যায়, যা ছিল না হয়, যা ছিল হারায়।
তুঙ্গগিরি ধূলায় মিশে' যায়, অণু বুকে ধরে ভূমাধারে।।

আঁধারে আলোকে চলে তব লীলা, মোহন বাঁশিতে কী সুরের খেলা।
ঢালিয়া দিয়াছ প্রীতিভরা ডালা জনে জনে প্রতি ঘরে ঘরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৭/৮৫)

২৮৬২
তোমারই আশে বসে' বসে' ফুল ঝরিয়া যায়।
রঙিন মুকুল দুলতো দোদুল বুক-ভরা আশায়।।

গ্রীষ্ম গেল বর্ষা গেল, শরৎ হেমন্ত শীতও গেল।
বসন্ত কি চলে' যাবে শুকিয়ে হতাশায়।।

এ মধু-মাস তোমার তরে, কিশলয় আছে ভরে'।
ইন্দ্রধনু বাজায় বেণু নভঃ নীলিমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৭/৮৫)

২৮৬৩

অনুক্রমণিকা

জ্যোৎস্না রাতে আলোকপাতে এসেছিলে তুমি চুপিসারে।
মন্ত্রদ্যোতনায় সুপ্ত চেতনায় জাগিয়ে দিলে মন-মধুকরে।।

ওগো দূরের বঁধু নীলাকাশের বিধু, ভুলেছিলে কেন বলো মোরে,
তোমারে ভেবে গেছি মনের মধুবনে, দিবসে নিশীথে ছিলুম তব ধ্যানে।
কেন আসনি, কেন ভাষনি, কী লাভ হয়েছিল লীলা করে'।।

দেরীতে হলেও কাছে এসেছ, কথা না বলিলেও মৃদু হেসেছ।
নূপুরেরই সুরে ও রাঙা অধরে বাঁশরী বাজাও প্রীতি ভরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৭/৮৫)

২৮৬৪
এসো মোর মনে অভিধ্যানে নিরজনে প্রভু নিরজনে।
অনেকের ভিড়ে পাই না তোমারে, এসো একান্তে গোপনে।।

যে কাজ দিয়েছ প্রতি জনমেতে, করে' গেছি তাহা তোমারে তুষিতে।
চাই একবার এ কথা ৰলিতে আরও কাজে মোরে ভরো গানে।।

কোন কিছুরই শেষ তব নাই, কাজেরও নাই পথেরও না পাই।
ওহে অনন্ত চির প্রশান্ত, এ অণুরে টানো ভূমামনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৭/৮৫)

২৮৬৫
কে যে এল, ৰলে গেল তুমি না কি আসছ এবার।
সরিয়ে আঁধার আনবে অপার আলোর দ্যুতি ঘরে আমার।।

অনুক্রমণিকা

আঁধারে ডেকে' চলেছি, একা ঘরে কত কেঁদেছি।
সে কান্না মোর সে আঁখি-লোর মন ভেজালো বুঝি তোমার।।

একা একা লাগে না ভাল, কাছে এসে' কৃপা ঢালো।
আমার যত আলো কালো তোমার দীপে হবে একাকার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৭/৮৫)

২৮৬৬
ওগো প্রিয়, বলতে পার কোন্ সে দেশে থাক।
মধুর হাসি মোহন বাঁশী সঙ্গে কেন রাখ।

খুঁজি তোমায় গহন বনে গিরি গুহায় সঙ্গোপনে।
চাও না ফিরে' আমার পানে, নয়ন কেন ঢাক।।

গেছি দূরে, গেছি সাগরে, স্নান করেছি তীর্থ নীরে।
হয়নি খোঁজা শুধু ভিতরে, তাই কি আস নাকো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৭/৮৫)

২৮৬৭
কেন যে নাৰল বাদল ও কাজল চোখ জলে ছল ছল।
বল না আমাকে খুলে' লজ্জা ভুলে' কী ভাব প্রতিপল।।

সবারই সঙ্গে থাকি, মনেরই কথা শুণে রাখি।
সে কথা আজিকে তোমারই মুখে শুণতে আমি চঞ্চল।।

অনুক্রমণিকা

নেচে' চলি ভুবনে, জড়ে চেতনে প্রতি মনে।
লুকোনো কারো কিছু নাই, সবই জেনে যাই নভঃ রসাতল।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৭/৮৫)

২৮৬৮
কথা দিয়ে গেলে কেন নাহি এলে, ঘর সাজানো মোর বৃথা হ'ল।
কিশলয়ের ভারে কুসুমেরই হারে স্বাগত তোরণ ভেঙ্গে' গেল।।

ফুলের পরাগ কেঁদে' ভেসে' যায়, এ অমানিশাতে যুঝে' ওঠা দায়।
মনেরই বেদনায় অশ্রু-ঝরণায় অঝোরে ঝরে চিত চঞ্চল।।

তবু আসিবে এই আশায় বেঁধে বুক, শুধু এ ভাবনায় ভুলি' যত দুঃখ।
এ ভাবনা দিয়ে কুয়াশা সরিয়ে অরূপ সায়রে মোরে নিয়ে চলো।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৭/৮৫)

২৮৬৯
গানের তরী মোর তোমাকে স্মরি' কোন্ দূর দিগন্তে ভেসে' যায়।
থামিতে না চায় সে যে থমকি না চায়, চলার আনন্দে সুমুখে তাকায়।।

তীর্থ জনপদ কত না নগর, দুই পাশে পড়ে থাকে ছায়া-ঘেরা ঘর।
তারা স্থাণু, তারা স্থির, ধরায় মূল গভীর,
চলে না তরীর সাথে বাঁধা আছে পায়।।

দূর অলকার প্রভু সবার ধ্যেয়, মর্মের মাঝে আছ প্রেয় ও শ্রেয়।
সবারে প্রেরণা দিয়ে পথে পাথেয় যুগিয়ে তব লীলা অবলীলাক্রমে ঝলকায়।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৭/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৮৭০

তোমারই সাথে জ্যোৎস্না রাতে মনের গোপন কথা,
(প্রিয়) বলে যাব আমি গানে গানে।
বিশ্ব ভুবনে প্রতিটি মনে লুকোনো ইতিকথা
শোনাব তোমায় কানে কানে।।

জানি আছে তব শ্রবণ পাতা, সর্বত্রই শোণ বারতা।
তবুও সবার মর্মেরই ব্যথা গেয়ে যাব আমি সবখানে।।

যদি বা তুমি থাক সুদূরে, ধরা পড়ে গেছ মানস মুকুরে।
আরো কাছে পাব রঙে রাগে সুরে, এ প্রতীতি মোর আছে মনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৭/৮৫)

২৮৭১

শত ডাকিলেও সাড়া দাওনি, গানে গানে শেষে দোলা দিলে।
(তুমি) নির্বাক ছিলে অনিতি* অচলে ছন্দে ও তালে কাছে এলে।।

সে দোলায় তব ভুবন মাতালে, নিঃস্পন্দ দেহে প্রাণ ভরিলে।
রূপের মেখলা সাজাইয়া দিলে আকাশে বাতাসে নভোনীলে।।

একবার এসে' ফিরিয়া যাওনি, সাধের ধরারে ছাড়িতে পারনি।
মর্মের মাঝে মধুরিমা আনি' থেকে গেলে তাতে প্রতি পলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৭/৮৫)

**অনিতি = অশেষ*

অনুক্রমণিকা

২৮৭২

তোমায় আমি চেয়েছিলুম চাঁদের আলোর মাঝে।
আঁধার পারে রূপ সায়রে চকোর যেমন যাচে।।

সে ডাক আমার শোণনিকো, কিংবা বধির সেজে থাক।
অণুর ব্যথা বোঝনিকো হয়তো ব্যস্ত কাজে।।

আঁধার নিশা ঘনিয়ে এল, সকল চাওয়া তলিয়ে গেল।
সেই তমসায় দেখা দিল অরূপ মোহন সাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৭/৮৫)

২৮৭৩

তুমি এসো গানে, এসো ধ্যানে, এসো মোর আকুল আহ্বানে।
গীত রচেছি সুর সেধেছি, শোণাতে বসে আছি রাতে দিনে।।

মনের ফুলের মোর পাপড়ি যত, উন্মুখ হয়ে তব ধ্যানে রত।
তুমি নিকটে এসে মোহন হেসে পূর্ণ করো মোর নিদিধ্যাসনে।।

কিভাবে ডাকিতে হয় জানা মোর নাই, বৈধীভক্তি বুঝি নাকো আমি তাই।
আমি ভালবাসি প্রীতি-প্রত্যাশী, ভাল যদি নাও ৰাসো, থাকো প্রাণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৭/৮৫)

২৮৭৪

আমার মননে ভাবের ভুবনে নাম ধরে' মোরে ডেকেছিলে।
বললে কেঁদো না, একলা ভেবো না, আমি আছি সাথে প্রতি পলে।।

অনুক্রমণিকা

এ বিশ্বময় কেউ একা নয়, প্রাণে মিশে' আছি সকল সময়।
মনের গহনে বিরলে বিজনে খুঁজিলেই মোর দেখা মেলে।।

আজও শুনি সে ডাকের প্রতিধ্বনি, কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারিনি।
ঘন তমসায় জ্যোৎস্না-নিশায় তিথি অ-তিথিতে কালাকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৭/৮৫)

২৮৭৫
চাঁপার কলি বলে, যেও না মোরে ভুলে, গন্ধ বিলিয়ে আমি যাব।
আছি মুকুল, হব যে ফুল, দুলব শাখায় দোদুল দুল—
মালায় এসে তোমার মন ভোলাব।।

দিনে রাতে একটি কথা একই আশা ব্যাকুলতা
পরাগে ভেসে' ভেসে' নাচবো।।

বন-কুলিতে* আমার বাসা, চলার সঙ্গে ভালবাসা,
রঙে রূপে তোমায় ভরে' রাখব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৭/৮৫)

**কুলি = পায়ে চলার পথ*

২৮৭৬
নীল আকাশে ভেসে' ছিলুম তোমায় ভেবে আমি সেদিন।
মনের মাঝে পেয়েছিলুম অরূপ তোমায় সাজে অচিন।।

অনুক্রমণিকা

আত্ম-পরের প্রভেদ ভুলে, কণ্ঠে আমার নিলুম তুলে'।
সব জড়তার বাঁধন খুলে' তোমার গীতি হে চির নবীন।।

চাইনা আমি কোন কিছু, প্রেয় ছুটুক পিছু পিছু।
লঙ্ঘি ৰাধা উঁচু নীচু, দীনতা অলীকে হবে লীন।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৭/৮৫),

২৮৭৭
অমানিশার তমসা ভেদিয়া দীপ হাতে তুমি কে গো এলে।
ভেবেছিলুম ভালৰাস না তাই রেখেছ আঁধারে ফেলে'।।

সরিতার সম সুমুখে চলেছি, যত যন্ত্রণা স্রোতে ভাসিয়েছি।
সকল কালিমা বক্ষে নিয়েছি যত ছিল জমা উপকূলে।।

এ সরিতা চলে তব দ্বীপ পানে, কখনো ভাটিতে কখনো উজানে।
কভু জেনে' শুণে' কভু আনমনে মহা-মিলনের বেদী মূলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৭/৮৫)

২৮৭৮
দীনের এ কুটিরে তাকাও ফিরে', ওহে বিশ্বত্রাতা
তোমারই তরে আমি আছি বসি'।
উতলা পবনে চিত্তবনে বর্ণ-গন্ধ-দাতা থেকো না তুমি উদাসী।।

দিন চলে যায় দূর নীলিমায়, মাস ঋতু ধায় কোথায় হারায়।
তবুও জেগে আছি যুগে যুগে তোমায় আমি ভালবাসি'।।

অনুক্রমণিকা

ব্যর্থ নাহি হয় জানি সাধনা, হে রাজাধিরাজ পূরাবে এষণা।
মধুরাসবে এসো প্রাণোৎসবে সব তমিস্রা নিমেষে নাশি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৭/৮৫)

২৮৭৯
চাই যত ভুলে যেতে, নাহি পারি ভুলিতে, পূর্ব উদয়াচলে তব দ্যুতি ঝলকায়।
আলোকে ভরিয়া গেহ মমতায় ঢেকে' দেহ চলে অচলে তব মধুরিমা বরষায়।।

যে রয়েছে মন মাঝে, সামনে পিছে রয়েছে,
ভাবে অভাবে আছে তারে কি গো ভোলা যায়।।

অতীতে যে সাথে ছিল আজও সঙ্গে আছে,
চিরদিন পাশাপাশি থেকে যাবে কাছে কাছে।
ক্ষণিকের অভিমানে না তাকিয়ে তার পানে,
তাহাকে ভোলার কথা ভেবে' হ'ল এ কী দায়।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৭/৮৫)

২৮৮০
(যদি) কণ্ঠেতে ভেসে' গান নাহি আসে তবু মোর পাশে এসো হে।
যদি চিদাকাশে মোর থাকে মেঘ ঘোর আলোক ঝরায়ে হেসো হে।।

তোমারে করিতে তৃপ্তি প্রদান, যদি নাহি থাকে উন্নত মান।
ওহে ভাস্বর ক্ষমাসুন্দর অতনু দ্যুতিতে বসো হে।।

অনুক্রমণিকা

চেয়ে যাব আমি তোমারে সতত সরিয়ে আমার কল্মষ যত।
তুমি কৃপা করে' ধরা দিতে মোরে মানস মুকুরে ভেসো হে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৭/৮৫)

২৮৮১

ছন্দে ছন্দে নেচে' চলেছ, গন্ধে তুমি ভরে' আছ।
মন্দানিলে তুমি হেসেছ, নন্দন মধু মেখেছ।।

সুরে সুধাসারে ভেসে' চলে যায় তোমারই মাধুরী অযুত দোলায়।
প্রতি লহমায় রূপ সুষমায়, হে মহাপ্রাণ, মনে এসেছ।।

তোমার বাহিরে কোন কিছু নাই, তব মনোভূমে রয়েছে সবাই।
যাই তুমি ভাব তাই রচনা তব, মর্ম-ছোঁয়া গান গেয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৭/৮৫)

২৮৮২

এ পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, শেষ কোথায়।
আদিও নাই অন্ত নাই, মধ্য পাওয়া হ'ল দায়।।

পথ চলিতেছি কত যুগ ধরে' কোনও ইতিহাস কয়নি তা মোরে।
কোথা হ'তে এসে কোথা যাই ভেসে, কেন আলো সুমুখে ঝলকায়।।

এ পরিক্রমা কবে হবে শেষ, যাহাকে খুঁজি সে অনাদি অশেষ।
নাহি মানে কাল, পাত্র ও দেশ ভাবাতীত সে যে ভাবে লুকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৭/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৮৮৩

তোমারই পথ চেয়ে, তব ভাবনা নিয়ে,
জানিনা কত জনম কাটিয়া গেছে আমার।
তোমারই কথা শুণি, আশারই তিথি গুণি,
তোমাকেই ঘিরে' নাচে দুঃখ সুখের উপাচার।।

দূরে থেকে শুধু হাস, সে হাসিতে তমঃ নাশো।
জানি ভাল মোরে ৰাস, হে প্রিয় চির-আপনার।।

কেন নাহি কাছে আস, সহে না লেশ অবকাশও।
মনে এসে প্রীতি ভাষো সরিয়ে স্মৃতি বেদনার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৭/৮৫)

২৮৮৪

আমার এ প্রতীক্ষা, জানি গো প্রিয়, ব্যর্থ হতে পারে না।
যে ফুল ফুটেছিল গন্ধে রূপে, সে সুবাস হারাবে না।।

ফুলের পরাগ ভাসে দূর নীলিমায়, সে পরিক্রমার শেষ যে কোথায়।
তাহাকে হারিয়ে গেছে ৰলা নাহি যায় সে করে' চলেছে সাধনা।।

তুমি আছ আমি আছি, আছে তব পথ, সেই পথ ধরে চলে মোর মনোরথ।
যুগে যুগে সেই চলা শুধু সম্পদ, যা পূর্ণ করে যত এষণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৭/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৮৮৫

এসো প্রাণে, এসো ধ্যানে এসো মোর মনে মনে।
এসো ছায়ায়, এসো মায়ায়, এসো মোহ-ডোরে ৰন্ধনে।।

পাশ রিপু যারা রেখেছে ঘিরিয়া তাদের না ডরি তোমারে স্মরিয়া।
তুমি থাকিবে আমি থাকিব কেউ থাকিবে না মাঝখানে।।

জানি না ছিলুম কী আমি অতীতে, চলিয়াছি পুনঃ আরও কী হইতে।
শুধু এই জানি তুমি আছ সাথে করুণার স্মিতাননে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৭/৮৫)

২৮৮৬

আকাশে আঁখি মেলে কে গো তুমি বসে আছ।
অপলকে চেয়ে আছ কাহার কথা ভেবে চলেছ।।

খোঁজ যারে সে যে অচেনা, চিরকাল থাকে অজানা।
জানতে যে যায় সে যে হারায় এ কথা কি নাহি শুণেছ।।

ভালবাসে থাকে দূরে, গান গেয়ে যায় অচিন সুরে।
ধরা দেয় মন মুকুরে ভাবের ঘরে যবে চেয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৭/৮৫)

২৮৮৭

অনুক্রমণিকা

বুঝি না কি যে হ'ল, কে যেন মনে এল, রঙ ধরিয়ে মনে সরে' গেল।
জানিতে নাহি দিল, কী তার কথা ছিল,
কেন সে এই ভাবে এসেছিল।।

আকাশে ছিল আলো লাগছিল ভালো,
মলয় পবনে কোথা সে হারাল।
বলে' গেল মোরে ভুলিনি তোমারে যত গ্লানি ছিল মুছে' ফেল।।

দিন যত যায় সে স্মৃতি ঝলকায়, আর সে মোর পাশে পুনঃ না এল হায়।
আশায় আছি জেগে' বসিয়া যুগে যুগে, কেন এভাবে মনে নাড়া দিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৭/৮৫)

২৮৮৮

প্রাণের মাঝারে খুঁজেছি তোমারে, গানেতে দিয়েছ ধরা,
তুমি গানেতে দিয়েছ ধরা।
কাছে আছ কি না দূরে জানি না, হয়ে গেছ মন-ভরা।।

খুঁজেছি তোমারে আকাশে বাতাসে, আবেগে আবেশে তীর্থ সকাশে।
খুঁজিতে গিয়াছি বহু দূর দেশে, পাইনি তোমার সাড়া।।

দূরে খুঁজিবার দরকার নাই, মন-মাঝে বসে রয়েছ সদাই।
শুদ্ধ সাধনা পাওয়ার ভাবনা তব রূপে হয় হারা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৭/৮৫)

২৮৮৯

অনুক্রমণিকা

গানের এ মালাখানি গেঁথেছি তোমারই তরে।
দিনে রাতে জেগে' জেগে' যুগে যুগে পরাতে যতন করে'।।

এ ফুলে মাখানো আছে আমার প্রীতি, কত জনমের কত ব্যথার স্মৃতি।
তিমিরে শিশিরে ভিজে' রচেছি গীতি মমতায় ভরা ডোরে।।

এ মালা কণ্ঠে তব থাকিবে প্রিয়, এই সুরভির ঘ্রাণ সতত নিও।
শুধু তুমি মোর কথা মনে রাখিও যারে ফেলে রেখেছ দূরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৭/৮৫)

২৮৯০

প্রণাম আমি জানিয়েছিলুম গানে গানে।
যে চলার পথ ছিল শুধু সম্পদ, ভরা ছিল সুরে তানে।।

শুণিতে পেয়েছ কি না নাহি জানি, শুণিতে চাহনিকো নাহি মানি।
প্রাণের সকল সুধা সুমুখে আনি' ঢালিয়া দিয়াছি চরণে।।

অক্ষয় তব নাম অমর প্রীতি, অব্যয় তব ধাম অলখ দ্যুতি।
তাই তো শোনাই গীতি তোমায় নিতি ভুলে' যত অভিমানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৭/৮৫)

২৮৯১

অনুক্রমণিকা

ভেবেছিলুম একলা আছি মন ভোলানো এ ভুবনে।
ইঙ্গিতে আর ইসারাতে সাড়া জাগালে মোর মনে।।

মন ভুলিয়েছিল আকাশ, তারার মালা ঊষার প্রকাশ।
মন্দ মধুর মলয় বাতাস তারাও দেখি তোমায় মানে।।

মন ভুলিয়েছিল মুকুল, নাচতো মধু-গন্ধে দোদুল।
রূপের ছটায় বর্ণ ঘটায় তারও দেখি প্রীতি তব সনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৭/৮৫)

২৮৯২

ঘুমিয়ে পড়েছিল চাঁদ, ঘনীভূত ছিল আঁধার।
এ কথা জেগেছিল মনে বারে বার, তুমি ছাড়া কে আছে আমার।।

বাহিরে অন্ধকার, ভিতরেতে আলো তব আর্বিভাব জ্বেলে দিয়ে গেল।
তাইতো তোমায় এত লাগে ভাল, মধুর মোহন হে রূপকার।।

ভিতরের আলো কণা বাহিরে এল, বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত হ'ল।
তোমারই আলোয় তোমাকে দেখা গেল, হে চির-বিস্ময় প্রিয় সবাকার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৭/৮৫)

২৮৯৩

এই শিশিরে ভেজা শারদ প্রাতে,
অজানা পথিক এ কে এল, এল এল রে।

অনুক্রমণিকা

মোহন নয়নে ছিল মধুর হাসি, ওষ্ঠাধরে প্রাণ মাতানো বাঁশী,
নিমেষে জিনে' নিল সবারে।।

চিনিতে পারিনি আমি প্রথমে তা'রে, পরিচয় দেয় নিকো সে-ও আমারে।
সুর ভরে' দিয়ে মোর মর্ম-তারে মনোমাঝে ঠাঁই করে' নিল রে।।

ভুলিতে পারি না আমি কখনো তারে, হারাবো না অমানিশার ও আঁধারে।
অন্তরে দেখি তারে বারে বারে কেন সে এমন করে' দিল রে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৭/৮৫)

২৮৯৪

এসেছিলে মনে গোপনে, হেসে' চলে গেছ কোন্ অজানায়।
তোমারই ধ্যানে তব স্মরণে দূর-দূরান্তরে মন ভেসে' যায়।।

দিবসে চেয়ে থাকি আকাশ পানে, আঁখির অশ্রুধারা রোধ না মানে।
কী করিবে কী না করিবে নাহি জানে, উদ্বেল হিয়া বেদনাতে মূরছায়।।

কত যুগ চলে গেছে মনে পড়ে না, কত নিধি খোয়া গেছে তাও জানি না।
করে' চলেছি অখণ্ড সাধনা তোমার স্মিতালোকে তব সুষমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৭/৮৫)

২৮৯৫

আকাশ কাঁদিয়া ৰলে, তারার মালা ধরিয়া রেখেছি বুকে তব তরে।
দাও আলো, ৰাস ভালো, তুমি সবারে কও কথা কানে কানে চুপিসারে।।

একক পুরুষ তুমি মহাজগতে, সকলেই তাই চায় তোমাকে পেতে।
দুঃখ ভুলিতে চায় মিশে' তোমাতে, উদ্বেল হিয়া ভাসে আঁখিনীরে।।

কাল পরিমাপ ৰোধ নেইকো আমার, তুমি আছ আমি আছি চির-আপনার।
জানিনা কবে শুরু এ চাওয়া আমার শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন অভিসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৭/৮৫)

২৮৯৬

করুণার ধারা ঢেলে' দিলে তুমি,
বিশ্বভুবনে অকাতরে সবাকার তরে ঘরে ঘরে।
কেহ বঞ্চিত কেহ লাঞ্ছিত নাহি যেন থাকে সংসারে।।

প্রাণ ভরে' দিলে জড় অণু মাঝে উচ্ছলতায় কত শত সাজে।
আকাশে বাতাসে রঙ-ঝরা সাঁঝে ক্ষিতি-অপ-তেজে নানা সুরে।।

সে স্মৃতি তব বহিয়া চলেছে, তোমারই দোলায় সতত দুলিছে।
তোমারেই ভেবে' ক্লেশ ভুলে' আছে, নেচে' চলে তোমারেই ঘিরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৭/৮৫)

২৮৯৭

উতলা পবনে মনোবিতানে কে গো তুমি এলে বসুধায় সুধা ঢালিতে।
চিনিনি তোমারে ছিনু ঘুমঘোরে শুণিনি কি বলিলে চিত্তে দোলা দিতে দিতে।।

না বলে' আসিয়া না-ৰলিয়া গেলে, স্মৃতির ঝলক শুধু রেখে' দিলে।
রামধনু রঙে মনকে রাঙ্গালে আমারে তোমার করে' নিতে।।

হয়তো বলেছিলে পুনঃ আসিবে, আমার ভুবন জ্যোতিতে ভরিবে।
মাধবী মুকুল মধুমিত হবে প্রিয়তম তব প্রীতিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৭/৮৫)

২৮৯৮

তুমি মোর জীবনেরই দীপালোক।
উষ্ণতা দিয়ে আঁধার সরিয়ে ভুলিয়ে দিলে যত দুঃখ শোক।।

যে শলাকায় তুমি জ্বলে চলেছ, যে বলাকায় নভে ভাসিয়েছ।
যে অলকায় মনে রচিয়াছ, সে লীলা শাশ্বত ভুবনে হোক।।

কোল-আঁধার মনের কোণে না থাকে, সর্বদা রাখ মোরে চোখে চোখে।
অতন্দ্র হে প্রিয় দিকে দিকে উদ্ভাসিত কর অনন্ত লোক।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৭/৮৫)

২৮৯৯

কেন গেলে চলে' ফেলে' আমায়।
তারারা আজও আছে, মোর পানে চাহিতেছে, বিভাবরী মূরছায়।।

অনুক্রমণিকা

আছ সবাকার সাথে ওতঃপ্রোতে দিনে রাতে,
দুঃখে বেদনাতে ঋদ্ধি-সম্পদেতে।
আমি কি হয়েছি তব দায়।।

তোমার এ কী লীলা বুঝিতে পারি নাকো,
মনে প্রাণে চাই তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকো।
মোর দুঃখ নাহি নিয়ে সুখের মাধুরী মাখো ফুলে ফলে ভরিয়া আশায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৭/৮৫)

২৯০০

তুমি এসেছিলে মন ভরে' দিলে অহেতুকী তব করুণায়।
ছিল এষণা, ছিল না সাধনা, তবু এলে অণু অলকায়।।

এ কী লীলা তব বুঝিতে না পারি, বুদ্ধি প্রয়োগে প্রতিপদে হারি।
হারিয়া গিয়াও স্বীকার না করি ভাসি গতানুগতিকতায়।।

ঋজু দ্যোতনার গুণের আধার, চরাচর মানে ইচ্ছা তোমার।
সব জীবনের তুমি প্রভু সার আলোকে আঁধারে এ ধরায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৭/৮৫)

২৯০১

অনুক্রমণিকা

যেও না যেও না প্রীতিডোর ছিঁড়ো না, মোরে ছেড়ে প্রিয় যেও না।
তৃণে মাখা শিশির কণাকে চরণাঘাতে মুছো না।।

প্রভাতের রবি মোর বুকে আসে অরুণালোকে চেয়ে' চেয়ে' হাসে।
নিত্য নতুন প্রীতি-কথা ভাষে মিহিরে তারে দহিও না।।

কুশকাশে সে যে ছন্দ জাগায়, শেফালী সুবাসে মন ভরে' দেয়।
বিশ্ব ভুবনে তব গীতি গায় এ কথা কি তুমি জান না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৭/৮৫)

২৯০২

তুমি জীবনের ধ্রুবতারা, তোমারই পানে চেয়ে আছি।
তব ভাবনায় মন ভরে' যায়, দুঃখ আমার ভুলে' রয়েছি।।

আলোকে তুমি আমারে ডাক, আঁধারেতে হারাও নাকো।
অতীতে ছিলে আজও আছ, পুলকে নাচ এ কথা বুঝি।।

নিষ্ঠুর নও ইহাও মানি, কাছে না আস কেন না জানি।
আশায় ভরা মোর চিত্তখানি স্পন্দিত করে গান গেয়ে চলেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৭/৮৫)

২৯০৩

অনুক্রমণিকা

চলেছি ভেসে' চাঁদেরই দেশে, এই ভাল এই ভাল।
তুমি আছ সুমুখে, সবে মিশেছে একে,
ভুবনে ভরিয়া গেল একেরই আলো।।

ৰাধা দেখিতে না পাই, কোন পিছু টান নাই,
সবাই আপন মোর যখন যেদিকে চাই।
একেরে ভালবেসে একেরই নিকটে এসে
দেখি নিমেষে সরিল সকল কালো।।

ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন মোহাসক্তিবিহীন,
সবার প্রাণের প্রিয় মমতা অপরিসীম।
সবারে সঙ্গে নিয়ে পরমার্থ বুঝিয়ে
সবার মানসে প্রীতিধারা ঢালো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৭/৮৫)

২৯০৪

পথে পথে ঘুরি তোমারেই স্মরি, দেখিতে না পাই কেন বল।
সাধনা আমার করুণা তোমার, এভাবে আমারে কেন ছল।।

সবাকার ধ্যেয় তুমি অতি প্রিয়, সকল মনের চির বরণীয়।
সবার চিত্তে তৃপ্তি আনিও, নির্বাত দীপশিখা জ্বেলো।।

লীলা করে' যাও কোন ক্ষতি নাই, ডাকিলেই যেন সহজেই পাই।
সব অনুরাগ সঁপিয়াছি তাই, তব ভাবে করো উচ্ছল।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৭/৮৫)

২৯০৫

তুমি এসেছিলে মোর মনের কোণে চুপিসারে।
পবন স্বননে চাঁপার বনে দোলা দিয়ে শতধারে।।

দোলা দেখে' বুঝিলাম তুমি এসেছ, যুগান্তরের ডাক আজ শুণেছ।
আমার মনের কথা জেনে নিয়েছ, এত সুখ ৰলি কাহারে।।

সে দোলায় নেচে যায় পশু-পাখী, ছন্দে তালে লয়ে শাখা শাখী।
বিহ্বল আবেশে যাহারে দেখি উদ্বেল পেতে তোমারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৭/৮৫)

২৯০৬

গানের দেবতা তুমি, এসো মোর প্রাণে প্রাণে।
সুরের নীরধি তুমি, তোমারে নমি, ধরা দাও আমার ধ্যানে।।

ঊর্মিমালায় তুমি ভুবনে ছড়াও, অন্ধ তমিস্রা নিমেষে সরাও।
সব চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে থেকে যাও নিত্য নূতন অবদানে।।

জগতে যেথা যত গান রয়েছে, তোমার ধ্বনিতে স্পন্দিত হয়েছে।
তব রাগে অনুরাগে মিশিয়া আছে চির-অজানার অভিযানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৭/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৯০৭

তোমাকে চেয়েছিলুম সুখে দুঃখে মনের মধুবনে।
ভেবেছিলুম তোমায় কাঁটায় ঘেরা প্রীতির শিহরণে।।

এলে আজ ভরিয়া হৃদয় মুখে যা ব্যক্ত না হয়।
নিয়ে সুর, ছন্দ ও লয় কালোদধির তীরে ঊর্মিসনে।।

যেও না দূরে সরে' রেখো সদা সাথে মোরে।
ঘিরিয়া দিয়া আমারে অনুভূতির দ্যুতি বিকিরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৭/৮৫)

২৯০৮

এসো প্রিয় আমারই মাঝে।
বাতাস এখন মাধুরী মাখা, তোমারই নূপুর মনে বাজে।।

চিতি যমুনা উজানে বয়, নাহি মানে সময় অসময়।
তব ভাবনায় উদ্বেল হয়, চায় তোমারে মোহন সাজে।।

কলাপে আলাপে শিখী নেচে যায়, দেখে ঘন মেঘে আকাশেরই গায়।
সে কলাপে চিত্তে দোলা জাগায়, তোমারে যাচে আরো কাছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৭/৮৫)

২৯০৯

অনুক্রমণিকা

রঙে রঙে ভরে' দিয়েছ তুমি তোমার প্রিয় এ বসুধাকে।
অন্ধকার সরিয়ে দিয়েছ গন্ধ ঢেলেছ দিকে দিকে।।

তব ধরা ঘোরে রবিরে ঘিরে' নৃত্যে ছন্দে যুগ যুগ ধরে'।
তব নির্দেশ পালন সে করে তোমারই রাগে অনুরাগে।।

রাগে অনুরাগে সর্জন তব অনন্ত গীতি কাহাকে শোণাব।
তব ভাবনায় তোমাকেই পাব, যে প্রাপ্তি নাশে তমসাকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৭/৮৫)

২৯১০

কেহই যখন থাকে না তখন তুমি থেকো প্রভু সাথে থেকো।
অযতনে ঝরা-ফুলের মতন পড়ে' আছি, তুমি চেয়ে দেখো।

কতবার আসিয়াছি নাহি জানি, আমার ভাগ্য তোমাতেই মানি।
কণ্ঠে সতত গাই তব গান-ই, ক্ষণেকের তরে শুণে রেখো।।

জলস্রোতে ভাসা তৃণের মতন, জানি না কোথায় চলি অনুক্ষণ।
সার্থক করে' স্মরণ মনন মোর অভিধার মধু মেখো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৭/৮৫)

২৯১১

মেঘে ঢাকা এ শ্রাবণী সন্ধ্যায় মন ভেসে' যায়, ভেসে' যায়।
চাঁদও ঢাকা, তারা ঢাকা, ঢাকা জ্যোৎস্নায়, মনের ময়ূর নাচে কি মায়ায়।।

প্রতি পলকে নাচে পুলক সুধায়, অলকার অনুভূতি এল কি ধরায়।
ছন্দে মেতেছে সব কিছু বসুধায় উদ্বেলিত প্রীতি ঝরণায়।।

অজানা পথিক এল আমার মনে, প্রাণের পরশ দিল প্রতিটি ক্ষণে।
সুরভিত করে' চিত্ত মধুবনে আমারে মিলাল তার দ্যোতনায়।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৭/৮৫)

২৯১২

সবাকার মনে সুস্মিতাননে মনের মাধুরী মিশায়ে নাও।
যে রয়েছে পড়ে' কাঁদে দুঃখ ভারে তার আঁখিজল মুছায়ে দাও।।

সহকার শাখা-পল্লবে নয়, মনকে সাজিয়ে করো দ্যুতিময়।
সে দ্যুতিতে করো জগতকে জয়, কে আপন পর ভুলিয়া যাও।।

বার বার নাহি আসিবে সুযোগ, যা করার করো ভুলে অনুযোগ।
দলিতের ত্রাণে করো সুখভোগ মহামিলনের মন্ত্র গাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৭/৮৫)

২৯১৩

অনুক্রমণিকা

তোমার আসার পথ চেয়ে দিন চলে' যায় আমার।
উদ্বেল মন ৰলো, কখন দেখব আলো আশার।।

আঁখিপাতে তন্দ্রা যে নাই, শয্যা কন্টকসম পাই।
উদ্বেলতায় ঘুরে' বেড়াই তোমায় কাছে পাওয়ার।।

মনের মাঝে এক ভাবনাই শুধুই আমার আছে,
সে ভাবনা-মুক্ত করো এসো আমার কাছে।
চাঁদের আলোয় সুধা না পাই, মধুতে মধুরতা নাই,
একের ঘোরে আছি সদাই, সে এক প্রিয় সবার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৭/৮৫)

২৯১৪

মনে মনে ডেকেছিলুম তোমাকেই আমি প্রতি ক্ষণে।
যখন যেভাবে থেকেছিলুম শয়নে স্বপনে জাগরণে।।

মনে মনে গান শুণিয়েছি কত, মনে মনে মালা পরিয়েছি শত।
বসে মনোভূমে মানস কুসুমে গেঁথেছিলুম তা সযতনে।।

আজও ডেকে যাই ৰেলা অৰেলায়, তুচ্ছ করিয়া কাল কী শোণায়।
যত দিন রব তোমাকে ভাবিব, কথা কয়ে যাব নিরজনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৭/৮৫)

২৯১৫

এই জীবন সৈকতে তুমি কে।
শরতের মায়াভরা আকাশে সাজিয়ে তারা জাগিয়ে দিলে মোরে আজিকে।।

সকল রূপের তুমি আধার প্রিয়, কাল ভেদে স্থান ভেদে অতুলনীয়।
মনের মাধুরী মোরে মাখিয়ে দিও প্রীতির ঝলকে প্রতি পলকে।।

মধুর হাসি মিশিয়ে বাতাসে দোলা লাগালে ধরায় কুশে-কাশে।
শাদা মেঘে এনে দিলে রজতাভাসে সোনালী বালির স্মিত আলোকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৭/৮৫)

২৯১৬

দাঁড়াও ক্ষণিক অজানা পথিক, তোমারে প্রণাম করি,
আমি তোমারে প্রণাম করি।
তুমি সাগরের মণি অতলের, তাইতো চিনিতে নাহি পারি।।

মোর মনোবনে তোমারেই চাই, মোর মধুবনে তব গীতি গাই।
আমারে ভরিয়া রয়েছ সদাই, প্রতি পলে তোমারেই স্মরি।।

অনাদি কালের হে পরমপ্রিয়, সকলেরে আরো কাছে টেনে নিও।
তোমার বোঝার কিছু ভার দিও, বহিব কোন দ্বিধা না করি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৭/৮৫)

২৯১৭
বলিনিকো যাও, তোমায় ৰলি আবার এসো,
তুমি আঁধার ধরায় আলো সবার, সবায় ভালৰাস।।

অনুক্রমণিকা

অন্ধকারের অন্তরেতে যখন নাহি পাই দেখিতে।
শত বিধুর জ্যোৎস্না নিয়ে মুক্তা-ঝরা হেসো।।

মনোজগতে সবার ধ্যেয়, বাণীর ছন্দে বরণীয়।
মনের মধু মাখিয়ে দিও, চিদাকাশে ভেসো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৭/৮৫)

২৯১৮

আঁধার সাগরে তুমি কে হেসে' হেসে' এলে।
মনের মাধুরী ঢালিলে, দীপ জ্বেলে' গেলে।।

সূচীভেদ্য তমো, পাইনি দেখিতে কিছু,
আপনার জ্ঞানে চলেছি আলেয়ার পিছু।
তুমি ভুল ভাঙ্গালে, পথ দেখালে।।

পথের নিশানা প্রভু তুমি দিতে পার ভালো।
তোমার পথের কথা আর কে জানিবে ৰলো
তুমি কৃপা করিলে, প্রাণ ভরিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৭/৮৫)

২৯১৯

কে তুমি এলে আজি ভরিয়ে দিলে মোর ফুলের সাজি।
আকাশে বাতাসে ঢাললে গীতি, প্রীতির আলোকে মাতিলে নাচি'।।

অনুক্রমণিকা

জীবনের পরশমণি, তোমাকেই শ্রেষ্ঠ মানি।
প্রিয়তম ৰলে জানি, করুণা ধারাতে আছি বাঁচি'।

আকাশে মাধুরী ছড়াও, বাতাসে সুরভি ভরাও।
হুতাশে জীবন জাগাও ক্ষিতি জলে শত রূপে সাজি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৭/৮৫)

২৯২০

মনে মনে এ কী করেছ, আমারে টেনে নিয়েছ।
দিনের আলোয় হেসে চলেছ, রাতের কালোয় লুকিয়েছ।।

যুগে যুগে যোগীরা সব তোমায় ঘিরে করে উৎসব।
কুসুমেরই গায় থেকে' অজানায় সুরভি ভরে' দিয়েছ।।

আমি সেবক অতি সাধারণ, না জানি শাস্ত্র না জানি দর্শন।
মনেরই মাঝে সকাল সাঁঝে কেন ডেকে চলেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৭/৮৫)

২৯২১

তোমারে ভালবেসেছি, তোমার কথা ভেবে যাই।
এসো তুমি আমার কাছে, অন্য কিছু নাহি চাই।।

অতীতে আমার ছিলে, কেন দূরে দেবে ফেলে।
কেন যাবে মোরে ভুলে' একথা আজি শুধাই।।

অনুক্রমণিকা

ভবিষ্যতেও মোর থাকিবে, মন থেকে নাহি মুছিবে।
চাহিলেও তা না পারিবে, জানি বলে যাই তাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৭/৮৫)

২৯২২

মনে ছিল আশা, শুধু ভালবাসা, চাইনি কিছুই এর বেশী।
হিরণ কিরণে অযুত বরণে যাচিনি মুকুতা মণি রাশি।।

আসা-যাওয়া সার এই সংসারে, কতটুকু সার সে দিতে পারে।
আসে আর যায় মনের মুকুরে, এই ছিল এই গেল ভাসি'।।

যে ভালবাসায় বিশ্ব বিধৃত, তোমারে ঘিরিয়া নাচিছে সতত।
করুণার ধারা ঝরে অবিরত, তার এক কণা দাও হাসি'।।

কৌস্তুভ মণি কণকের হার, সবাই অলীক জীবনের ভার।
তুমি শুধু প্রভু সারাৎসার, করুণা-নয়নে দেখো আসি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৭/৮৫)

২৯২৩

নীরব রাতে এই নিভৃতে এসো আমার চিতে, ওগো প্রিয়তম গোপনে।
ঝরা শেফালী সরা কুহেলী এসো মনে মনে নিরজনে।।

কত যুগ ধরে' চেয়েছি তোমায়, কত সম্পদে ব্যথা বেদনায়।
অমরা-মধুতে মোর চেতনাতে থেকে যাও সাথে প্রতিক্ষণে।।

অনুক্রমণিকা

তোমারে চিনিলে সব হয় চেনা, তোমারে জানিলে অজানা থাকে না।
সার্থক করে' সকল সাধনা একথা শোনাও গানে গানে।।

কেউ দেখিবে না কেউ জানিবে না, তোমার কথাটি কেউ শুনিবে না।
তুমি থাকিবে, তব প্রীতি রবে, আর কেহ নয় ভুবনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৭/৮৫)

২৯২৪

সে ছিল অতিথি, মানেনিকো তিথি, চলে গেল কিছু না জানিয়ে।
এল যে কী ছলে, গেল সে কী ৰলে' আমারে কেমন করে' দিয়ে।।

আজও তার রঙ দেখি মনোবনে, আকাশে বাতাসে খুঁজি প্রতিক্ষণে।
ঘুমে জাগরণে নিবিড় স্বপনে তারে খুঁজে' যাই চেয়ে চেয়ে।।

অলখ পুরুষ দুর্মেয় নিধি, পাইয়াছিলাম সিঞ্চিত উদধি।
আপনার ভুলে রেখেছিনু ফেলে দূর হতে দূরে সরে' গিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৭/৮৫)

২৯২৫

ফুলের বনে ভোমরা সনে কবে হয়েছিল দেখা, তিথি তার মনে পড়ে না।
প্রীতির গীতি মধুর স্মৃতি কিছুতে ভুলিতে পারি না।।

আজও সে আমারে দোলা দিয়ে যায়, উদ্বেল করে বেদনা ভোলায়।
সুর-মঞ্জরী বাতাসে শিহরি কোথা ভেসে' যায় জানি না।।

অনুক্রমণিকা

রামধনু রঙে মোরে ডেকে যায়, ৰলে সে সদাই আয় আয় আয়।
কোনও দীনতা কোনও মলিনতা মোর কাছে এলে থাকে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৭/৮৫)

২৯২৬

তোমার পথ চেয়ে আছি জানি না কত জীবনে।
আশার আলো নিষ্প্রভ হ'ল, দেখ না কি নয়নে।।

যে অঙ্কুর ছিল বীজের গায়, আজ সে নভঃ ছুঁতে যে চায়।
মরু পবন হ'ল কাঁটাবন ভালৰাসার বিহনে।।

চেয়ে গেছি চেয়ে যাব, মরু-বালুকায় ফুল ফোটাব।
রিক্ততা দূরে সরাব অলক্ত ভাব স্পন্দনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৭/৮৫)

২৯২৭

ওগো প্রিয়, ওগো প্রিয়, ওগো প্রিয়, তুমি কত লীলা জান।
আঁধার মনে জ্বাল আলো, হাসিতে পুলক যে আন।

ফুলের পাপড়ি রঙে সাজাও, হৃদয়ে মধু যে মাখাও।
যে জন আছে পথের নীচে, তাকে তোমার কাছে টান।।

অনুক্রমণিকা

চাই না আমি ঋদ্ধি সিদ্ধি, চাই না ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি।
চিদাকাশের হে মোর বিধু, আমার শুধু গীতি শোণো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৭/৮৫)

২৯২৮

ধীর চরণে এসো মননে, গোপনে হোক দেখা শোণা।
শ্রাবণানিলে মেঘে সলিলে এসো ধীরে ওগো অজানা।।

মনের মাঝে তব আগমন রাঙ্গিয়ে দেবে আমার জীবন।
তন্দ্রালসে যে ছিল বসে' নাচুক পেয়ে তব করুণা।।

প্রীতির দোলার লীলা তোমার জড়ে-চেতনে করে একাকার।
অর্থ হয় না ভুলে' থাকার, কাছে টানো দিয়ে দ্যোতনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৭/৮৫)

২৯২৯

তোমারে চেয়েছি বারে বারে, তুমিই জীবনাসব।
আমার এ ধরা তোমাতেই হারা, তুমি প্রীতি অনুভব।।

আকাশে বাতাসে ভাসে তব গীতি, সুরে ঝংকারে মানবতা প্রীতি।
সবার ঊর্ধ্বে চেতনা মধ্যে মুখরিত তব রব।।

ত্রুটি বিচ্যুতি মানুষেরই থাকে, তাই তো অণু ৰলিয়াছে জীবকে।
আসন ভূমার সব উপমার ঊর্ধ্বে তব বিভব।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৭/৮৫)

২৯৩০

তোমাকেই ভালবেসেছি।
তোমারই ব্রতের মাঝে থাকব বেঁচে' স্থির করেছি।।

নিশীথে আমার প্রাণে দীপক জ্বলে, প্রভাতে শোণিতে মোর আলো ঝলে।
জীবনের উদ্দামতায় ঝলমলে এ স্তবক তোমার হাতে তুলে' দিয়েছি।।

ভালৰাস না ৰাস তুমি ভাল, নিরাশার আঁধারে মোর আশা ঢাল।
আলোতে পূর্ণ তুমি সরাও কালো, তোমাতেই সংবেদনা হারিয়ে ফেলেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৭/৮৫)

২৯৩১

নয়নে রেখেছ কেন আস না।
ভালৰাস যদি কেন নিরবধি দূরে থেকে হাস কথা ভাষ না।।

পুলকে পুলকে প্রতিটি পলকে, কাছে পেতে চাই অলখ আলোকে।
সবই তুমি জান, জেনে নাহি শোণ, যেন কোন কিছু বুঝিতে পার না।।

আমার বসুধা তোমাতে হারায়, আমার যত সুধা তোমা পানে ধায়।
কেন না তাকাও সাড়া নাহি দাও, দূরে থেকে যাও কেন ৰলো না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৭/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৯৩২

মনের মাধুরী ঢালিয়া দিয়েছি প্রভু তোমার চরণরজঃ স্থলে।
অনাদি কালের সাথী সকলের, লুকিয়ে রয়েছ মন-মুকুলে।।

জ্যোৎস্নারাশিতে রয়েছ ভরিয়া, মোহন বাঁশিতে পড়েছ ঝরিয়া।
কুসুম শোভায় বন সুষমায় নাচিয়া চলেছ ছন্দে তালে।।

প্রাণের প্রদীপে শিখা রূপে থাক, কখনো কারেও ঘৃণা কর নাকো।
তুমি বিধু চিদাকাশে মধু মাখ, সে মধু ছড়াও চেতনানিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৭/৮৫)

২৯৩৩

আঁধার নিশার ভরসা মোর, মরু পথের ঝরণা।
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আনাগোনা।।

অমার শেষে অরুণ কিরণ, নিদাঘ দিনে মলয় পবন।
শীতের শেষে ফুলের ফাগুন প্রীতির হিতৈষণা।।

চাওয়ার পাওয়ার কিছুই তো নাই, তোমায় ভেবে প্রীতি যে পাই।
নয়ন মেলে' দেখি সদাই অপার তব করুণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৭/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৯৩৪

তোমায় কভু কাছে পাই নাই, গুণ শুনিয়াছি লোক মুখে।
কেন আস নাকো কথা শোণ নাকো কেন ভাষ নাকো মোরে ডেকে'।।

আঁধার নিশীথে তুমি ধ্রুবতারা, নিরাশ হৃদয়ে তুমি আশাভরা।
অসহায় চিতে তুমি আলো-ঝরা, প্রাণ সঁপিয়াছি নাহি দেখে।।

ভাষার অতীতে ভাবের গীতিতে রহিয়া গিয়াছ অমর স্মৃতিতে।
নাচিয়া চলেছ ছন্দ ধারাতে মধুময় তুমি দিকে দিকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৭/৮৫)

২৯৩৫

তাকাও কেন অমন করে' সূর্য্যমুখী ঊর্ধ্ব মুখে।
যাহাকে চাও তাকে কি পাও দূর নীলিমায় নভের বুকে।।

উদয় অস্ত নাই কি তাহার, নিরবধি নাশে আঁধার।
ভালৰাসে শুধুই হাসে সঙ্গে থাকে দুঃখে সুখে।।

প্রীতির গীতি তাকেই শোণাও, লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাও।
ইতিকথা মর্মব্যথা ভাসাও তারই অভিমুখে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৭/৮৫)

২৯৩৬

অনুক্রমণিকা

আসার আশে আছি বসে' তিথি ভুলে' রাতে দিনে।
বোঝ না ব্যথা, শোণ না কথা, দেখ না কি নয়নে, নয়নে গো নয়নে।।

আমার কুসুম আতপে শুকায়, গন্ধ হারায় মধু উবে যায়।
তুমি এলে পাশে সবই ফিরে আসে পলকেরই মননে, মননে গো মননে।।

আমার বসুধা সরে' গেছে দূরে, কেহ না চিনিতে পারে আমারে।
তুমি দিলে ধরা রূপের এ ধরা হাসিবে সফল স্বপনে, স্বপনে গো স্বপনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৭/৮৫)

২৯৩৭

আঁধার শেষে পূর্বাকাশে অরুণ আলোর রেখা
তুমি সবার প্রিয়, তুমি অদ্বিতীয়।
তোমাতে মেশে ভাবে আবেশে সকল প্রাণের আশা, তুমি অতুলনীয়।।

সারা রাত ধরে' ডেকেছি তোমারে, গেয়ে গেছি গান ঘনান্ধকারে।
যে অংশুমালী গেঁথেছে মিতালী সেই তুমি ৰৱণীয়।।

তব আগমনে তমসা সরে, তোমার স্বননে জড়ে প্রাণ ভরে।
তুমি আছ তাই রয়েছে সবাই, একা তুমি স্মরণীয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৭/৮৫)

২৯৩৮

অনুক্রমণিকা

নন্দিত তুমি বিশ্ব ভুবনে আসন তোমার চিদাকাশে।
বন্দিত তুমি সুরাসুর লোকে করুণা ঝরাও দেশে দেশে।।

তোমার গুণের নাহিক উপমা, তোমার রূপের নাহি পরিসীমা।
অতল সাগরে হিমাদ্রি শিরে চলে' থাকে তব প্রীতি ভেসে'।।

তোমারে দেখিনি সে আমার দোষ, অণুর বাঁধনে ছিল পরিতোষ।
সরিয়ে স্মৃতির অসম্প্রমোষ তব ভাবে যেন থাকি মিশে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৭/৮৫)

২৯৩৯

যদি ভালবাস কেন না কাছে আস, দূরের ভালবাসা ও কিছু নয়।
আলপনা দিয়ে পথ সাজিয়ে রাখিয়া দিয়াছি সর্ব সময়।।

সহকার পল্লব ঘটে রাখিয়াছি, গন্ধ মধুভরা ফুলে ঘর সাজিয়েছি।
ঘৃতের প্রদীপে সুবাসিত শিখা জ্বালিয়েছি
স্বাগত জানাতে যেন ত্রুটি নাহি রয়।।

মনের মুকুরখানি স্বচ্ছ করিয়াছি, ভাবের মুকুল আমি পরাগে ভরিয়াছি।
বরষার বাতাসে ভাসিবে সে হেসে' হেসে' তোমার পরশ আশে হে গীতিময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৭/৮৫)

২৯৪০

অনুক্রমণিকা

তুমি এসেছ, দীপ জ্বেলেছ, মনের আঁধার দূরে সরিয়েছ।
অন্ধকারে ঘুমেরই ঘোরে ছিলুম পড়ে', তুমি জাগিয়ে দিয়েছ।।

নিশ্ছিদ্র নিশা পোহায়ে গেল, অরুণ আলোকে পূবাকাশ রাঙ্গিল।
মানুষের মনে প্রীতি-সুধা জাগিল, আকাশ বাতাস তাতে স্পন্দিত করেছ।।

তুমি এসেছ গীতি গুঞ্জরণে শ্যামল শল্পে ঘন তৃণ শয়নে।
বাহিরে ভিতরে ব্যক্ত ও গোপনে সবারে ভালবেসে' সবারে নাচিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৭/৮৫)

২৯৪১

তুমি সবার মনের রাজা তোমায় ভালবাসি।
আঁধার খনিতে তুমি হীরক প্রিয়, স্বপ্নিল জ্যোৎস্নারাশি।।

ছন্দে গানে এগিয়ে তুমি যাও, মলয়ানিলে তব পরশ যে দাও।
রৌদ্রে তাপে শৈত্যে জড়তাতে ক্লেশ ভোলাতে বাজাও মোহন বাঁশী।।

যুগে যুগে লোকে লোকে তোমার লীলায়, কেহ বা হাসে, কেহ কাঁদে নিরালায়।
বিমুক্ত তুমি, আমি তোমারে নমি, মুক্তা ঝরায় তব মধুর হাসি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৭/৮৫)

২৯৪২

মায়ালোকে এসো চিত্তহারী মনের সকল মাধুরী নিয়ে।
এ ধরার যত সুখ যত মনে যত দুঃখ সবকিছু মালা গেঁথে' নিয়ে হৃদয়ে।।

অনুক্রমণিকা

সীমা অসীমের কথা তুমি শোণ না, দ্বৈতাদ্বৈত ৰোধ তুমি মান না।
দুস্তর সাগরে উদ্বেল নদী নীরে, তরী নিয়ে চলিয়াছ সদা এগিয়ে।।

ঘৃণা দ্বেষ বিভীষিকা তুমি চাহ না, শোষণ নির্যাতন তুমি সহ না।
সবার পূর্ণতাই তব সাধনা, সবার আশায় তাই আছ মিশিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৭/৮৫)

২৯৪৩

কথা দিয়ে গিয়েছিলে, কেন এলে না।
ফুলের মালা হাতে গাঁথা ছিল, কেন নিলে না।।

সুর সাধিয়াছি রাতে দিনে তোমারে শোণাতে ভরা প্রাণে।
প্রহর চলে' গেল দিন যুগ ভেসে' গেল, মোর গান কাণ পেতে শুণিলে না।।

নৃত্যের তালে তালে ছন্দে মাতিয়াছি, তব ভাবনাকে ঘিরে মুদ্রা রচিয়াছি।
নূপুরের শিঞ্জন ওগো প্রিয় অচিন কোথায় ভেসে' গেল জানি না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৭/৮৫)

২৯৪৪

পথের আলো নিবে' গেছে, মনের আলোয় দেখি তোমায়।
সে আলো তুমি ঢেলে চল, ক্লেশে শোকে সান্ত্বনায়।।

অনুক্রমণিকা

তুমি জ্যোতির মধ্যমণি, রূপ সায়রের পদ্মখানি।
সেরার সেরা তোমায় মানি, তাই যাচি তব করুণায়।।

পথে হোঁচট লেগেই থাকে, গতি কি তায় যায় থমকে।
তুচ্ছ করে' সব ৰাধাকে চলব তব প্রেরণায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৭/৮৫)

২৯৪৫

সবারে করি আহ্বান, সবাই আমার প্রাণ।
সবারই সাথে চাই যে চলিতে করিতে আলোক-স্নান।।

কেহ যেন পড়ে' নাহি থাকে পিছে, কেহ নাহি কাঁদে সমাজের নীচে।
সবার সঙ্গে একই তরঙ্গে গাই জীবনেরই গান।।

মানুষে মানুষে ভেদ নাই কোন, আশা-আকাঙক্ষা একই ৰলে' জেনো।
একই আদর্শ প্রেরণাই মেনো মানবে করে মহান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৭/৮৫)

২৯৪৬

তন্দ্রা ভেঙ্গে মোরে জাগিয়ে দিও, মোহ-নিদ্রা হ'তে দূরে রাখিও।
আশার প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রেখো, আলোকের পথ ধরে' মোরে চালিও।।

অন্ধকারে যেন থমকে না দাঁড়াই,
নাই নাই ভেবে' যেন নাহি ৰলি চাই চাই।

অনুক্রমণিকা

তুমি আছ যার সাথে তার অভাব কিছু নাই,
পাপের পঙ্কিলতা সরিয়ে দিও।।

চলেছি, চলে যাব তব পথ ধরে প্রভু,
কিছুতেই দমিব না থেমে' নাহি যাব কভু।
ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ আসিলেও তবু তুমি শুধু মোর পানে হেসে' তাকিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৭/৮৫)

২৯৪৭

আশায় বসেছিলুম যে তোমার, কেন এলে না বলো, কেন এলে না বলো।
ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিনি আঁখি কি ছিল না ছল ছল।।

সবার সকল কিছু দেখিয়া থাক, যাহা যেখানে সাজে সেখানে রাখ।
মনের পরাগ নিয়ে মাধুরী মাখ, মনে মনে হেসে' চল।।

যাহা কিছু ঘটেছিল ঘটে' চলেছে, ভবিষ্যতে যা নিহিত রয়েছে।
ভাবে অভাবে যাহা লুকিয়ে আছে প্রজ্ঞার দীপশিখা সবেতে ফেল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৭/৮৫)

২৯৪৮

কাঁদা আর হাসা এই নিয়ে আসা, এ আসাতে মেশা ভালবাসা।
প্রলয়-বহ্নি রুদ্র-অশনি চাঁদের চাহনি আলো ভাসা।

অনুক্রমণিকা

কাঁদিয়া গিয়াছি যুগ যুগ ধরে', কান্না মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ঝরে।
আলোর ঝলক হাসির পলক ভুলিয়ে ব্যথার যাওয়া আসা।।

মনের মুকুরে তব দ্যুতি ভাসে, কখনো স্বচ্ছ কখনো আভাসে।
কখনো হারায় দূর অজানায় ঘিরে' আসে জীবনে কুয়াশা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৭/৮৫)

২৯৪৯

আঁধারে গভীরে শ্রাবণে গোপনে তুমি এসেছিলে মোর মনে।
ভরা ছিল মেঘ ঝঞ্ঝা সবেগ, তবু এলে নীরব চরণে।।

করাঘাত করনিকো মোর দ্বারে, ডাক দাওনিকো জাগাতে আমারে।
আলোর পরশে অর্গল খসে গিয়েছিল তব আগমনে।।

সে বরষা নিশা কবে চলে' গেছে, কত যুগ এসে' অতীতে মিশেছে।
সে দিনের স্মৃতি সে স্বপ্ন-গীতি আজও ভাসে নিতি নিরজনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৭/৮৫)

২৯৫০

নির্জন বনে তুমি কে এলে আলোর বন্যা এনে' দিলে।
আঁধারে চলছিলুম আমি একা, পথের নিশানা দেখালে।।

ডেকেছিলুম যত কেঁদেছিলুম তত।
নিরাশায় থমকে দাঁড়িয়েছিলুম কত, তুমি ব্যথা ভোলালে।।

অনুক্রমণিকা

ভেবেছিলুম আমি রয়ে গেছি একাকী।
মোর দুঃখ বুঝিবার কেহই নাহি নাকি, তুমি ভুল ভাঙ্গালে।।

দিন যায় ক্ষণ যায় পাই তব পরিচয়।
বুঝেছি এ বিশ্বে কেহ কভু একা নয়, সাথে আছ প্রতিপলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৭/৮৫)

২৯৫১

গানের রাজা তুমি প্রাণে এসেছ, সুধার সুষমা গানে ঢেলে' দিয়েছ।
অনন্ত পানে সদা ধেয়ে চলেছ, অনিন্দ্যলোক থেকে ভেসে' এসেছ।।

কোন ৰন্ধন তুমি কখনো মাননি, কোন ৰাধা কিছুতেই থামাতে পারেনি।
সতত হেসে' হেসে' সবারে ভালবেসে সবারে সঙ্গে নিয়ে পথ চলেছ।।

জীবনের উৎসবে তুমিই তীর্থপতি, তাইতো সবাই জানায় তোমাকেই নতি।
সবার আমন্ত্রণে এসেছ সবার মনে, সকল মনোভূমি ভরে' রয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৭/৮৫)

২৯৫২

আজি মনের মুকুরে রূপের সায়রে সে চিতচোরে চিনিয়া নাও।
সব আঁখিজল মুছিয়া ফেলিয়া প্রীতিকজ্জ্বল আঁকিয়া দাও।।

অনুক্রমণিকা

প্রতীক্ষা করে' কত যুগ গেছে, কত মালা কেঁদে' ঝরিয়া পড়েছে।
কত বিভাবরী প্রভাতে মিশেছে সে অতীত পানে কেন তাকাও।।

মধুমাস আজ জীবনে জেগেছে, অজানা পথিক ঘরে আসিয়াছে।
মনের ময়ূর কলাপে মেতেছে তাহারই ছন্দে নাচিয়া যাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৭/৮৫)

২৯৫৩

তোমায় আমি ভালবাসি, এ কথা কি জেনেও জান না।
আসার আশে থাকি বসে', অলস ক্ষণে কি ভেবে' দেখ না।।

তোমার তরেই আমার জীবন, তোমার সুরেই আমার ভুবন।
দূর-দিগন্তে ভাবের প্রান্তে তোমায় পাওয়াই মোর সাধনা।।

কী চাই আমি কী নাহি চাই, তোমার কাছে চাপা তো নাই।
রাঙ্গিয়ে দিয়ে সব এষণাই তোমার রঙে মন ভরো না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৭/৮৫)

২৯৫৪

তব আগমনে ফুল ফুটিয়াছে রঙ ধরিয়াছে বনে বনে।
আশার মুকুল মধুতে ভরেছে ভাষা জাগিয়াছে মূক আননে।।

মলয় পবন আজি আনমনা, কোথা বহে' যায় নাহি তার জানা।
অসীমে ভাসিতে নাই কোন মানা, মিলিতে চায় সে তব সনে।।

অনুক্রমণিকা

কুসুম পরাগে অলকে অলকে দ্যুলোক দুলিছে আলোকে আলোকে।
ত্রি-দশ নেবেছে এ মর্ত্যলোকে আর কেন কাঁদা ভাঙা-মনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৭/৮৫)

২৯৫৫

গানেরই ভুবনে নহি একা, নহি একা।
ছন্দে সুরে হৃদয় পুরে সতত পাই যে তোমার দেখা।।

ভুলিয়া যাই মোর পরিচয়, বুঝেছি কিছু আমার নয়।
সব হারানোর আনন্দেতে মধুমাখা।।

তোমার ছিলুম তোমার আছি, তোমার গানেই ভেসে' চলেছি।
সব পাওয়ারই সুধারসে বেঁচে থাকা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৭/৮৫)

২৯৫৬

নাম জানিনা পরিচয় জানিনা, তবু ভালবেসেছি তোমায়, তুমি জান কি না।
ডেকে' গেছি তোমায়, যেচেছি করুণায়, মোর কথা শুণিতে পেয়েছ কি না।।

সূচীভেদ্য ঘন অমানিশায় আলোঝরা প্রীতিভরা মধু জোছনায়।
ডেকেছি রাতে দিনে চেয়েছি অনুধ্যানে, করে' গেছি তব সাধনা।।

অনুক্রমণিকা

চেয়েছি তোমায় আমি সুখের দিনে, চেয়েছি দুঃখের রাতে দুঃস্বপনে।
জেনেছি তোমায় আমি ভেবেছি আমার তুমি, একথা ভুলিতে পারি না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৭/৮৫)

২৯৫৭

আশা নিয়ে আছি বেঁচে', আশা ভরা আঁখিপাতে।
সব আশা পূর্ণ করে' থাক সাথে দিনে রাতে।।

ভুবনে নাহিক আলো, তুমি বিনা সবই কালো।
মননে যা লাগে ভাল তাও ডোবে আঁধারেতে।।

এসো প্রভু মোর নয়নে স্বপ্নিল ওই চরণে।
কও কথা কাণে কাণে, জানিবে না কেউ জগতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৭/৮৫)

২৯৫৮

ভুল করে তুমি এসেছ, এসেছ আমারই দ্বারে।
দীন-দরিদ্র আমি অতি, কিছু নাই মোর ঘরে স্বাগত জানাতে তোমারে।।

পারিনিকো আমি ঘর সাজাইতে, কিছু নাই মোর তোমারে তুষিতে।
রিক্ত হৃদয় করে অনুনয়, ত্রুটি ক্ষমি' এসো ভিতরে।।

অনুক্রমণিকা

মনের কমল ফোটায়ে রেখেছি, গন্ধ মধু তাহাতে ঢেলেছি।
তুমি কৃপা করে ছুঁয়ে দাও তারে কৌমুদী সম নিশাকরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৭/৮৫)

২৯৫৯

সে বলে' গিয়েছিল আসিবে, কেন এল না।
আঁধার ঘরে আলো জ্বালিবে, ফিরে' তাকাল না।।

কাল বোশেখীর রাতে দীপ নিবে গেছে বাতে।
আঁধারে উজল করে' দেখা দিল না।।

অন্ধকারে একা বসিয়া রহিয়াছি, প্রতিপল অনুপল গুণিয়া চলিতেছি।
এ গোণা আমার আজও শেষ হল না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৭/৮৫)

২৯৬০

এসো নন্দনবনে মনোলোকে।
ছন্দে মাতিয়া মর্ম প্লাবিয়া মধুর মোহন স্মিতমুখে।।

তব ভাবনায় দিন চলে' যায়, তোমারই কথায় যামিনী ফুরায়।
তোমার সুষমা ভুবনে ভরায় প্রাণীনতা প্রতি পলকে।।

এ মন আমার তব অবদান, এ প্রাণ গায় যে তব জয়গান।
তব পথে চলি ভুলে' অভিমান ভাবোত্তীর্ণ চিতিলোকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৭/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৯৬১

(আজি) মলয় পরশে কুসুম সুবাসে মনের হরষে মধুপ গায়।
সে গানের ধারা সুরে লয়ে ভরা দূর নীলিমায় ভাসিয়া যায়।।

অবসর আর নাহিক তাহার, কালের অবধি হয় নিরাধার।
ছন্দে ও তালে নৃত্য তাহার উহ-অবোহেতে সুধা ঝরায়।।

এসো মধু মাখি' সে মধুপ সনে আলাপে আবেশে বাহিরে গহনে।
সতত ধরে' রাখি তারে মননে যেন সে কখনো নাহি হারায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৭/৮৫)

২৯৬২

তোমায় ভুলে' থাকিতে যে চাই, কেন বল পারি না তা।
কেন বারে বারে মন ঘুরে' ফিরে ভেবে' থাকে তব কথা।।

দিবসেতে ভাবি থেকে যাব কাজে কর্ম-সাগরে বহুজন মাঝে।
কর্মের ফাঁকে কারা যেন ডাকে শোণায় তোমার বারতা।।

নিশীথে ভাবি থাকি' ঘুম ঘোরে সমাচ্ছন্ন নিবিড় তিমিরে।
আলোর ঝলকে প্রতিটি পলকে জানায় তোমার মমতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৭/৮৫)

২৯৬৩

পথ চলিতে আঁধার রাতে তুমিই প্রভু মোর ধ্রুবতারা, আমি দেখি তোমারে।
যখন যেভাবে থাকি সুখের সাগরে বা আঁখির নীরে।।

শান্তি বলিতে যে যাহা কিছু বোঝে, তোমার মাঝে সে তার সবটুকু খোঁজে।
তুমি শান্তি পারাবার আছ অমৃতে ভরে'।।

দুঃখ সুখের বিমিশ্রণ এই ধরা, এদের কোনটি নয়কো স্বয়ম্ভরা।
আসে আর চলে' যায় অজানায় হায় হায় ভাবের অতীত তীরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৭/৮৫)

২৯৬৪

তুমি সতত সাথে রেখো আমারে।
একলা কখনো ছেড়ো না আঁধারে।।

আলোকের উৎস হতে আসিয়াছি,
সৃষ্টির ঊষা থেকে তোমাকে ভালবেসেছি।
তুমি জীবনের স্পন্দন সব ভাবে গভীরে।।

রবির অভ্যুদয় জ্যোৎস্না মোহময়, তারার মিষ্টিহাসি এ ধরণী রূপময়।
সবই তোমারই রণন, আছ সবারে ভরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৭/৮৫)

২৯৬৫

অনুক্রমণিকা

এই শেফালী সুরভিত সন্ধ্যায় মন ভেসে' যায় শাদা মেঘেরই ভেলায়।
জ্যোৎস্নালোকে এই মায়ালোকে কোন ৰন্ধন মন মানিতে না চায়।।

পিছনে কে ডাকে মোরে শুণিতে না চাই,
অতীতের তরে কোন পিছু টান নাই।
আমি শুধু যাই এগিয়ে, যাই চরণ-চিহ্ন এঁকে সোণালী ৰেলায়।।

সুমুখে ৰন্ধু মোর আমারই তরে পথে আলো জ্বেলে' রাখে থরে থরে।
সব কিছু আজ আমার তাহারই তরে, দুঃখ সুখের স্মৃতি তাহাতে হারায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৭/৮৫)

২৯৬৬

গান গেয়ে যাই তোমাকে শোণাই, আর কে বা আছে পৃথিবীতে মোর বলো।
সুর সাধিয়াছি তার বাঁধিয়াছি তব ভাবে থাকি উচ্ছল।।

মলয় মাধুরী মননে আমার যে সুর ভরিয়া দেয় বারে বার।
রাগ-রাগিণীতে চিত্তে নিভৃতে করে মোরে প্রীতি চঞ্চল।।

যে বীণার তার সুরে বাঁধিয়াছি শত ভাবে কত ধ্বনি তুলিয়াছি।
তোমার প্রেষণা আমার এষণা করে' দেয় তারে ঝলমল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৭/৮৫)

২৯৬৭

অনুক্রমণিকা

চিদাকাশে তুমি এসেছিলে।
মাধুরী ছড়িয়ে মনকে ভরিয়ে কোন গহনে লুকিয়ে গেলে।।

এ লুকোচুরি খেলা কেন করে যাও, পুলকে মাতিয়ে অঝোরে কাঁদাও।
দূরে থেকে শুধু হাতছানি দাও এ কোন্ কুহকে আমাকে ফেলে।।

কাছে না এলে আর ডাক শুণিব না, তোমার হাতছানিতে ভুলিব না।
চরণ ধরিতে যদি দিলে না, মননে রাখিব বেঁধে প্রতিপলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৭/৮৫)

২৯৬৮

আঁধারনিশা পোহাল আলো এল এল।
অরুণ রবির রঙিন ছবি পূর্ব উদয়াচলে জাগিল।।

আমি ভাবিনি যাহা কভু তাই যে দেখি,
আমার পরাণ মন রাঙাল এ কি।
তারই রঙে তারই মমতারই সনে সব কিছুতেই মধু মাখাল।।

আমি গোপনে থাকিতে ঠাঁই নাহি পাই,
কে যেন ৰলে' চলে তোমাকেই চাই,
তোমারই তরে রাঙা প্রভাত এল, তোমারে জাগাতে পাখি ডাকিল।
তোমারই ভাবে, তব অনুভবে ভালৰাসা কুসুমিত হ'ল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৭/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৯৬৯

জেনে' না জেনে' আমি চেয়েছি তোমায়, আমার মনের মঞ্জুষায়।
আসিবে কাছে ছিনু এই ভরসায় আশাভরা দিবসে নিশায়।।

কত দিন চলে' গেল কত সন্ধ্যা এল, রঙিন কুসুম কত আতপে ঝরে' গেল।
সূর্য গ্রহণে কত রবি ঢাকা পড়েছিল, ভুলে' গেছি সেই ইতিকথায়।।

কত রাতি ফুরাইল, কত জ্যোৎস্না হারাল,
উপবন সৌরভ আকাশে উবে গেল।
চন্দ্রগ্রহণে কত বিধু আঁধারে মিলাল নিষ্ঠুর নিবিড় তমসায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৭/৮৫)

২৯৭০

আমি দীপ জ্বেলে' যাই আঁধারে সদাই, মনের তমসা ভুলে' থাকিতে চাই।
শলাকা আমার হাতে দিও প্রভু আলো জ্বেলে', বলাকার সম ভেসে' যাই।।

বিশ্বের তমঃ নাশ সবাকার মহাপ্রাণ, তোমার সকাশ এনে দেয় নব নব গান।
ভুবনে ভুবনে ভরে' দেয় ছন্দ-তান নির্বাক বিস্ময়ে ঊর্ধ্বে তাকাই।।

তোমার শিখায় প্রভু তোমারই দীপ জ্বালাই,
তোমার ঘৃত সলিতা আমার কিছুই নাই।
সেই আলো দিয়ে কালো দূরে সরিয়ে যাই, দেখি তুমি ছাড়া কেহ নাই।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৮/৮৫)

২৯৭১

তোমারে খুঁজিতে গিয়ে বারে বারে আশাহত হয়ে এসেছি।
করুণা নয়নে ক্ষণেক চাও, কৃপাকণা যেচে' চলেছি।।

নিজেরে করিতে অভিপ্রকাশ না জানিয়া করি নিজেরই নাশ।
অণুমানসের আনব বিকাশ, তমসা দীর্ণ করেছি।।

ভালভাবে জানি মোর কিছু নাই, তোমার জিনিসে মোর বলে' যাই।
অভাবেতে ভুগে' ভাবি নাই নাই, চেয়ে দেখি না কী পেয়েছি।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৮/৮৫)

২৯৭২

তোমারই নামে গান ধরেছি, তোমারই পথেই চলেছি।
তব ভাবনায় উদ্বেল হয়ে তোমারই দীপ হাতে নিয়েছি।।

একক তুমি সারাৎসার তোমার স্বরূপ বুঝে' ওঠা ভার।
বুদ্ধিতে কিছু বুঝিতে না পেরে' তব কৃপাকণা যেচেছি।।

সাথে সাথে আছ মন ভরিয়েছ, ভুলোকে দ্যুলোকে রঙ লাগিয়েছ।
অতনু অতিথি নাহি মান তিথি তাই তো সব কিছু সঁপেছি।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৮/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৯৭৩

ভুবনে রয়ে গেছ গোপনে, দুর্জেয় এ কী তব লীলা।
কাছে আস না কেন কে জানে, রঙ বেরঙের কর খেলা।।

আশাভরা আঁখি নিয়ে চাই, কোথাও দেখিতে নাহি পাই।
কস্তুরী মৃগসম বন পথে ধাই, জানিনা কেন যে কর উতলা।।

ভাষার অতীতে তুমি থাক, ভাবের পরাগে মধু মাখ।
সুখে দুঃখে চোখে চোখে রাখ, বুঝি না কী করে' চল একেলা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৮/৮৫)

২৯৭৪

শুণিনি আমি প্রভু পথ ভুলে' কভু এসেছ কারো ঘরে বারেক ক্ষণ তরে।
চলে থাক নিয়মে শাস্ত্রবিধি ক্রমে, তাই ভেবে মনে কেঁদেছি অকাতরে।।

সঞ্চয়ে মোর নেইকো পুণ্য, ভাণ্ডারে শুধু রয়েছে শূন্য।
করিনি কাজ তব হয়নি অনুভব, জড়ের ৰন্ধনে ছিলুম মোহ ঘোরে।।

নেইকো আমার দর্শনের জ্ঞান, করিনি কখনো শাস্ত্র অবধান।
তোমায় ভালবাসি, যাচি তোমারই হাসি,
চাই না কৃপারাশি, কণাই দাও মোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৮/৮৫)

২৯৭৫

অনুক্রমণিকা

সাধের মালাখানি এনেছি প্রভু তোমায় পরাব বলে'।
মনোভূমি হতে ফুল চয়ন করেছি, প্রীতিডোরে গাঁথিয়াছি বিরলে।।

মর্মের চন্দন তাহাতে মাখিয়েছি, বুকের সকল মধু ঢালিয়া দিয়াছি।
উদ্বেল হয়ে দ্বারে বসিয়া রয়েছি পদধ্বনি শুণিতে প্রতি পলে।।

নিরাশ করো না মোরে করুণা-নয়নে চাও,
ব্যথিত প্রাণে নব জোয়ার জাগিয়ে দাও।
মন্দ-ভাল মোর মন থেকে মোছাও, অতুল শরণে এসেছি চলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৮/৮৫)

২৯৭৬

তোমায় আমি পেলুম আঁধার সাগর পারে আলোর সোণালী রেখায়।
জড়তারই ঘুম ভাঙল অনিদ্র মূর্ছনায়।।

ছন্দে ছন্দে তুমি এলে, আনন্দ স্রোতে ভাসিলে।
সকল তমসা সরালে অনিন্দ্য দ্যোতনায়।।

দিকে দিকে ছড়ালে কোরকে মধু ভরিলে।
মোহন ভাবে মনে এলে মাধবী* সুষমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৮/৮৫)

**মধু + অন্ = মাধব; বিশেষণে মাধবী*

অনুক্রমণিকা

২৯৭৭

তোমার এই ভাবের ঘরে আমি একা, তুমি মোর ঘরে এসো।
তুমি মোর ঘরে এসে' পূর্ণ করো, তুমি মোর ভাবে এসো।
যে শলাকা জ্বালিয়ে রেখে' গেছ সে শিখায় সদা হাসো।।

চাই না কোন কিছু তোমার কাছে, চাই যে দিতে সবই যাহা আছে।
মোহ ঘোরে যা' মোরে ঘিরে' রেখেছে সে শিখায় তাও নাশো।।

মুখে যা' বলি যেন কাজে করি, পরীক্ষা এলে যেন না ডরি।
সব কাজে যেন তোমাকে স্মরি, চিদাকাশে তুমি মোর নিত্য ভাসো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৮/৮৫)

২৯৭৮

তোমার সঙ্গে মোর পরিচয় কবে প্রথম হয়েছিল, সে তো আজকে নয়।
ভুলে গেছি বরষ তিথি সরে' গেছে কুণ্ঠা ভয়।।

কোন অজানার উৎস হ'তে ভেসেছিলুম ভাবের স্রোতে।
সেই অজানাই তুমি প্রভু বুঝেছি তা' সুনিশ্চয়।।

চলছি আজও অজানাতে, ডাকছ তুমি ছন্দে গীতে।
সকল জানার শেষ তোমাতে, রূপাতীত হে চিন্ময়।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৮/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৯৭৯

তোমার পথ চেয়ে বসেছিলুম আমি, তোমার কথাই শুধু ভেবেছি।
ধরণীর সব রূপ হারিয়ে গেছে মোর, তোমার গীতিই গেয়ে চলেছি।।

যে জীর্ণ পরিবেশে আমার আনাগোনা,
যে দীর্ণ পরিধিতে আমার দেখাশোণা।
যে শীর্ণ অবকাশে কল্পনা জাল বোনা, সবার মধ্যমণি তুমি বুঝেছি।।

তোমাকে ভেবে' সীমা অসীমেতে হয় লয়,
তোমার গীতি গেয়ে হিয়া উদ্বেল হয়।
তোমার আমার মাঝে আর কোন ৰাধা নয়, চরণে শরণ নিয়েছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৮/৮৫)

২৯৮০

যে দীপের শিখা জ্বেলে' দিয়েছ তুমি আঁধার এ জগতে।
তাহারই আলোকে চঞ্চল হল পরমাণু জ্যোতিতে।।

জড়তারই ঘুম নিমেষে ভাঙিল, শ্রান্তি ভ্রান্তি পলকে টুটিল।
রঙে রঙে উদ্ভাসিত হ'ল গ্লানির কালিমা আলো-স্রোতে।।

ভাবিতে পারিনি যাহা তাই হ'ল, আঁধারে জ্যোতির অনুভূতি এল।
প্রীতির ঝরণা ঝলকি উঠিল চির অমাবস্যা নিশিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৮/৮৫)

২৯৮১

কোন্ সে অজানা পথিক এসেছিল, আঁধার ঘরে আলো জ্বেলে' দিল।
ছিল নাকো কোন বাণী সুস্মিত মুখখানি অধরের হাসি ঢেলে' দিয়ে গেল।।

নীরবে এসেছিল কোন্ অজানা হ'তে
কাজ সেরে' চলে' গেল কোন্ সে অজানা পথে।
ক্ষণিকের তরে আসা ক্ষণিকের ভালবাসা স্থায়ী রেখা কেন আঁকিল।।

পরিচয় জানিতে চাহিনি তখন, পরিচয়ের কথা ভাবে নাকো আজো মন।
ভাবে শুধু তার কথা মধু মাখা মদিরতা
যা দিয়ে সে চিরতরে মোরে ভোলাল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৮/৮৫)

২৯৮২

জ্যোৎস্না রাতে চাঁদেরই সাথে তুমি এসেছিলে কার তরে।
মনেরই কোণে মন্দ্র পবনে গান গেয়ে গেলে চুপিসারে।।

ভাবেরই ঘোরে আমি ছিনু একা, দেখিনি কখন সরে' গেছে রাকা।
শাদা মেঘের গায় সোণালী রেখায় আলো ছিল আঁকা সে তিমিরে।।

সে কথা ভেবে মন পুলকে শিহরায়, অমরা নেবে আসে মাটির এ ধরায়।
যত অনুভূতি পায় এ প্রতীতি, আছ দিবা রাতি মোরে ঘিরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৮/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৯৮৩

নাম না-জানা মানা না-মানা রঙিন পরী এসে' পাশে।
স্বর্ণালোকে আঁকা চোখে বললে আমায় হেসে' হেসে'।।

আলোর দেশে নিবাস আমার কাজে ঘুরি সারা সংসার।
টানি তাহায় যে মোরে চায় আমারে যে ভালবাসে।।

ঘুরে বেড়াই সদাই আমি উড়ে' চলি নাহি থামি'।
প্রীতির ডোরে বাঁধা পড়ে' গীতির সুরে যাই ভেসে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৫)

২৯৮৩
নাম না-জানা মানা না-মানা রঙিন পরী এসে' পাশে।
স্বর্ণালোকে আঁকা চোখে বললে আমায় হেসে' হেসে'।।

আলোর দেশে নিবাস আমার কাজে ঘুরি সারা সংসার।
টানি তাহায় যে মোরে চায় আমারে যে ভালবাসে।।

ঘুরে বেড়াই সদাই আমি উড়ে' চলি নাহি থামি'।
প্রীতির ডোরে বাঁধা পড়ে' গীতির সুরে যাই ভেসে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৫)

২৯৮৪

অনুক্রমণিকা

এই শুক্লা নিশীথে সুমন্দ বাতে দূরে কেন আছ প্রিয় মোর।
এসে রঞ্জিতাধরে রক্তিম করে সরাও আমার মোহ ঘোর।।

শয়নে স্বপনে নিদে জাগরণে তোমারেই স্মরি শ্রবণে মননে।
তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার দিতে মালা গেঁথে' প্রীতি ডোর।।

অন্তরতম হাসো অন্তরে লাঘব করিয়া পার্থিব ভারে।
ছন্দে মাতিয়ে বীণা ঝংকারে জীবন নিশায় আনো ভোর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৫)

২৯৮৫

এসেছ, এসেছ তুমি এসেছ কিসেরই টানে।
ধরার ধূলির 'পরে নিজে নেবেছ ভুলে' যত অভিমানে।।

সুরম্য প্রস্তরে নির্মিত মন্দির সুশোভিত সরোবর পূত তীর্থের নীর।
কারো কাছে নাহি গিয়ে কোন কিছু নাহি নিয়ে কেন এলে রিক্ত মনে।।

যে অগ্নিশিখা দিয়ে জ্বালাও ধুমকেতু,
যে বহ্নিজ্বালা ভয়ে ঘুরে' চলে রাহুকেতু।
যে স্বরূপ-স্থিতিতে নিহিত সকল হেতু, সবে টানো তারই পানে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৫)

২৯৮৬

সৃষ্টি রচেছ, এ কী করেছ, নিজেকে লুকিয়ে রেখেছ।
মন্দিরেতে নাহি থেকে মনের গহনে রয়ে' গেছ।।

অনুক্রমণিকা

তোমার লীলা বুঝে ওঠা দায়, যুক্তি তর্ক হার মেনে যায়।
নাহি থেকে কুসুম শয্যায় কাঁটার আসনে ৰসেছ।।

তুমি প্রভু সবার আশ্রয়, সৃষ্টি-স্থিতি তোমাতেই লয়।
তাই তারা সবে গায় তোমারই জয়, যাদের হৃদয়াবেগ দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৫)

২৯৮৭
আঁখিতে ছিল যে জল যে দিন চলিয়া গেলে।
রোধিতে পারিনিকো নিজেকে সে নিশাকালে।।

নয়নে রেখে নয়ন বলিলে আসি এখন।
রইল তোমার এ ভুবন যেওনা আমাকে ভুলে।।

ৰলিলাম আসিবে কবে কত যুগ গুণিতে হবে।
ৰলিলে দেখা হবে ভালবাসায় টানিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৫)

২৯৮৮
কাঁটা হয়ে ফুটেছিলুম কমল তব মৃণালে।
আবেগে নেবেছিল ঢল রভসে মোরে মাতালে।।

ছিনু সায়রেরই নীচে পঙ্কিল জলেরই মাঝে।
তোমারে ধরিয়া শিরে বেদনা গিয়েছি ভুলে'।।

অনুক্রমণিকা

এসেছে কত না আঘাত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত।
ভেঙ্গে' না পড়ে' তোমারে রেখেছি ঊর্ধ্বে তুলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৫)

২৯৮৯
ভেবেছিলুম তুমি আসিবে কথা দিয়ে কথা রাখিবে।
মরুতে ঝরে পড়া শিশির সম পলে শুকায়ে না যাবে।।

যত অপরাধ অণুর হয়ে থাকে, ভূমার বেলায় লীলা বলে তাকে।
কথা দিয়ে কথা না রাখাকে ৰলো কে সমর্থন করিবে।।

ক্ষুদ্র আমি ইহাই অপরাধ, ক্ষুদ্রেরও থাকিতে পারে সাধ।
জেনে শুণে কেন ঘটালে প্রমাদ কি যুক্তিতে আজ মুখ দেখাবে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৮/৮৫)

২৯৯০
ঘন বরষা দিনে কালো মেঘেরই সনে পবনে স্বননে তুমি এসেছ।
একতারাতে দিনে রাতে তারই রণনে উদ্বেল করেছ।।

রবি ঢাকা পড়ে গেছে কাজল মেঘে, ঝঞ্ঝা বহিতেছে উল্কা বেগে।
মনের ময়ূর নাচে তারই আবেগে আলাপে কলাপে মাধুরী ভরেছ।।

বেতস-কুঞ্জে আজি শ্যামল শোভা, বেনু বন তৃণগণ মনোলোভা।
কমলে কুমুদে কহারে কি বা শল্পে সুষমারাশি ঢেলে' দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৮/৮৫)

অনুক্রমণিকা

২৯৯১
রূপের সায়রে এলে অরূপ রতন তুমি, সাগর ছেঁচা মণি সবাকার।
ভাবাতীত ভাবে এলে মন ভাবে ভরালে, আকাশ পাতাল হ'ল একাকার।।

অরুণ প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা রক্ত রাগে,
রঙে রাঙা দিন আনো কুসুমেরই পরাগে।
জগৎ বহিয়া যায় তোমারই অনুরাগে, নন্দিত তুমি যত এষণার।।

তমসায় ভরা বিভাবরীর আগমনে, তারকা খচিত নভঃ মিষ্টি হাসি আনে।
জ্যোৎস্নায় বলাকায় ভাসে তব গুণগানে, আভূষণ তুমি সারা বসুধার।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৮/৮৫)

২৯৯২
লীলায় রচেছ এ সংসারে কেন জানি না, আমি কেন জানি না।
এ কী মায়া, এ কী প্রহেলিকা, কিছু বুঝি না, কেন জানি না।।

যাদের ভালবাসি, দুঃখে সুখে কাঁদি হাসি।
তারা যে অলীক মন মানিতে চাহে না।।

শীতে যে উত্তাপ জীবন বাঁচায়, গ্রীষ্মে যে শীতলতা স্নিগ্ধতা দেয়।
যে সুবাস শরতে বসন্তে মাতায়, তারা নেই মন মানে না।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৮/৮৫)

২৯৯৩
আমি তোমারে চেয়েছি মনে প্রাণে সব কিছুরই বিনিময়ে।
চাইনে তোমার কাছে কিছু, চাইলেই যাই দূর হয়ে।।

অনুক্রমণিকা

দিয়েছ আকাশ দিয়েছ বাতাস, দিলে ব্যাপ্তির অশেষ অবকাশ।
চাই না যাহাও দিয়েছ তাহাও দোষে-গুণে মোর না তাকিয়ে।।

শরতের সাঁঝে দিয়েছ শেফালী, মলয় স্বননে কুসুমের ডালি।
যখন যা চাই যদি না জানাই তুমি ভরে' দাও তাও দিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৮/৮৫)

২৯৯৪
আলোকে এসেছ তমঃ সরিয়েছ,
তবু আমি চিনিতে পারিনি, তুমি কৃপা করো।
ভিতরে আছ মোরে ঘিরে' রয়েছ তবু দেখিনি, আঁখি তুলে' ধরো।।

অরুণ আলোকে তুমি আমারে জাগাও, পাখির কূজনে মোর মন ভরে' দাও।
নন্দন বন থেকে যে অমিয় ঝরে' থাকে, সে সুধায় মোর প্রাণপাত্র ভরো।।

মন মোর নেচে' যায় দূর অলকায়, কোন মানা নাহি মেনে' অনন্তে ধায়।
তুমি আছ সাথে জেনে' তোমারে ধরে' মনে,
আমি চলি এই মেনে' তুমি আমারও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৮/৮৫)

২৯৯৫
আসার আশা করে' কেটে' গেল মোর এ জীবন।
তথাপি কোন আশারই নাহি হ'ল সম্পূরণ।।

আশা ছিল নভঃ 'পরে, রবি শশী তারা ঘিরে।

অনুক্রমণিকা

ভেসে যাব ভাবের যে ঘোরে ভুলে' জড়তারই বাঁধন।।

আশা ছিল কইবে কথা বুঝে' আমার ব্যকুলতা।
গেঁথে যত মর্ম ব্যথা দোব মালা মনের মতন।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৮/৮৫)

২৯৯৬
অরূপ রতন তোমায় আমি প্রণাম করি।
টেনে' নাও আমায় কাছে তোমার মাঝে ছন্দে ভরি'।।

আমি যে অণু তোমার মেতেছি সুরে,
গেয়ে যাই তোমারই গান নাচি' ঘিরে।
থাক তুমি আঁধারের পরপারে, তাইতো তোমায় হিয়ায় সদাই ৰরি।।

ভাল-মন্দ জানিনা তোমায় বুঝি, অণু-পরমাণুতে তোমায় খুঁজি।
অসীমের যে উৎস হতে এসেছি, সে উৎস তো তুমি যে নিত্য স্মরি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৮/৮৫)

২৯৯৭
মলয়ানিলে এই শেফালী মূলে সাঁঝের প্রদীপখানি জ্বালিয়ে রাখি।
চাইবার কিছু আর আমার যে নাই, প্রীতির পরাগ নিয়ে মর্মে মাখি।।

আসা-যাওয়া কোন কিছু তোমার তো নাই,
শাশ্বত তুমি প্রভু ছিলে আছ তাই।
ভবিষ্যতেও থেকে' যাবে সদাই, নিজেকে ভোলাতে শুধু নিকটে ডাকি।।

অনুক্রমণিকা

মননে ছিলে তুমি আছ স্মরণে, আছ তুমি যুগে যুগে রাতে দিনে।
কাছে আসি মানে সরি অভিমানে নিজের অপূর্ণতা যতনে ঢাকি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৮/৮৫)

২৯৯৮

এই আলো-ঝরা শ্রাবণী সন্ধ্যায়।
চঞ্চল পবনে লীলায়িত স্বননে মন মোর সুদূরে ভেসে' যায়।।

মলয় আসিয়া চুপিসারে কয়ে গেল কাণে কাণে আজিকে মোরে।
যেও না কোথাও তুমি থাক হেথায়, যারে চাও সেও যে আসিতে চায়।।

কত প্রদোষ গেছে কত রাতি, কত দিবস গেছে কত তিথি।
মনে রেখো এই তিথি, আসিবে সে অতিথি যাহার হাসিতে ধরা মূরছায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৮/৮৫)

২৯৯৯

বজ্র অনলে এলে শান্ত সুষমা ঢেলে',
বিপরীত তব লীলা সবারে বুঝায়ে দিলে,
কোমলে কঠোরে তুমি অনন্ত হৃদি ভূমি,
শতভাবে শতরূপে আছ আকাশে পাতালে।।

তোমারে বুঝিতে গেলে থই নাহি পাওয়া যায়,
তোমারে খুঁজিতে গিয়ে অণু সত্তা হারায়।
ভূমা তুমি অনুপম সবাকার প্রিয়তম,
তুমি আছ তাই আছে প্রাণধারা নিখিলে।।

অনুক্রমণিকা

ক্ষুদ্র অহমিকা মিথ্যা গৌরব, কোথায় তলিয়ে দেয় তব বিভূ সৌরভ।
মমতা মাধুরী মাখো, ভূলোকে ভরিয়া রাখো,
দ্যুলোকের সুধা এনে' সব কালে-অকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৮/৮৫)

৩০০০

তোমায় আমি চেয়েছি শত রূপে মনে মনে।
প্রাণের দেবতা কেন নাহি এলে, দূরে রয়ে গেলে অভিমানে।।

অলখে পুলকে তুমি গেয়ে যাও, পরাণ ভরিয়া সুরসরিতা বহাও।
তোমারই বীণার তারে স্মিত ঝঙ্কারে মোরে নিয়ে ভাসে দূর বিমানে।।

এ তব আকর্ষণ এড়ানো না যায়, মনের মাধুরী মোর তোমা' পানে ধায়।
এ কি সুধা তুমি ছড়ালে, তব সুরভি যে প্রাণে জড়ালে।
তারই রাগে পরাগে অনুরাগে মোরে টেনে নেয় মানা না মানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৮/৮৫)